শরৎ-নাট্যসংগ্রহ

দ্বিতীয় খণ্ড

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাক্-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ—আষাঢ়, ১৩[illegible]৭

প্রকাশক :

শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়

বাক্-সাহিত্য

৩৩, কলেজ রো

কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর—শ্রীবঙ্কিমবিহারী রায়

অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৭/এ বলাই সিংহ লেন

কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট—শ্রীকানাই পাল

বিপ্রদাস

নাট্যরূপ : বিধায়ক ভট্টাচার্য

শোভাযাত্রীদের মধ্যে অনেকেই জানতো। নইলে তাদের জয়ধ্বনি শোনবার জন্যে আমাকে ঐ বারান্দায় গিয়ে কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকতে হোত না। (মৃদু হেসে) ঝক্‌ঝকে বাঁধানো দাঁত দিয়ে মানুষকে শুধু খিঁচোনই যায়, তাতে কামড়ানোর কাজ চলে না। বুঝলি ?

দ্বিজ। সংসারে সত্যিকার দাঁতওয়ালা লোকও আছে, কামড়াবার দিন এলে তাদের অভাব হবে না।

বিপ্র। কি বললি ?

হঠাৎ দরজার বাইরে মা দয়াময়ীর গলা শোনা গেল

(নেপথ্যে) দয়াময়ী। তোরা দরজার পর্দা টাঙ্গিয়ে রাখিস কেন বল ত ? ছোঁয়াছুঁয়ি না করে যে ঘরে ঢুকবো তার যো নেই। ঘর সংসার বিলিতি ফ্যাসানে ভরে গেল।

দ্বিজদাস তাড়াতাড়ি গিয়া পর্দা তুলিয়া ধরিতেই দয়াময়ী প্রবেশ করিলেন

এই যে বিপিন, তোর গুণধর ছোট ভাইয়ের কীর্তি শুনেছিস ? কাল কি কাণ্ড করেছে জানিস ?

বিপ্র। দ্বিজু ? কি করেছে মা ? কই শুনিনি ত কিছু।

দয়া। নিশ্চয়ই শুনেছিস। তোর চোখকে ফাঁকি দেবে, এত বুদ্ধি ও ছোঁড়ার ঘটে নেই। কিন্তু এর একটা প্রতিকার কর্। ও আমারই খাবে পরবে, আর আমারই টাকায় কলকাতা থেকে লোক এনে আমার প্রজা বিগড়োবার ফন্দী আঁটবে ? ওর কলকাতার খরচা তুই বন্ধ করে দে।

বিপ্র। সে কি কথা মা ! পড়ার খরচ বন্ধ করে দেব—পড়বে না ?

দয়া। দরকার কি ? আমার শ্বশুরের স্কুলের ছাত্ররা যখন দল বেঁধে এসে বললে, বিদেশী লেখাপড়ায় দেশের সর্বনাশ হোল, তখন তাদের তুই তেড়ে মারতে গেলি ; আর আজ যখন তোর নিজের ছোট ভাই ঠিক ওই কথাই চারিদিকে বলে বেড়াচ্ছে, তার কি কোন প্রতিবিধান করবিনে ! এ তোর কেমন বিবেচনা ?

বিপ্র। তার কারণ আছে মা। স্কুলের ক্লাশে প্রমোশন না পেয়ে ও নালিশ করলে আমার সয় না। কিন্তু দ্বিজুর মত ছেলে M. A. পাশ ক'রে বিলিতি শিক্ষাকে যত খুসী গাল দিয়ে বেড়াক, আমার গায়ে লাগে না।

দয়া। কিন্তু এটা ? আমার টাকায় আমার প্রজা খ্যাপানো ?

দ্বিজ। কালকের সভা-সমিতির জন্যে তোমাদের ষ্টেট থেকে আমি একটা পয়সাও নিইনি।

দয়া। (বিপ্রদাসকে) তা হ'লে হতভাগাকে জিগ্যেস কর ত বিপিন, টাকা ও পেলে কোথায়—রোজগার করছে ?

দরজার কাছে সতীর চুড়ীর শব্দ শোনা গেল

বিপ্র। ঐ তো তার জবাব মা! তোমার নিজের ঘরের বৌ যদি টাকা যোগায়, কে আটকাবে বল দেখি ?

দয়া। ওঃ তাই বটে। সতীর কাজ এই,—বড়মানুষের মেয়ে, বাপের জমিদারী থেকে বছরে যে ছ'হাজার টাকা পায়, সে আমার খেয়াল ছিল না,—তিনিই গুণধর দেওরকে টাকা যোগাচ্ছেন।

বিপ্র। তা হলেই বুঝে দেখ মা, নেপথ্যে রইল পাওয়ার হাউস, শক্তি সরবরাহ হচ্ছে সেইখান থেকে, বাইরে থেকে আমরা কি করি বল ?

দয়া। তাই তো তোর সম্বন্ধ করতে বেয়াই মশাই নিজে যখন এলেন, তখনি আমি কর্তাকে বলেছিলাম, রায় বাড়ীর মেয়ে ঘরে এনে কাজ নেই। ওদের বংশেরই ত কে একজন অনাথ রায়,—বিলেত গিয়ে মেম বিয়ে করে এনেছিল।

বিপ্র। কে একজন অনাথ রায়, না মা ?

দয়া। হ্যাঁ। ওরা পারে না কি ? ওদের অসাধ্য সংসারে কি আছে ? আচ্ছা থাক্। বাবা কৈলাশনাথ এবার টেনেছেন, আগে তাঁকে দর্শন করে ফিরে আসি, তারপরে এর বিহিত করবো।

বিপ্র। কি বললে মা ? বাবা কৈলাশনাথ তোমাকে টেনেছেন ! দোহাই মা, ও আদেশটি তুমি কোরো না। তোমার দু'ছেলের একজন সঙ্গে না গেলে আমি তোমাকে তিব্বতে পাঠাতে পারবো না। আর সব ক্ষতিই সইবে, কিন্তু মাকে হারানো আমার সইবে না।

দয়া। ভয় নেই রে ভয় নেই। কৈলাশের পথে মরণ হবে, তেমন পুণ্যি তোর মায়ের নেই। আমি আবার ফিরে আসবো। কিন্তু ছেলের মধ্যে তুই তো আমার সঙ্গে যেতে পারবিনে—তোর 'পরেই এত বড় সংসারের ভার, আর পেছনে যে ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে নিয়ে আমি বৈকুণ্ঠে যেতেও রাজী নই। বামুনের ছেলে হয়ে সন্ধ্যে আহ্নিক তো ছেড়েইছে, আবার শুনতে পাই কলকাতায় খাদ্যাখাদ্যেরও নাকি বিচার করে না। ওকে সঙ্গে নিয়ে যাব আমি তীর্থ করতে ? ছিঃ ছিঃ—

প্রস্থান

দ্বিজদাস আবার তাড়াতাড়ি গিয়া পর্দাটা তুলিয়া ধরিয়া মাকে বাহিরে যাইতে সাহায্য করিল

বিপ্র। কিরে দ্বিজু? মাকে নিয়ে পারবি যেতে? উনি ঝোঁক যখন ধরেছেন, তখন থামানো যাবে বলে ভরসা হয় না, যাবি?

দ্বিজ। আপনি তো জানেন, ঠাকুর দেবতায় আমার বিশ্বাস নেই। তা ছাড়া আমার সঙ্গে উনি বৈকুণ্ঠে যেতেও নারাজ, এ ত তাঁর নিজের মুখ থেকেই শুনলেন।

বিপ্র। হ্যাঁরে পণ্ডিত, শুনলাম। তুই যেতে পারবি কি না তাই বল না?

দ্বিজ। আমার এখন মরবার ফুরসৎ নেই।

বিপ্র। মরবারও ফুরসৎ নেই! তাই বটে—এমনি দেশের কাজ যে মাকে মানাও চলে না? চমৎকার!

প্রস্থান

সতীর প্রবেশ—সুন্দরী, মন্দাগামিনি

সতী। ভাই ঠাকুরপো!

দ্বিজ। থাক্ বৌদি, আর খোসামোদের দরকার নেই, আমি করবো।

সতী। কি করবে শুনি?

দ্বিজ। তুমি যা হুকুম করবে—তাই। কিন্তু দাদার এ ভারি অন্যায়!

সতী। অন্যায়টা কিসে হলো বল ত?

দ্বিজ। এই—তোমাকে দিয়ে কার্য্যোদ্ধার করানো—যাক্,—বলো—কি বলতে এসেছ।

সতী। মা কৈলাশ দর্শনে যাবেনই,—আর তোমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে হবে।

দ্বিজ। দু তিন মাসের কম হবে না। কাজের কত ক্ষতি হবে ভেবে দেখেছ বৌদি?

সতী। ক্ষতি কিছু হবেই। তবে নিজের তরফ থেকে একে নিছক লোকসানও বলা চলে না। লক্ষ্মী ভাইটি, পরে যেন আর আপত্তি করো না। কেমন?

দ্বিজ। তুমি যখন আদেশ করছো, তখন আর আপত্তি করবো না, যাব সঙ্গে। কিন্তু মা আজ অনায়াসে দাদাকে বললেন, আমার কলকাতার পড়ার খরচ বন্ধ করে দিতে!

সতী। ওটা রাগের কথা ভাই। হুকুম যিনি দিলেন, তিনি মা ছাড়া আর কেউ নয়, কথাটাও তোমার ভুললে চলবে না।

দ্বিজ। না ভুলিনি বৌদি। কিন্তু আজ থেকে আমিও কি স্থির করেছি

জানো ? আমি একলা মানুষ, বিয়ে করবার আমার কখনো সময়ও হবে না, সুযোগও ঘটবে না, সুতরাং খরচ সামান্য। আবশ্যক হলে বরঞ্চ ছেলে পড়িয়ে খাবো, কিন্তু এদের ষ্টেট থেকে একটা পয়সাও কোন দিন চাইব না।

সতী। চাইবার দরকার হবে না ঠাকুরপো। পয়সা আপনি এসে হাজির হবে। আর তাও যদি না আসে, তোমার ছেলে পড়াবার প্রয়োজন হবে না, অন্ততঃ আমি বেঁচে থাকতে তো নয়, সে ভার আমার রইল। তীর্থ থেকে ভালয় ভালয় ফিরে এস ঠাকুরপো। যত লোকসানই তোমার হোক, আমি সবটুকু তার পূরণ করে দেব। (দ্বিজ সতীকে প্রণাম করিল) এতক্ষণ পরের উমেদারী করেই তো সময় কাটলো, এখন নিজের একটা অনুরোধ আছে।

দ্বিজ। বেশ তো,—বলে ফেল।

সতী। বোম্বেতে আমার এক ম্লেচ্ছ খুড়ো আছেন। আপনার নয়—বাবার খুড়তুতো ভাই। তিনি বিলেত গিয়েছিলেন—তখন সে খবরটা এঁদের কানে এসে পৌছলে হয়তো এ বাড়ীতে আমার ঢোকাই ঘটতো না। মার মুখে এ কথা শুনেছ বোধ হয় ?

দ্বিজ। বহুবার।—এমন কি গড়পড়তা দিনে একবার কোরে হিসেব করে নিলে—এই, পনেরো ষোল বছরে অন্ততঃ হাজার পাঁচছ'বার হবে।

গদার প্রবেশ

গদা। বৌরানী, মা বললেন, আপনার কাজ সারা হলে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে তবে রান্নাঘরে যাবেন।

গদার প্রস্থান

সতী। আচ্ছা তুই যা।

দ্বিজ। তারপর বৌদি ?

সতী। কাকা থাকেন বোম্বায়ে। —তাঁর একটী মেয়ে ঐখানেই লেখা-পড়া করে। আসছে বছরে সে বিলেত যাবে পড়া শেষ করতে। তোমাকে গিয়ে তাকে আনতে হবে।

দ্বিজ। কোথায় !—বোম্বে থেকে ?

সতী। হ্যাঁ। সে লিখেছে—সে একলাই আসতে পারে। কিন্তু এত দূরের পথ একলা আসতে বলতে আমার সাহস হয় না।

দ্বিজ। কেন ? তাঁকে পৌছে দেবার কেউ নেই ?

সতী। না। কাকা ছুটি পাবেন না। আমার যখন বিয়ে হয়, তখন সে খুব ছোট, তারপর একটিবার মাত্র দেখা হয় কলকাতায়। তখন সে সবে

ম্যাট্রিক পাশ ক'রে আই. এ পড়তে সুরু করেছে, সেও তো কত বছর হয়ে গেল।

দ্বিজ। মা কি রাজী হবেন?

সতী। মাকে বলেছি।—তবে—

দ্বিজ। যেতে আমার আপত্তি নেই বৌদি। কিন্তু আমি বলি, মা থাকতে তাকে তুমি এখানে এনো না। মাকে তো জানোই, হয়তো খাওয়া ছোঁয়া নিয়ে এমন কাণ্ড করবেন যে বোনকে নিয়ে তোমার লজ্জার সীমা থাকবে না। তার চেয়ে বরঞ্চ আমরা চলে যাই, তারপর তাঁকে আনার ব্যবস্থা কোরো, সব দিকেই ভাল হবে।

সতী। সত্যি, নিজের বোন বলে বলছিনে ঠাকুরপো, কিন্তু সেবার মাসখানেক তাকে কাছে পেয়ে এইটে বুঝেছি—যে, রূপে গুণে তেমন মেয়ে হঠাৎ চোখে পড়ে না। মা যদি তাকে দুটো দিনও কাছে পান তো ম্লেচ্ছ মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বদলে যাবে,—কখনো তাকে অশ্রদ্ধা করতে পারবেন না।

দ্বিজ। কিন্তু এই দুটো দিনই যে মাকে দেখানো শক্ত হবে বৌদি—তিনি যে দেখতেই চাইবেন না।

সতী। কিন্তু আমার নিশ্চয় বিশ্বাস—বন্দনাকে পৃথিবীতে কেউ অবহেলা করতে পারবে না—মাও না।

দ্বিজ। বন্দনা! দাঁড়াও, দাঁড়াও, নামটা যেন কোথায় শুনেছি, কোথায় যেন দেখেছি, আচ্ছা খবরের কাগজে কি? একটা ছবি ও যেন—

গদার প্রবেশ

গদা। বৌরাণী শীগ্‌গীর চলুন—ওদিকে আপনার কে এক কাকা তার মেয়ে নিয়ে বোম্বাই থেকে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

সতী। এ্যাঁ বলিস কিরে? বোম্বাই থেকে কাকা, তাহলে কি বন্দনাকে নিয়ে এসেছেন?

রায় সাহেব ও বন্দনার প্রবেশ—রায়সাহেব স্যুট পরিহিত প্রৌঢ়, বেশবাসে বন্দনা অতি আধুনিক।

রায়। হ্যাঁ রে বোম্বাই থেকে কাকা বন্দনাকে নিয়ে এসেছে। তোদের নিচের ঘরে ত কাউকে দেখতে পেলাম না, তাই সটান ওপরে চলে এলাম।

সতী। বসুন কাকাবাবু। (প্রণাম করিয়া) তবু ভাগ্যি যে মেয়ের বাড়ীতে এতদিন পরে পায়ের ধুলো পড়লো।

রায়। হ্যাঁরে পড়লো—কখনো বলেছিলি আসতে যে আজ এত কথা বলছিস ?

সতী। তাই নাকি ?

রায়। তাইত—যখন নিজে যেচে এলাম তখন মস্ত ভণিতা করে বলা হচ্ছে পায়ের ধুলো পড়লো। হ্যাঁরে এটি ?

সতী। ওটি আমার দেওর, দ্বিজু।

বন্দনা। ওঃ ইনিই সেই দোর্দণ্ড প্রতাপ দ্বিজদাস মুখোপাধ্যায় ? যাঁর জ্বালায় জমিদারী বুঝি যায় যায়। আমাকে চিঠিতে লিখেছিলে বংশ ছাড়া গোত্র ছাড়া ভয়ঙ্কর স্বদেশী—ইনিই ত ?

সতী। অমন কথা তোকে আবার কবে লিখলাম ?

বন্দনা। এই তো সেদিন, এরই মধ্যে ভুলে গেলে ?

সতী। না—না ও সব লিখিনি, তোর মনে নেই।

দ্বিজ। এঁ্যা বৌদি! তোমার জোরেই আমার সমস্ত জোর, আর তোমার চিঠিতেই এই সব কথা! বেশ আমাকে তোমরা ত্যাগ কর, আমিও আমার সমস্ত অধিকার পরিত্যাগ করে হরিদ্বার ফরিদ্বার চলে যাই। তোমাদের জমিদারী অক্ষয় হয়ে থাক। তুমি একটিবার মুখ ফুটে আদেশ কর, আমি আজই উকীল ডেকে সমস্ত লেখাপড়া করে দিচ্ছি—ইনি সাক্ষী থাকুন—দেখ আমি পারি কি না!

রায়। হ্যাঁরে, তোর দেওরটী বুঝি ভয়ঙ্কর স্বদেশী ?

সতী। ভয়ঙ্কর।

রায়। তুই বললেই সে লেখাপড়া করে জমিদারী দিয়ে দিতে পারে ?

সতী। ও তা পারে। ওর অসাধ্য কাজ কিছু নেই।

বন্দনা। সত্যি বলছেন ? চিরকালের জন্য বাস্তবিক সমস্ত ত্যাগ করতে পারেন ?

দ্বিজ। সত্যি পারি। ওতে আমার একতিল লোভ নেই। যে দেশের পনেরো আনা লোক যেখানে একবেলা পেট ভরে খেতে পায় না, উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও না; সেখানে বিনা পরিশ্রমে আমার বরাদ্দ পোলাও কালিয়া, ও আমার মুখে রোচে না। ও বিষয় আমার গেলেই ভাল।

সতী। ও সব পুরোণো বক্তৃতা পরে দিও ঠাকুরপো, ঢের সময় পাবে। ওরা এই এলো, এরই মধ্যে নাইবা স্নুরু করলে ?

রায়। কৈ জামাই বাবাজীকে ত দেখছিনে!

সতী। তিনি বেরিয়েছেন, এখুনি ফিরবেন।

বন্দনা। আর তোমার শাশুড়ী? তাঁকেও ত দেখছিনে?

সতী। আজ বৃহস্পতিবার কিনা! তিনি ঠাকুর ঘরে বসে লক্ষ্মীর কথা শুনছেন।

বন্দনা। তিনি বুঝি রাত দিন ধর্ম্ম-কর্ম্ম নিয়েই থাকেন?

সতী। হ্যাঁ।

বন্দনা। আচ্ছা উনি তো তোমার সৎ শাশুড়ী—না মেজদি!

সতী। (হাসিয়া) চোখে তো দেখিনি বোন, লোকে হয়তো মিথ্যে কথাই বলে।

দ্বিজ। মিথ্যেই বলে। কারণ সৎশাশুড়ি মানে—দাদার সৎমা তো? মিছে কথা,—সৎমা বটে, তবে সেটা—দাদার নয়—আমার।

দয়াময়ীর প্রবেশ। তাঁহাকে দেখিয়া সবাই উঠিয়া দাঁড়াইল

সতী। আমার সেজ কাকাবাবু মা।—আর এটি আমার বোন বন্দনা।

বন্দনা প্রণাম করিতে আসিল, দয়াময়ী সামান্য পিছাইয়া গেলেন

দয়া। থাক্ থাক্—বেঁচে থাকো। বেয়াই মশায়—নমস্কার। ছেলে-মেয়ের অনেক ভাগ্য যে হঠাৎ আপনার পায়ের ধুলো পড়লো।

রায়। না—না, পায়ের ধুলো-টুলো কি বলছেন, নানা কারণে সময় পাইনে। সে যাক, না বলে কয়ে হঠাৎ এসে পড়ায় ত্রুটী মার্জ্জনা করবেন। তবে হাঁ,—এবার যখন আসবো, যথা সময়ে একটা খবর দিয়েই আসবো।

দয়া। আমার পুজো-আহ্নিক এখনো সারা হয়নি বেয়াই মশায়, আবার দেখা হবে। বৌমা এঁদের খাওয়া দাওয়ার যেন কোন কষ্ট না হয় দেখো—আর বিপিন এলে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

দয়াময়ীর প্রস্থান

সতী। আসুন কাকাবাবু, মুখ হাত ধোবেন না?

রায়। হাঁ নিশ্চয়, একটু fresh হয়ে নেওয়া দরকার। চল্‌রে বুড়ী।

বন্দনা। তুমি এগোও বাবা, আমি যাচ্ছি।

রায়। আচ্ছা।

রায় সাহেবের ও সতীর প্রস্থান

দ্বিজ। কৈ চলুন!

বন্দনা। কোথায়?

দ্বিজ। ঐ যে শুনলেন fresh হতে।—(খবরের কাগজ লইল)

বন্দনা। দরকার নেই। ওটা নিলেন কেন?

দ্বিজ। রাত্রে একটু দেখবো।

বন্দনা। আপনি কি রোজ খবরের কাগজ পড়েন?

দ্বিজ। খবরের কাগজ তো রোজই পড়তে হয়, নইলে সাতদিন অন্তর পড়লে সেটা আর খবরের কাগজ থাকে না,—তখন হয় কবরের কাগজ। কেন, আপনি পড়েন না?

বন্দনা। না, ও সব আমি পড়ি না।

দ্বিজ। সে কি! কাগজ পড়েন না?

বন্দনা। না। আমার ধৈর্য্য থাকে না। সন্ধ্যেবেলা বাবার মুখে গল্প শুনি, তাতেই আমার ক্ষিদে মেটে।

দ্বিজ। আশ্চর্য্য! আমি কিন্তু ভেবেছিলাম আপনি নিশ্চয় খুব বেশী পড়েন।

বন্দনা। আমার সম্বন্ধে কিছু না জেনে অত ভাবেন কেন? ভারি অন্যায়। আপনারা কে কতটা দেশোদ্ধার করলেন, এবং ইংরেজ তাতে রেগে গিয়ে কতখানি চোখ রাঙ্গালো, তার কিছুতেই আমার কৌতুহল নেই।

দ্বিজ। ও।

বন্দনা। আচ্ছা,—আমি মেজদির চিঠিতে জেনেছি, আপনার নাকি মস্ত একটা লাইব্রেরী আছে?

দ্বিজ। হাঁ লাইব্রেরী বেশ মস্তই বটে,—তবে সেটা আমার নয়, দাদার। আমি শুধু কোথায় কি বই বেরুলো, তার সন্ধান নিই এবং হুকুম মত কিনে এনে দিই।

বন্দনা। তা দেন,—কিন্তু পড়েন তো আপনি?

দ্বিজ। সে কিছু নয়। পড়েন—যাঁর লাইব্রেরী তিনি স্বয়ং। আশ্চর্য্য শক্তি এবং অদ্ভুত মেধা তাঁর।

বন্দনা। কার? আপনার দাদার?

দ্বিজ। হাঁ। ইউনিভারসিটির ছাপছোপ বিশেষ কিছু তাঁর গায়ে লাগেনি সত্যি, কিন্তু মনে হয় এতবড় বিরাট পাণ্ডিত্য এদেশে কম লোকেরই আছে,—হয়তো নেই। কেন! আপনার ভগ্নিপতি তিনি, কখনো দেখেন নি তাঁকে?

বন্দনা। না। কি রকম দেখতে?

দ্বিজ। ঠিক আমার উল্টো,—যেমন দিন আর রাত। গায়ের জোর

তাঁর এ অঞ্চলে বিখ্যাত; লাঠি, তলোয়ার, বন্দুকে এদিকে তাঁর জোড়া নেই। একা মা ছাড়া তাঁর মুখের পানে চেয়ে কথা কইতে কেউ সাহস করে না।

বন্দনা। বলেন কি! আমার মেজদিও না?

দ্বিজ। না—আপনার মেজদিও না।

বন্দনা। ভয়ানক বদরাগী বুঝি?

দ্বিজ। না তাও না। ইংরেজীতে যে এ্যারিষ্টোক্র্যাট ব'লে একটা কথা আছে আমার দাদা বোধ করি কোন জন্মে তাদেরই রাজা ছিলেন। অন্ততঃ আমার ধারণা তাই। বদরাগী কি না জিজ্ঞাসা করছেন? কোন রকম রাগা-রাগি করবার তাঁর অবকাশই হয় না। কিন্তু দাদার কথা এখন থাক্। আপনি তো তাঁকে এখনো চোখে দেখেন নি, আমার মুখে এক তরফা আলোচনা শুনে অতিশয়োক্তি বলে মনে হতে পারে। অতএব—

বন্দনা। কিন্তু আমার শুনতে খুব ভাল লাগছে।

দ্বিজ। কেবল ভাল লাগাটাই তো সব নয়। পৃথিবীতে আমরা ও অন্যান্য সাধারণ আরও দু দশজন তো আছি—কেবল মাত্র একটি অসাধারণ ব্যক্তি যদি সমস্ত জায়গা জুড়ে বসে থাকেন, তবে আমরা যাই কোথা?

বন্দনা। ওঃ, তার মানে দাদাকে ছেড়ে এখন ছোট ভাইয়ের একটু স্তবগান হোক, এই ত বলতে চান?

দ্বিজ। চাই ত বটে,—কিন্তু সুযোগ পাই কোথা?

বিপ্রদাসের পুত্র—বাসুর প্রবেশ

বাসু। কাকাবাবু! মা বলে দিলেন, মাসীমাকে নিয়ে তুমি শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর তাঁর কাছে এস।

বন্দনা। এই বাসু!

দ্বিজ। হাঁ। এই বাসু, এদিকে আয়।

বাসু। না।

দ্বিজ। শুনে যা।

বাসু। না।

বাসুর প্রস্থান

দ্বিজ। কৈ চলুন। লাইব্রেরী দেখবেন না?

বন্দনা। না না, ও সব এখন থাক্। তার চেয়ে আপনি গল্প করুন, আমি বসে বসে শুনি।

দ্বিজ। কিসের গল্প?

বন্দনা। আপনার নিজের।

দ্বিজ। আমার সম্বন্ধে? তাহলে একটু সবুর করুন, আমি ভেতরে গিয়ে আমার চেয়েও ঢের ভাল বক্তা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বন্দনা। পাঠাবেন মেজদিকে তো? তার দরকার নেই। তার বলবার যা কিছু ছিল, সে চিঠিতেই সব শেষ হয়ে গেছে। এখন সেগুলো সত্যি কি না তাই শুনতে চাই।

দ্বিজ। না সত্যি নয়—অন্ততঃ বারো আনা মিথ্যে। সে যাক্, শুনলাম আপনি নাকি শীগ্‌গীরই বিলেত যাচ্ছেন?

বন্দনা। বাবার তো ইচ্ছে তাই। তা আপনিও কেন চলুন না?

দ্বিজ। আমার নিজের আপত্তি নেই, কিন্তু টাকা পাব কোথায়? সেখানে ছেলে পড়িয়েও চলবে না, আর এত ভার বৌদির ওপরেও চাপাতে পারব না, এ আশা বৃথা।

বন্দনা। দ্বিজুবাবু, এ আপনার রাগের কথা। নইলে যে অর্থ আপনাদের আছে, তাতে শুধু নিজে নয়, ইচ্ছে করলে এ গ্রামের অর্ধেক লোককে আপনি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। বেশ টাকার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি, তাহলে যাবেন তো?

দ্বিজ। না না,—সে ব্যবস্থা হবার নয়। টাকা প্রচুর আছে সত্য, কিন্তু সে সব আমার নয়, দাদার।

বন্দনা। ঠিক একটু আগে এই ধরণের আর একটি কথা বলেছেন। লাইব্রেরী আমার নয়, দাদার।

দ্বিজ। সত্যিই তাই।

বন্দনা। সত্যিই তাই?

দ্বিজ। সত্যিই তাই।

বন্দনা। ক্ষমা করবেন, একটা কথা বলবো?

দ্বিজ। বলুন।

বন্দনা। বিপ্রদাসবাবু আর আপনি দুই ভাই। সৎ হতে পারেন—কিন্তু ভাই তো? অথচ সম্পত্তি আপনার দাদার একার,—তাই মনে হচ্ছে—সব কথাই আমার শোনা হয়েছে—কেবল একটি কথা শোনা হয়নি। "আমার নয় দাদার"—এ কথাটার মানে কি বলবেন আমাকে? মেজদিকে এত কথা বলতে পেরেছেন, আর আমাকে পারেন না! আর কিছু না হোক, তাঁর মত আমিও তো একজন আত্মীয়। অবিশ্যি—এ আমার দাবী নয়, অনুরোধ।

আত্মীয়তা আমাদের যত বড়ই হোক দাবী করবার মত অন্তরঙ্গতায় এখনও আমরা এসে পৌঁছইনি, তা আমি জানি। তবু—

দ্বিজ। বেশ বলছি। যে কথা বৌদিকে আজ পর্য্যন্ত বলিনি, সে কথা আপনাকেই প্রথম বলবো। শুনুন। বাবা আমাকে কিছুই দিয়ে যান নি।

বন্দনা। কি বলছেন! এ হতেই পারে না।

দ্বিজ। পারে।

বন্দনা। কারণ?

দ্বিজ। কারণ বাবার বোধ হয় ধারণা জন্মেছিল, যে—আমাকে দিলে তাঁর সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

বন্দনা। এ ধারণার কোন সত্যিকার হেতু ছিল?

দ্বিজ। ছিল। আমাকে বাঁচাবার জন্যে একবার তাঁর বহু টাকা নষ্ট হয়ে যায়।

বন্দনা। বাবা উইল করে গেছেন?

দ্বিজ। জানি না। সে কথা শুধু দাদাই জানেন, তিনি ত বলেন,—না।

বন্দনা। বাবাঃ তবু রক্ষে! আমি তো ভেবেছিলাম তিনি বুঝি সত্যিই উইল ক'রে আপনাকে বঞ্চিত করে গেছেন।

দ্বিজ। বাবার সে ইচ্ছার অভাব ছিল না। কিন্তু মনে হয় দাদাই তা করতে দেন নি।

বন্দনা। দাদা করতে দেন নি! আশ্চর্য্য!

দ্বিজ। দাদাকে জানলে আর আশ্চর্য্য বলে মনে হবে না। শুনুন তবে। সেদিন সন্ধ্যে হয়ে গেছে, ঘরে তখনো চাকরে আলো দিয়ে যায়নি। আমি পাশের ঘরে একটা বই খুঁজছিলাম, হঠাৎ বাবার কথা আমার কানে গেল। দাদা বললেন 'না', বাবা জিদ করতে লাগলেন, "না কেন বিপ্রদাস? আমার পিতা পিতামহকালের সম্পত্তি আমি এমন ভাবে নষ্ট হতে দিতে পারবো না, তাহলে পরলোকে থেকেও আমি শান্তি পাব না।" তবুও দাদা জবাব দিলেন "না—। সে কোন মতেই হতে পারে না"। বাবা বললেন, "তবে আমি তোমারই হাতে সমস্ত রেখে গেলাম। যদি ভাল মনে কর, দ্বিজুকে দিও, যদি তা না মনে করতে পার, তাকে দিও না।" এর পরেও বাবা দু-তিন বছর বেঁচে ছিলেন, কিন্তু আমি জানি তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেননি।

বন্দনা। এ কথা আর কেউ জানে?

দ্বিজ। কেউ না। শুধু আমি লুকিয়ে শুনেছিলাম ব'লে জানি।

বন্দনা। সত্যিই আপনার দাদা অসাধারণ মানুষ।

দ্বিজদাস অন্যমনস্ক হইয়া গেল

দ্বিজ। যাক গে, আপনি আপনার বাবার সঙ্গে আজই কলকাতায় যাচ্ছেন তো, না?

বন্দনা। না। তাঁর ফেরবার পথে বোম্বে চলে যাব। ঠিক করেছি সে কটা দিন আমি দিদির কাছেই থাকবো।

দ্বিজ। বরঞ্চ আমি বলি, তাঁর ফেরবার পথেই আপনি কিছুদিন এখানে থেকে যাবেন।

বন্দনা। প্রথমে তো সেই ইচ্ছেই ছিল। কিন্তু এখন দেখচি তাতে ঢের অসুবিধে হবে। কেননা আমাকে পৌঁছে দেবার কেউ নেই। তবে আপনি যদি রাজী হন তাহলে—

দ্বিজ। কিন্তু আমি তো তখন থাকবো না। এই সোমবারে মাকে নিয়ে আমায় কৈলাস-তীর্থে যেতে হবে।

বন্দনা। ও! সেই জন্যেই বুঝি তখন আমাকে এখানে এসে থাকবার জন্য সুপরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্বিজ। সত্যিই তাই বন্দনা দেবী। বৌদি এত কথা আপনাকে লিখেছেন, কেবল এই খবরটিই দেননি যে, আমাদের এটা কত বড় গোঁড়া হিন্দুর বাড়ী। এর আচার বিচারের কঠোরতার কোন আভাস কি আপনি চিঠিতে পাননি?

বন্দনা। না।

দ্বিজ। না? আশ্চর্য্য! জানেন, একা আমি ছাড়া আপনার ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত খাবার লোক এ বাড়ীতে কেউ নেই!

বন্দনা। কিন্তু দাদা?

দ্বিজ। না।

বন্দনা। মেজদি?

দ্বিজ। না, তিনিও না। আমরা চলে গেলে তবুও হয়তো দুদিন এখানে থাকতে পারবেন, কিন্তু মা থাকতে একটা দিনও আপনার এ বাড়ীতে থাকা চলবে না।

ভিতর হইতে সতী ডাকিল,—ঠাকুরপো—বন্দনা

দ্বিজ। যাচ্ছি বৌদি। চলুন।

বন্দনা। চলুন। এত কথা আমি কিছুই জানতাম না। আজকের এই ছোট্ট খবরটুকুর জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ।

রায়সাহেব ও বিপ্রদাসের প্রবেশ

রায়। ওরে বুড়ী! এই তোর জামাইবাবু রে!

বন্দনা। (উদাস গলায়) ও! নমস্কার।

হাঁটিতে লাগিল

রায়। কোথায় যাচ্ছিস?

বন্দনা। মেজদি ডেকে পাঠিয়েচে বাবা। (দ্বিজদাসকে) কৈ চলুন—আসুন।

বন্দনা ও দ্বিজদাসের প্রস্থান

রায়। এর মধ্যে তো দুটিতে বেশ ভাব হয়ে গেছে!

বিপ্র। হ্যাঁ। আপনি বসুন।

চাকর টেবিলে খাবার ও জল দিয়া গেল

রায়। (বসিয়া) দেখ বাবাজী, ঐ যে কথা বলছিলাম, কাজ—কাজ। আমি যদি বা কাজ ছাড়তে চাই, কাজ আমাকে ছাড়তে চায় না। এই যেমন "কমলি নেহি ছোড়তা" এই গোছের আর কি,—তা বাবাজী এ করেছ কি? এত খাবার!

বিপ্র। ও কিছু না—আপনি খান।

রায়। (খাইতে বসিয়া) তা বাবাজী তুমি তো একবার আমাদের ওদিকে বেড়াতে গেলে পারো? মনে কর একটা নতুন দেশ দেখাও হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা চেঞ্জও হয়।

বিপ্র। আজ্ঞে তা হয়। তবে কি জানেন, আমারও ওই যা বল্লেন,—কাজ। এমনি কাজের চাপ যে, কোথাও যাবার ফুরসৎই হয়ে ওঠে না। ভাবছি এইবার দ্বিজুর ওপর সমস্ত ভার দিয়ে কিছুদিনের জন্য বেড়িয়ে আসব।

রায়। ভাল কথা। Grand idea.

বন্দনা ও সতীর প্রবেশ

বন্দনা। বেশ বাবা, আমাকে ফেলে রেখে তুমি একলাই খেতে বসে গেছ!

রায়। আমার যে গাড়ীর সময় হয়ে এল মা। কিন্তু তোমার তো তেমন তাড়া নেই। আমি চলে গেলে তোমরা ধীরে সুস্থে খেয়ে নিতে পারবে। কি বলিস রে সতী?

বন্দনা। মেজদি, এতগুলো দামী রূপোর বাসন নষ্ট করলে কেন? বাবাকে এনামেল কিংবা চীনে মাটির বাসনে খেতে দিলেই তো হোত।

রায়। (লজ্জিত ভাবে) তাই তো! এটাতো আমি লক্ষ্য করিনি। হ্যাঁরে সতী, আমাকে ডিসে খেতে দিলেই তো হতো—দোষটা আমারই বটে।

বিপ্র। কেন তোমার দিদির মুখে শোননি যে এটা গোঁড়া হিন্দুর বাড়ী; এখানে এনামেল বল, চীনে-মাটিই বল, কিছুই ঢোকবার যো নেই। শোননি?

বন্দনা। দামী বাসনগুলো তো নষ্ট হয়ে গেল!

রায়। কিন্তু বাবাজী আমি শুনেচি—ঘি মাখিয়ে একটুখানি পুড়িয়ে নিলেই—

বিপ্র। এ বাড়ীতে রূপোর বাসনের অভাব নেই, কিন্তু বিশেষ কোন কাজে লাগে না। তোমার বাবা সম্বন্ধে আমার গুরুজন, এ বাড়ীতে অত্যন্ত সম্মানিত অতিথি। রূপোর বাসনের যত দামই হোক, তাঁর মর্যাদার কাছে একেবারে তুচ্ছ। তোমাদের আসার উপলক্ষে কতকগুলো যদি নষ্ট হয়েই যায়, যাক না।

বন্দনা। ও! তাই নাকি?

বিপ্র। নিশ্চয়। তোমার দিদির মতো তোমারও যদি কোন গোঁড়াদের বাড়ীতে বিয়ে হয়, তখন তোমার বাবা গেলে তাঁকে মাটির সরাতে খেতে দিও, ফেলা গেলে কারও গায়ে লাগবে না।

বন্দনা। ইস্! তাই বৈ কি! বাবার জন্যে আমি সোনার বাসন গড়িয়ে রেখে দেব।

বিপ্র। সে তুমি পারবে না। যে পারে, সে বাপের সম্বন্ধে অমন কথা মুখে আনতেও পারে না। এমন কি অপরকে অপমান করার জন্যেও না। তোমার বাবাকে তুমি যত ভালবাস, আর একজন তার কাকাকে বোধ করি তার চেয়ে কম ভালবাসে না।

রায়। তোমার এ কথাটা বাবা ভারি সত্যি। দাদা যখন হঠাৎ মারা গেলেন, তখন সতী খুব ছোট। বিদেশে চাকরী নিয়ে থাকি, সর্বদা বাড়ী আসা ঘটে না, আর এলেও সমাজের শাসনে একলাটি থাকতে হয়, কিন্তু সতী ফাঁক পেলেই আমার কাছে ছুটে আসতো।

বন্দনা। ওসব কথা এখন থাক না বাবা।

রায়। না—না—থাকবে কেন! আমার যে সমস্তই মনে আছে। (হাসিয়া) একদিন সতী তো আমার সঙ্গে একপাতেই খেতে বসে গেল—

বন্দনা। আঃ বাবা! তুমি যে কি বল তার ঠিকানা নেই। কবে আবার মেজদি তোমার সঙ্গে,—তোমার কিচ্ছু মনে নেই।

রায়। মনে আছে—মনে আছে—খেয়েছিল রে খেয়েছিল। পাছে এই নিয়ে একটা গোলমাল হয় তাই,—ওর মা তো ভয়ে ভয়ে—

বন্দনা। বাবা আজ তুমি নিশ্চয়ই গাড়ী ফেল করবে। কটা বেজেছে জান?

রায়। (ঘড়ি দেখিয়া) তুই এমন ভয় লাগিয়ে দিস। এখনো ঢের দেরী। অনায়াসে গাড়ী ধরতে পারব। কি বল বাবা?

বিপ্র। হ্যাঁ গাড়ীর এখনো ঢের দেরী। আপনি নিশ্চিন্ত মনে আহার করুন। আমি নিজে ষ্টেশনে গিয়ে আপনাকে তুলে দিয়ে আসবো। আমি ড্রাইভারটাকে গাড়ী বার করতে বলি।

বিপ্রদাসের প্রস্থান

বন্দনা। মেজদি, বাবা কি কাণ্ড করলেন দেখলে? তোমার শাশুড়ীর কানে গেলে হয়তো তোমাকে অনেক দুঃখ পেতে হবে। না মেজদি?

সতী। হয় হবে—তুই চুপ কর্, কাকা শুনতে পাবেন।

বন্দনা। কিন্তু তোমার স্বামী! তিনিও যে নিজের কানে সমস্ত শুনে গেলেন। এ অপরাধের মার্জনা বোধ করি তাঁর কাছেও নেই।

সতী। অপরাধ যদি হয়েই থাকে আমিই বা মার্জনা চাইতে যাব কেন? সে বিচার আমি তাঁর 'পরেই ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। যদি থাকো নিজের চোখেই দেখতে পাবে। কাকা, তোমাকে আর কি এনে দেব?

রায়। যথেষ্ট—যথেষ্ট—আমার খাওয়া হয়ে গেছে মা—আর কিছুই চাই না। (উঠিয়া পড়িলেন) তা জামাই বাবাজী গেলেন কোথায়? ওর নাম কি, আমাদের একটু সকাল সকাল ষ্টেশনে যাওয়া ভালো।

সতী। আপনি ব্যস্ত হবেন না কাকাবাবু। আমি গিয়ে ওঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সতীর প্রস্থান

বন্দনা। কলকাতায় তোমার কতদিন দেরী হবে বাবা?

রায়। কতদিন আর! পাঁচ-সাতদিন, বড় জোর দিন আষ্টেক, তার বেশী নয়।

বিপ্রদাসের প্রবেশ

বিপ্র। আপনার গাড়ী তৈরী।

রায়। বাঁচা গেল। বেশ বেশ, তাহলে চল বেরিয়ে পড়া যাক। বুড়ী, তাহলে ঐ কথাই রইল, তুমি তোমার মেজদির কাছে থাকবে, আমি ফেরবার পথে তোমাকে নিয়ে বোম্বে চলে যাব।

বন্দনা। না বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

রায়। কোথায়—ষ্টেশনে? এতরাত্রে ষ্টেশনে গিয়ে কি হবে মা?

বন্দনা। ষ্টেশনে নয়, কলকাতায় যাব। যখন বোম্বে যাবে, তোমার সঙ্গেই চলে যাব।

বিপ্র। সে কি কথা বন্দনা! তুমি দিন কতক থাকবে বলেই তো জানি।

বন্দনা। না।

বিপ্র। তোমার তো এখনো খাওয়া হয়নি!

বন্দনা। তার দরকার নেই, কলকাতায় পৌঁছে খাব।

বিপ্র। তুমি চলে যাচ্ছ—তোমার মেজদি শুনেছেন?

বন্দনা। আমি চলে গেলেই শুনতে পাবেন।

বিপ্র। তুমি না খেয়ে এমন ভাবে গেলে সে ভারি কষ্ট পাবে বন্দনা।

বন্দনা। কষ্ট কিসের! আমাকে ত তিনি নেমন্তন্ন করে আনেননি যে, না খেয়ে চলে গেলে তাঁর আয়োজন নষ্ট হবে।

বিপ্র। (রায় সাহেবকে) কলকাতায় কি আজ না গেলেই চলে না?

রায়। চলবে না কেন, আমারতো তেমন—

বন্দনা। না বাবা না, সে হয় না।

বিপ্র। কেন হয় না বন্দনা? বিশেষতঃ তুমি না খেয়ে আছ।

বন্দনা। আমার ক্ষিদে নেই।

বিপ্র। আছে! রেগে না থাকলে বুঝতে পারতে ক্ষিদে তোমার যথেষ্ট আছে। আর ক্ষিদে আছে বলেই তুমি রেগে আছ।

রায়। তর্ক করে কোন লাভ নেই বাবাজী। ও যখন একবার জেদ ধরেছে, তখন যাবেই। থাকবিই না যদি, তবে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে কেন এলি বল ত?

বন্দনা। ভুল করেছি বাবা।

বিপ্র। বন্দনা, পথে যেতে যেতে আরও ভুল করবে। এখনও বলছি কিছু খাও।

বন্দনা। ভাল হবে না বলছি মুখুয্যে মশায়। বাবা, বসে বসে এই সব করবে—না যাবে?

বিপ্র। আসুন কাকবাবু—এস বন্দনা।

সকলের প্রস্থান

সতীর প্রবেশ

সতী। বন্দনা—বন্দনা—একি!

রায়। (নেপথ্যে) হ্যাঁ রে, বন্দনার সুটকেশটা গাড়ীতে উঠেছে তো?

বন্দনা। (নেপথ্যে) সব উঠেছে, এখন তুমি ওঠ তো।

সতী উৎকর্ণ হইয়া উহাদের কথা শুনিল, পরে গাড়ীর হর্ণের আওয়াজ হইল—সতী ছুটিয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল, পরে সিঁড়ির কাছে আসিয়া বিমর্ষ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দেখা গেল তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। ধীরে ধীরে দৃশ্য সমাপ্তির পর্দা নামিয়া আসিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিপ্রদাসের কলিকাতার বাড়ী

বন্দনা। আচ্ছা মুখুয্যেমশায়, আপনি তো একগুঁয়ে কম নন?

বিপ্র। কেন?

বন্দনা। আপনি যে জোর করে কাল রাত্রে আমাদের গাড়ীতে তুলে দিলেন, কিন্তু সাহেবগুলো তো ছিল মাতাল, তারা যদি নেমে না গিয়ে একটা মারামারি বাধিয়ে দিত?

বিপ্র। কিন্তু তার শাস্তিও তো তুমি আমাকে কম দাওনি বন্দনা, কলকাতা অবধি আমাকে হিড়হিড় করে টেনে আনলে।

বন্দনা। নইলে আমি একলা কিছুতেই রাত্রের গাড়ীতে কলকাতায় আসতাম না।

বিপ্র। একলা মানে? সঙ্গে ছিলেন তোমার বাবা, ছিলেন সুযোগ্যা সহধর্মিণী-সহ পাঞ্জাবের ব্যারিষ্টার সাহেব।

বন্দনা। ওঃ ভারী তো বীরপুরুষ সব! ষ্টেশনে ওয়েটিংরুমে কি লম্বা লম্বা লেকচার, তারপর যেই না শোনা গাড়ীতে চলেছে একপাল মাতাল সাহেব, অমনি বাছার মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু।

বিপ্র। তাই হয় বন্দনা, বাইরে যাদের যত আস্ফালন, ভেতরে তারা তত দুর্বল।

বন্দনা। আচ্ছা মুখুয্যেমশায়, ছেলেবেলায় গড়ের মাঠে সাহেবদের সঙ্গে কখনো মারামারি করেছেন?

বিপ্র। না, সে সৌভাগ্য কখনো হয়নি।

বন্দনা। লোকে বলে, দেশের লোকের কাছে আপনি একটা **Terror.** শুনি বাড়ীর সবাই আপনাকে বাঘের মত ভয় করে, সত্যি?

বিপ্র। কিন্তু শুনলে কার কাছে!

বন্দনা। মেজদির কাছে।

বিপ্র। কি বলেন তিনি?

বন্দনা। বলেন ভয়ে গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়।

বিপ্র। কি রকম জল? মাতাল সাহেব দেখলে আমাদের যেমন হয়, তেমনি?

বন্দনা। হ্যাঁ অনেকটা ঐরকম।

বিপ্র। ওটা দরকার, নইলে মেয়েদের শাসনে রাখা যায় না। তোমার বিয়ে হলে বিদ্যেটা ভায়াকে শিখিয়ে দিয়ে আসবো, কি বল?

বন্দনা। তা দেবেন, কিন্তু সব বিদ্যে সকলের বেলায় খাটে না এও জানবেন। মেজদি বরাবরই ভাল মানুষ, কিন্তু আমি হলে আমাকেই সকলের ভয় করে চলতে হোত।

বিপ্র। অর্থাৎ ভয়ে বাড়ীশুদ্ধ লোকের গায়ের রক্ত জল হয়ে যেত। খুব আশ্চর্য্য নয়, কারণ মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নমুনা যা দেখিয়ে এসেছো, তাতে বিশ্বাস করতেই প্রবৃত্তি হয়। অন্ততঃ মা তো সহজে তোমাকে ভুলতে পারবেন না।

বন্দনা। আপনার মা কি করেছেন জানেন? আমি প্রণাম করতে গেলাম, তিনি পেছিয়ে সরে গেলেন।

বিপ্র। আমার মায়ের ঐটুকু মাত্র দেখে এলে, আর কিছু দেখবার সুযোগ পেলে না। পেলে বুঝতে, এই নিয়ে রাগ করে না খেয়ে চলে আসার মত ভুল কিছু নেই।

বন্দনা। তা বলে মানুষের আত্মসম্ভ্রম বোধ ব'লে তো একটা জিনিষ আছে।

বিপ্র। তোমার এ আত্মসম্ভ্রম বোধটা পেলে কোত্থেকে বন্দনা? স্কুল কলেজের মোটা মোটা বই পড়ে তো? কিন্তু মা তো ইংরেজী জানেন না, বইও পড়েননি। তাঁর জানার সঙ্গে তোমার ধারণা মিলবে কি করে? তা ছাড়া আরও একটা কথা মনে রাখা উচিত বন্দনা যে, আত্মমর্য্যাদা আর আত্মসম্ভ্রম এক বস্তু নয়।

বন্দনা। আচ্ছা মুখুয্যেমশায়, আমার একটা কথার জবাব দেবেন?

বিপ্র। কি কথা?

বন্দনা। আপনি বলছিলেন, আমাদের আত্মসম্ভ্রম বোধ শুধু স্কুল কলেজের বই পড়া ধারণা, কিন্তু আপনার মা তো স্কুল কলেজে পড়েননি, তাঁর ধারণা কোথাকার শিক্ষা, তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল আমি মন থেকে কিছুতেই সরাতে পাচ্ছি না। তিনি গুরুজন, আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু সংসারে সেই কথাটাই কি সবচেয়ে বড় কথা? তবুও তাঁর কাছে আমি ক্ষমা চাইছি।

আমার আচরণের জন্তে মেজদি যেন দুঃখ না পান। আমার বাপ-মা বিলেত গিয়েছিলেন বলে—মেম সাহেব ছাড়া তাঁদের আর কিছু তিনি ভাবতে পারেন না। শুনেছি এইজন্তেই নাকি আজও মেজদির গঞ্জনার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। তাঁর ধারণার সঙ্গে আমার ধারণা মিলবে না, তবু তাঁকে বলবেন, আমি যাই হই, অপমানটা অপমান ছাড়া আর কিছু নয়। দিদির শাশুড়ী করলেও না।

বিপ্র। কিন্তু তিনি তো তোমাকে অপমান করেননি।

বন্দনা। নিশ্চয় করেছেন।

বিপ্র। না, মা তোমাকে অপমান করেননি। কিন্তু তিনি নিজে ছাড়া এ-কথা তোমাকে কেউ বোঝাতে পারবে না। তর্ক করে নয়, তাঁর কাছে থেকে এ-কথা বুঝতে হবে। জানো বন্দনা, একদিন বাবার সঙ্গে মার ঝগড়া হয়। কারণটা তুচ্ছ, কিন্তু হয়ে দাঁড়ালো মস্ত বড়। তোমাকে সকল কথা বলা চলে না, কিন্তু সেইদিন বুঝেছিলাম, আমার এই লেখাপড়া না জানা মায়ের আত্মমর্য্যাদাবোধ কত গভীর। অনেক পরে কি একটা কথার সূত্রে একদিন এই কথাই মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যে মা, এতবড় আত্মমর্য্যাদাবোধ তুমি পেয়েছিলে কোথায়?

বন্দনা। কি বললেন তিনি?

বিপ্র। জানো বোধ হয়, মায়ের আমি আপন ছেলে নই। তাঁর নিজের দুটি ছেলেমেয়ে আছে, দ্বিজু আর কল্যাণী। মা বললেন, তোদের দুটিকে এক সঙ্গে এক বিছানায় যিনি মানুষ করে তোলবার ভার দিয়েছিলেন, তিনিই এ বিদ্যে আমাকে দান করেছিলেন বাবা, আর কেউ নয়। বুঝতে পার এর অর্থ? অভিবাদনের উত্তরে কে কতটুকু হাত তুললে, কতটুকু সরে দাঁড়ালো, নমস্কারের প্রতি নমস্কারে কে কতখানি মাথা নোয়ালে, এই নিয়ে মর্য্যাদার লড়াই সকল দেশেই আছে। অহঙ্কারের নেশার খোরাক তোমাদের পাঠ্য পুস্তকের পাতায় পাতায় পাবে, কিন্তু মা না হয়েও পরের ছেলের মা হয়ে যেদিন মা আমাদের বৃহৎ পরিবারে প্রবেশ করলেন, সেদিন আশ্রিত আত্মীয় পরিজনদের গলায় গলায় বিষের থলি যেন উপচে উঠলো। কিন্তু যে বস্তু দিয়ে তিনি সমস্ত বিষ অমৃত করে তুললেন, সে গৃহকর্ত্রীর অভিমান নয়, সে গৃহিনীপণার জবরদস্তি নয়, সে হচ্ছে মায়ের স্বকীয় মর্য্যাদা বোধ। সে এত উঁচু, এত বিরাট যে, কেউ তাকে লঙ্ঘন করতে পারলে না। বিদেশীরা তো এ খবর জানে না, তারা খবরের কাগজের খবর দেখে বলে এরা দাসী, বলে এরা অন্তঃপুরের শেকলপরা বাঁদী। বাইরে থেকে হয়তো তাই দেখায়, দোষ তাদের দিই না,

কিন্তু বাড়ীর দাসদাসীরও সেবার নীচে অন্নপূর্ণার রাজরাজ্যেশ্বরীর মূর্তি তাঁদের যদিও বা চোখে না পড়ে, তোমাদেরও কি পড়বে না! যাক, কি কথায় কি কথা এসে পড়লো, আমি চললাম, কাছারী ঘরে ম্যানেজারের সঙ্গে আমাকে একবার বসতে হবে, আর তোমার বাবা ও ব্যারিষ্টার সাহেব প্রাতরাশের টেবিলে বোধ হয় তোমার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন, তুমি যাও আর দেরী করো না।

প্রস্থান

অন্নদার প্রবেশ

অন্নদা। দিদি, ওঁরা সব নীচে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

বন্দনা। হ্যাঁ, আমি যাই। আচ্ছা অন্নদা—

অন্নদা। দিদি!

বন্দনা। বলতে পারো তোমাদের মা কাকে বেশী ভালবাসেন? বিপ্রদাসবাবুকে না দ্বিজুবাবুকে?

অন্নদা। আমি এ বাড়ীর ঝি দিদি।

বন্দনা। তা আমি জানি অন্নদা, তবু আমি তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি।

অন্নদা। আমি কি করে এ কথার জবাব দেব দিদি, আমি ঝি।

বন্দনা। ওঃ যাক্। কোথায় তোমার বাড়ী অন্নদা? তোমার কে কে আছেন?

অন্নদা। বাড়ী আমার এঁদেরই গ্রামে, বলরামপুর। একটা ছেলে তাকে এঁরাই লেখাপড়া শিখিয়ে কাজ দিয়েছেন। বৌ নিয়ে সে দেশেই থাকে, ভালোই আছে দিদি।

বন্দনা। তবে নিজে তুমি চাকরী কর কেন? ছেলে বৌ নিয়ে বাড়ীতে থাকলেই তো পারো!

অন্নদা। ইচ্ছে তো হয় দিদি, কিন্তু পেরে উঠি না। দুঃখের দিনে বাবুদের কথা দিয়েছিলুম, নিজের ছেলে যদি মানুষ হয়, পরের ছেলে মানুষ করবার ভার নেব। সেই ভারটা ঘাড় থেকে নামাতে পারছি না। দেশের অনেকগুলি ছেলে বিদেশে থেকে লেখাপড়া করে, আমি না দেখলে তাদের দেখবার কেউ নেই।

বন্দনা। তারা বুঝি এই বাড়ীতেই থাকে?

অন্নদা। হ্যাঁ, এই বাড়ীতে থেকেই কলেজে পড়ে। কিন্তু আপনি আর দেরী করবেন না। এইরার উঠুন।

বন্দনা। হ্যাঁ উঠি। একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না অন্নদা, এই সমস্ত ব্যাপারটার চাবি কাঠি আছে কার কাছে! মা কি মুখুয্যে মশায়ের মা বলে এত বড়, না মুখুজ্যে মশায় ঐ মায়ের ছেলে বলে এত বড়। আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলিকাতার বাড়ী—ড্রয়িংরুম।

রায়সাহেব, ব্যারিষ্টার ও ব্যারিষ্টার-পত্নী লীলা—লীলা গান গাহিতেছিল

ব্যারিষ্টার। **Wait a bit Darling.** মিঃ রয়, লীলা **I mean** আমার স্ত্রী যদি একখানা কীর্ত্তানা গায়, আপনার কি অসুবিধা হবে?

রায়। আমার আর কি অসুবিধা হবে।

ব্যারি। আমি লীলাকে **regular** মুসালমান ওস্তাদ রেখে কীর্ত্তানা শিখিয়েছি।

রায়। মুসলমান ওস্তাদ!

ব্যারি। **Why not.** যুগ হোল ব্লেণ্ডিং এর। জলের ভাটিয়ালির সঙ্গে যদি মাঠের বাউল মিশতে পারে তাহলে কীর্ত্তানার সঙ্গে ঠুংরী মিশবে না কেন? শুনুন, এই একখানা কীর্ত্তানার মধ্যে আপনি খেের পাবেন, আখর পাবেন, ঠুংরী পাবেন। **Start.**

লীলার একটি কীর্ত্তন-পদ গান

ব্যারি। **Wonderful**! কীর্ত্তানা জিনিসটা এমনি **Sublime** যে শুনলেই মনটা যেন,—কি বলবো,—একটা **regard**, একটা ভক্তি আপনি জেগে ওঠে। মিঃ রায় গানটা আপনার ভাল লাগলো না?

রায়। ভাল না লেগে উপায় কি বলুন! এ সব হল ঠাকুর দেবতার কথা—

ব্যারি। **Exact,** এ সব হোল ঠাকুর দেবতার কথা। তাইতো আমি লীলাকে বলি, গান যদি শিখতেই হয়, তবে কীর্ত্তানা শিখতে হবে। কীর্ত্তানা না শিখলে **Bengal**কে চেনা যাবে না, বাঙ্গালীকে চেনা যাবে না। কেন না কীর্ত্তানা বাঙ্গালীর—বাঙ্গালীর **What do you call it**? জাতি—জাতীয় সম্পদ, হতে পারে, কিন্তু কীর্ত্তানা গাইতে তারা পারে না, গাইতে তারা জানে

না। সে Sincerity, সে দরদ তাদের গলায় আসে না। এর কারণ কি জানেন Mr. Roy? জানেন না।

রায়। আজ্ঞে না।

ব্যারি। এর কারণ লর্ড কৃষ্ণা বেঙ্গলী ছিলেন না।

রায়। তাই হবে বোধ হয়।

লীলা। Darling! রামাইয়ানার কথা মিঃ রয়কে কিছু বলো!

ব্যারি। Yes yes, জানেন মিঃ রয়, আমার স্ত্রী যখন আমার সঙ্গে ঘর করবার জন্যে এলেন, তখন তিনি মোটা একখানা বই পড়তেন। একদিন খুলে দেখি, রামাইয়ানা। What বাসি—Darling—What বাসি—

লীলা। কৃত্তিবাসী।

ব্যারি। Yes yes, কৃত্তিবাসী। আমি তখনই সেটা ফেলে দিয়ে একখানা fine Dent edition আনিয়ে নিলাম। তারপর চাইনীজ প্রোফেসার ফুংচুং মিয়াওকে appoint করলাম, regular রামাইয়ানা পড়াবার জন্যে।

রায়। ভাল করেছিলেন, নইলে লীলা দেবীর শিক্ষা অসমাপ্ত থেকে যেত।

ব্যারি। সকলে এ জিনিষ বোঝে না মিঃ রয়। সব ঠাট্টা করে।

রায়। সে সব মুখ্যুদের আপনি ক্ষমা করবেন।

বন্দনার প্রবেশ

বন্দনা। বাবা, তোমাদের চা খাওয়া হয়ে গেছে?

রায়। হ্যাঁ মা—ব্যারিষ্টার সাহেব অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হয়ে উঠেছিলেন, আর তোমার দেরী দেখে—

বন্দনা। বেশ করেছ। আজ সকাল থেকে আমার মোটে ক্ষিদে নেই।

বিপ্রদাসের প্রবেশ

ব্যারি। আসুন আসুন—নমস্কার—আমরা আপনার Guest, অথচ আপনারই দেখা নেই।

বিপ্র। আপনাদের চা-টা—

রায়। তার জন্যে ভাবতে হবে না বাবাজী, ওটা আমরা সেরে নিয়েছি। তুমি বোস।

বিপ্র। কাল তো গোলমালে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়নি, আমাদের ওদিকে আপনারা কোথায় গিয়েছিলেন?

ব্যারি। আপনাদের পাশের গাঁয়ে। আমার স্ত্রীর মামার বাড়ী। বেঙ্গলে যখন আসাই হোল, তখন ওঁর ইচ্ছে একবার দেখা করে যান, তাই আসা।

আমি পাঞ্জাবে প্র্যাকটিস্ করি। লোকে বলে আপনি ভয়ানক, অর্থাৎ কিনা— খুব কড়া জমিদার। অবশ্য দু'চারজন বামুনপণ্ডিত গোঁড়া হিন্দু বলে বেশ তারিফ করলে। এখন দেখছি কথাটা মিথ্যে নয়। Well আমার লেকচারে আমি প্রায়ই বলে থাকি যে, চাই Royal solid শিক্ষা, ফাঁকীবাজী ধাপ্পাবাজী নয়। আপনার উচিত একবার ইউরোপ ঘুরে আসা। সেখানকার আবহাওয়া, সেখানকার free air breath করে না এলে মনের মধ্যে freedom আসে না, কুসংস্কার থেকে মন মুক্ত হতে চায় না। আমি একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর ইউরোপে ছিলাম। Well, এই ডিমোক্র্যাসির যুগে সবাই সমান, কেউ কারো ছোট নয়। চাই প্রত্যেকের নিজের অধিকার জোর করে assert করা, consequence আর যাই থাক না কেন। আমার টাকা থাকলে আপনার জমিদারীর প্রত্যেক প্রজাকে আমি নিজের খরচে ইউরোপ ঘুরিয়ে আনতাম। নিজের right কাকে বলে, এ কথা তারা বুঝতে পারতো।

বন্দনা। জামাইবাবু তাঁর প্রজাদের ওপর অত্যাচার করেন, এ খবর আপনাকে কে দিলে? আশাকরি আপনার মামাশ্বশুরের ওপর কোন জুলুম হয়নি।

ব্যারি। Thanks, no no, তিনি কোন অভিযোগ করেন নি। তোমার ভগ্নিরা যদি এ রকম হোত। Well, আপনি বিলেত গিয়েছিলেন নিশ্চয়।

বন্দনা। না।

ব্যারি। যান নি! যান—যান freedom সাহস শক্তি কাকে বলে, সে দেশের মেয়েরা সত্যি কি, একবার দেখে আসুন।

বন্দনা। যেতে হবে কেন? বিলেত গেলে সাহস আর শক্তি যে বাড়ে সে তো আপনাকে দেখেই বুঝতে পারছি। মুখুয্যেমশায়, আপনি এঁদের সঙ্গে গল্প করুন, আমি অন্নদাকে একটা কথা বলে আসি।

প্রস্থান

লীলা। Darling, আমি কি আর একখানা গান গাইব?

ব্যারি। Not a bad idea in this dull atmosphere. Mr. Roy, আপনি কি বলেন?

রায়। আমার আর আপত্তি কি থাকতে পারে। লীলাদেবীর কণ্ঠে সঙ্গীত, সে তো স্বর্গীয় ব্যাপার। তবে আপনাদের যে একবার মার্কেটে যাবার কথা ছিল।

লীলা। হ্যাঁ হ্যাঁ চল আর দেরী করো না।

ভৃত্য টেলিগ্রাম আনিয়া বিপ্রদাসকে দিল

বিপ্র। (রায় সাহেবকে) আপনার টেলিগ্রাম।

রায়। আমার টেলিগ্রাম! (পড়িয়া) হ্যাঁ যা ভেবেছি তাই।

বিপ্র। কে টেলিগ্রাম করেছে?

রায়। বোম্বে অফিস। ভেবেছিলাম, আরও কয়েকটা দিন এখানে থেকে যাবো, কিন্তু তার উপায় নেই। কাজ যেন জগদ্দল পাথরের মত বুকে চেপে বসেছে, কোথাও গিয়ে যে একদণ্ড বিশ্রাম নেব তার উপায় নেই। তা বাবাজী, আমি চললুম হাওড়া ষ্টেশনে, বার্থ দুখানা রিজার্ভ করে আসি। বন্দনাকে বোল প্রস্তুত হয়ে থাকতে, সমস্ত যেন গুছিয়ে গাছিয়ে রাখে। আর বন্দনাও যাবো যাবো বলেছিল, তা একরকম ভালই হলো—কিন্তু—

বিপ্র। কিন্তু আপনাদের যে আর একবার বলরামপুর যাবার কথা ছিল?

রায়। হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাপার তো বুঝতেই পারছ। তা বেয়ানঠাকরুণকে বোল, আমার ত্রুটি যেন মার্জ্জনা করেন। এবার যখন আসব, এমন চেপে বসব যে, বেয়ানঠাকরুণকে মুখ ফুটে বলতেই হবে যে, বেয়াইমশায় এবার উঠুন, আর তো পারি না। কৈ মশায় মার্কেটে যাবেন যে?

ব্যারি। **Waiting for you.**

রায়। আসুন।

রায় সাহেব, ব্যারিষ্টার ও লীলাদেবীর প্রস্থান ও বন্দনার প্রবেশ

বন্দনা। কি হ'লো? এঁরা সব গেলেন কোথায়?

বিপ্র। এঁরা মানে সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণীসহ পাঞ্জাবের ব্যারিষ্টার সাহেব গেছেন মার্কেটে এবং তোমার বাবা হাওড়া ষ্টেশনে বার্থ রিজার্ভ করতে। তোমাকে বলে গেছেন প্রস্তুত থাকতে, আজ রাত্রের গাড়ীতেই তোমাকে এ পাপ পুরী ত্যাগ করতে হবে।

বন্দনা। কিছু বোঝা গেল না। ব্যাপার কি?

বিপ্র। ঐ টেলিগ্রাম।

বন্দনা। (বন্দনা টেলিগ্রাম লইয়া দেখিয়া) বাবা যেতে চান যান, কিন্তু আমি এত শীগ্‌গীর যেতে যাবো কেন?

বিপ্র। নিশ্চয়, তুমি এত শীগ্‌গীর যেতে যাবে কেন?

বন্দনা। আপনি ঠাট্টা করছেন?

বিপ্র। পাগল,—তাই কখনও পারি, না তাই করা উচিত। আমাদের কি এখন সেই সম্পর্ক?

বন্দনা। সত্যি বলছি আমি যাব না।

বিপ্র। বেশ যেও না।

বন্দনা। আপনি একটু বাবাকে বলবেন ?

বিপ্র। একটু কেন ? অনেকখানিই বলবো।

বন্দনা। বেশ তাই বলবেন। সে যাক, শুনুন, আমি কিন্তু ভেতরে গিয়ে একটা কাজ করে এসেছি। শুনে আপনি যেন রাগের মাথায় ম্যানেজারবাবুকে বরখাস্ত করে বসবেন না।

বিপ্র। অর্থাৎ !

বন্দনা। অর্থাৎ আপনি আপনার মহামান্ত অতিথিদের জন্যে হোটেল থেকে যে খাবার আনার সদ্‌যুক্তি দিয়েছিলেন, আমি সেটা বন্ধ করে এসেছি।

বিপ্র। এবং—

বন্দনা। এবং চারজন চাকর বাজারে ছুটেছে জিনিসপত্র আনবার জন্যে। ঠাকুরদের **instruction** দিয়ে এসেছি কি কি রান্না করতে হবে। যা হবে, তাই দিয়ে তাঁরা বাড়ীতেই খাবেন।

বিপ্র। করেছ কি বন্দনা ! এঁদের সকলের যে ডিনার খাওয়া অভ্যেস। শেষকালে কি—

বন্দনা। যাঁর না হলে নয়, তাঁকে লোক দিয়ে হোটেলে পাঠিয়ে দিন। বিলের টাকা আমি দেব।

বিপ্র। তামাসা নয় বন্দনা, এ হয়তো ঠিক ভাল হোল না।

বন্দনা। ভাল হত বুঝি ঐ সব জিনিস বাড়ীতে বয়ে আনলে ! মা শুনলে কি বলতেন বলুন তো ?

বিপ্র। তিনি জানতে পারতেন না।

বন্দনা। পারতেন। আমি চিঠি লিখে জানিয়ে দিতাম।

বিপ্র। কেন ?

বন্দনা। কেন ? কখনো যা করেননি, দুদিনের এই কটা বাইরের লোকের জন্যে কেন তা করতে যাবেন ?

বিপ্র। সে যেন হোল। কিন্তু তুমি যে কাল থেকে কিছুই খাওনি বন্দনা। রাগ কি পড়বে না ?

বন্দনা। রাগিয়ে দিয়েছিলেন কেন ? তখন মনে ছিল না ?

বিপ্র। আমি রাগিয়ে দিয়েছিলাম ?

বন্দনা। দেননি ?

বিপ্র। আমি! মেজাজের বাহাদুরী আছে তা অস্বীকার করব না। কিন্তু দু'বোনের মধ্যে প্রভেদটি যেন চন্দ্র সূর্য্যের মত। শুনলাম নাকি শীগ্‌গীর বিলেত যাচ্ছ শিক্ষাটা পাকা করে নিতে—, যাও, ফিরে এসে একটা খবর দিও, একবার মূর্তিটা গিয়ে দেখে আসবো।

বন্দনা আসন পাতিয়া জলখাবার দিল

বন্দনা। আসুন।

বিপ্র। এ কি কাণ্ড!

বন্দনা। আসুন বলছি।

বিপ্র। তা না হয় এলাম, কিন্তু কাণ্ডটা কি?

বন্দনা। হাতটা ধুয়ে ফেলুন। (হাতে জল দিল) বসুন।

বিপ্র। আরে!

বন্দনা। বসুন বলছি।

বিপ্র। (বসিয়া) তারপর!

বন্দনা। চেয়ে দেখুন আমি স্নান করে এসেচি, পরণে আমার গরদের কাপড়, পায়ে জুতো নেই এবং কাল রাত্রি থেকে এখনও উপোস করে আছি।

বিপ্র। সে কি! তুমি ভেতরে গিয়ে বুঝি আবার স্নান করে এলে বন্দনা! এ তোমার কি পাগলামী—অসুখ করবে যে!

বন্দনা। তা করুক। কিন্তু হাতে না খাবার ছলছুতো আবিষ্কার করতে আপনাকে দেব না, এই আমার পণ। হয় খেতে হবে,—নয় আজ স্পষ্ট করে বলতে হবে—না বন্দনা তোমার ছোঁয়া খাব না—তুমি ম্লেচ্ছ ঘরের মেয়ে।

বিপ্র। বইয়ে পড়নি, যে দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না!

বন্দনা। পড়েছি। কিন্তু আপনি দুরাত্মাও নন, ভয়ানকও নন। আমাদেরই মত দোষে গুণে জড়ানো মানুষ। তা না হলে সত্যিই আজ ও-বেচারাদের ডিনার বন্ধ করতে যেতাম না।

বিপ্র। কিন্তু জান তো সবাই ওরা বিলেত ফেরৎ। ডিনার খাওয়াতেই ওরা অভ্যস্ত।

বন্দনা। অভ্যেস যাই হোক, তবুও বাঙ্গালী। বাঙ্গালী অতিথি ডিনার না খেতে পেয়ে মারা গেছে কোথাও এমন নজীর নেই। সুতরাং এ অজুহাত অগ্রাহ্য—ওটা আপনার বাজে কথা।

বিপ্র। তবে কাজের কথা কি শুনি ?

বন্দনা। আমি ঠিক জানি না, কিন্তু বোধহয় যা আপনি মুখে বলেন তার সবটুকু ভেতরে মানেন না। নইলে মাকে লুকিয়ে এ ব্যবস্থা করতে কিছুতেই রাজী হতেন না। লোকে আপনাকে মিথ্যে অত ভয় করে। ভয় যাকে করা দরকার সে আপনি নন, আপনার মা।

বিপ্র। তুমি দুজনকেই চিনেছ। কিন্তু ব্যাপারটা যে মাকে লুকিয়ে হচ্ছিল, এ খবর তুমি শুনলে কার কাছে ?

বন্দনা। আমি জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েচি। সে এতবড় দুর্ঘটনা, যে মেজদি কোনদিন আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন না। চিরদিন অভিসম্পাত করে বলবেন, বন্দনার জন্যেই এমন হোল। তাই কিছুতেই এ কাজ করতে আপনাকে আমি দিতে পারি না।

বিপ্র। তুমি আমার পরম আত্মীয়, কুটুম্বের মধ্যে সকলের বড়, এ তোমার যোগ্য কথা। কিন্তু লুকোচুরী না করে তোমার হাতে আমার খাওয়া চলে কি না, এ-কথা কি সে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলে ? বরঞ্চ জেনে এস গিয়ে, ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করে রইলাম।

বন্দনা। আপনার খেয়ে কাজ নেই। এ-কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে আমি যেতে পারব না।

বিপ্র। পারবে না তো ? তা হলে খাচ্ছি। (খাইতে-খাইতে) বন্দনা!

বন্দনা। বলুন।

বিপ্র। ওঁরা চলে গেলে তুমি তো একলা হয়ে পড়বে। তার চেয়ে দিদিকে একটা তার করে দাও না, দেওরটিকে সঙ্গে করে এসে পড়ুন। তোমাদেরও মিলবে ভাল। আর অতিথি সৎকারের দায় থেকে আমিও অব্যাহতি পেয়ে বাঁচবো।

বন্দনা। সে কি সম্ভব হতে পারে মুখুয্যেমশায়! মা কি কখনো এ প্রস্তাবে রাজি হবেন ? আমাকে তো তিনি দেখতেই পারেন না।

বিপ্র। একবার চেষ্টা করেই দেখ না। বল তো তার করবার একখানা ফরম্ পাঠিয়ে দিই—কি বল ?

বন্দনা। না—না, থাকগে মুখুয্যেমশায়,—এ আমি কিছুতেই পারবো না।

বিপ্র। তবে থাক্।

বন্দনা। আমি বরঞ্চ বাবার সঙ্গে না হয় চলেই যাই।

বিপ্র। সেই ভাল।

অন্নদার টেলিগ্রাম হাতে প্রবেশ

অন্নদা। আপনার নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছে দিদি। নীচে দত্তমশাই সই করে নিয়েছেন।

বন্দনা। আমার নামে টেলিগ্রাম! (টেলিগ্রাম পড়িয়া লইয়া) একি! বলরামপুর থেকে মা আমাকে টেলিগ্রাম করেছেন। **Please stay starting with Diju and Bowma. MA.**

বিপ্রদাস উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল

বন্দনা। মুখুয্যেমশায় আপনি হাসছেন যে!

বিপ্রদাস আরো জোরে হাসিয়া উঠিল। বন্দনা অবাক হইয়া বিপ্রদাসের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তৃতীয় দৃশ্য

কলিকাতার বাটী

রায়সাহেবের পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, সোফায় বসিয়া কাগজ পড়িতেছেন, বন্দনা পাশে বসিয়া আছে। দয়াময়ীর প্রবেশ। সঙ্গে সতী, বাসু ও দ্বিজদাস।

দয়া। বেয়াই মশাই! কেমন আছেন আজ?

রায়। ধন্যবাদ। অনেকটা ভাল, মানে একটু একটু হাঁটতেও পাচ্ছি।

দয়া। এ ক'দিন খুব যন্ত্রণা পাচ্ছিলেন বলে জিজ্ঞেস করতে পারিনি। পা ভাঙলো কি করে! কোথায় ঢুকেছিলেন?

রায়। না না, ঢুকতে যাবো কিসের জন্যে? ঢোকাঢুকির ব্যাপার নয়। প্ল্যাটফরমে একটা কলার খোসায় পা পড়ে প্রায় হাত পাঁচেক ছিটকে গিয়ে পড়লাম—**Nonsense**—কলা খাবি খা, তাই বলে তার খোসা ফেলে রাখবি প্ল্যাটফরমের ওপর? এ জাতের কি কোনদিন কিছু হবে! একটু **Civic sense** পর্য্যন্ত নেই।

দয়া। তাই দেখছি। আচ্ছা আপনি এখন বিশ্রাম করুন। বৌমা তুমি বাসুকে নিয়ে ওপরে এস। বন্দনা, তুমি মা তোমার বাবার কাছে একটু বোস, কেমন?

রায়। বেড়াতে বেরিয়েছিলেন বুঝি?

দয়া। হ্যাঁ।

রায়। আমি যে একটু কোথাও যাবো তার উপায় নেই। এ আমার কি অবস্থা হলো বলুন তো!

দয়া। অবস্থা যা হবার তাতো হয়েছে। এখন থাকুন দিন কতক মেয়েদের জিম্মায় ঘরে বন্ধ। পাছে একটা মেয়েতে সামলে শাসন ক'রে না উঠতে পারে, তাইতো আর একটিকে টেনে আনলাম বেয়াই। দুজনে পালা করে দিন কতক সেবা করুক।

রায়। অসংখ্য ধন্যবাদ বেয়ান। আপনার এ দয়া আমি জীবনে ভুলব না। এই কলার খোসা আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে রইলো।

দয়া। আচ্ছা বেয়াই—আবার দেখা হবে।

দয়াময়ীর প্রস্থান

বাসু। তুমি সেদিন আমাদের বাড়ী থেকে রাগ করে চলে এসেছিলে, না মাসীমা?

বন্দনা। রাগ করে চলে আসার কথা তুমি কার কাছে শুনলে বাসু?

বাসু। কাকাবাবু বলছিলেন ঠাকুরমাকে।

বন্দনা। তাই নাকি! তোমার কাকাবাবু কিছু জানে না বাসু। খালি খালি আমার নামে মিথ্যে কথা বানিয়ে বলেছেন।

বাসু। হ্যাঁ তাই বুঝি? তবে তুমি না খেয়ে চলে এসেছিলে কেন?

বন্দনা। ওরে বাবা তাও শুনেছ? কিন্তু আমার যে সেদিন একদম ক্ষিদে ছিল না বাসু। জানতো ক্ষিদে না থাকলে জোর করে খেতে নেই—অসুখ করে।

সতী। তোমার মোড়লী করা শেষ হয়েছে বাসু? তা হলে এস, এখন আর মাসীমার কাছে আদর খেতে হবে না। বন্দনা, কাকাবাবু বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। ওঁকে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শোয়াবার ব্যবস্থা করে তুই একবার ওপরে আসিস। এস ঠাকুরপো।

দ্বিজদাস, সতী ও বাসুর প্রস্থান

বন্দনা। বাবা! বাবা!

রায়। (চমকাইয়া) এ্যাঁ! মা!

বন্দনা। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ, চল গিয়ে শোবে চল।

রায়। না—না, ঘুম আমার পায়নি। তা হলেও শুয়ে থাকা ভাল, কি বলিস বুড়ী?

বন্দনা। হ্যাঁ বাবা—চল।

রায় সাহেবকে ধরিয়া প্রস্থান

দয়াময়ী ও বিপ্রদাসের প্রবেশ

দয়া। বিপিন তুই যাই বলিস বাবা, লেখাপড়া জানা মেয়েদের ধরণই আলাদা।

বিপ্র। কি হয়েছে মা?

দয়া। কি হয়েছে! আজ বেড়াতে বেরিয়ে কি কাণ্ডটাই হলো। মস্ত একটা লালমুখো সার্জেন এসে আমাদের গাড়ী আটকালো, ভাগ্যে মেয়েটা সঙ্গে ছিল, ইংরেজীতে কি দু'কথা বুঝিয়ে বললে, সাহেব তক্ষুণি গাড়ী ছেড়ে দিলে। তোর পাঞ্জাবী ড্রাইভারটা যেন জন্তু।

বিপ্র। কি করেছিলে তোমরা? ধাক্কা লাগিয়েছিলে।

বন্দনার প্রবেশ

দয়া। এস এস তোমার কথাই এতক্ষণ বিপিনকে বলছিলাম মা, যে লেখাপড়া জানা মেয়েদের ধরণই আলাদা। তুমি সঙ্গে না থাকলে আজ কি বিপদেই যে পড়তুম! কিন্তু সমস্ত দোষ সেই মেম বেটির, চালাতে জানে না তবু চালাবে, জানে না তবু বাহাদুরী করবে।

বিপ্র। লেখাপড়া জানা মেয়েদের ধরণই ঐ রকম মা। মেমসাহেব নিশ্চয়ই লেখাপড়া জানে।

বন্দনা। মুখুয্যেমশাই সেটা মেমসাহেবের দোষ, লেখাপড়ার নয়। মা, আমি রান্নাঘরটা একবার ঘুরে আসিগে। সকালে দ্বিজুবাবুর আটার রুটি ঠাকুর শক্ত করে ফেলেছিল, তাঁর খাবার সুবিধে হয়নি।

প্রস্থান

দয়া। সকল দিকেই দৃষ্টি আছে। কেবল লেখাপড়ায় নয় বিপিন, মেয়েটা জানে না এমন কাজ নেই। বাপের সঙ্গে চলে যাবে বলেছে, শুনলে মন কেমন করে বাবা।

বিপ্র। মন কেমন করলে চলবে কেন মা। দুদিনের জন্যে এসেছে সেই ভালো।

দয়া। ভাল কথা, অক্ষয়বাবুর মেয়ে মৈত্রেয়ীকে যে আমরা দেখে এলাম।

বিপ্র। কবে?

দয়া। কেন আজকে। তুই কি বাড়িয়েই বলতে পারিস বিপিন! তুই বলতে চাস ঐ মেয়ে দ্বিজুর যুগ্যি?

বিপ্র। যুগ্যি নয়? তবে বুঝি তোমরা আর কাউকে দেখে এসেছ মা। সে মেয়ে মৈত্রেয়ী হতেই পারে না।

দয়া। তাই বটে। আমাদের সঙ্গে, বন্দনার সঙ্গে তার কত কথা হলো, আর তুই বলিস কি আমরা আর কাকে দেখে এসেছি।

বিপ্র। বন্দনার সঙ্গে তার তুলনা হতে পারে না মা। সে কলেজের পাশ করা মেয়ে, কত বই পড়েছে। আর তার শুধু বাপের কাছে ঘরে বসে শেখা। এই যেমন আমার সঙ্গে তোমার ছোট ছেলের তফাৎ।

দয়া। বিপিন চুপ কর্, চুপ কর্। দ্বিজু ওঘরে আছে, শুনতে পেলে লজ্জায় বাড়ী ছেড়ে পালাবে। সে যাক, আর একটা কথা শুনেছিস্ বিপিন?

বিপ্র। কি মা?

দয়া। দ্বিজুদের কি একটা হাঙ্গামার মিটিং ছিল আজ। পুলিশে হ'তে দেবে না, আর ওরা করবেই, কারুর কথা শুনবে না। শেষকালে শুনতে হোল বন্দনার কথা।

বিপ্র। বন্দনার কথা?

দয়া। হ্যাঁরে তবে আর বলছি কি! আগে তবু দ্বিজুর স্কুল কলেজ, পড়াশোনা, একজা'মিন পাশ করা ছিল। এখন সে বালাই ঘুচেছে,—হাতে কাজ না থাকলে বাইরের কোন ঝঞ্ঝাট যে কখন ঘরে টেনে আনবে তা কেউ বলতে পারে না। ভাবি, শেষ পর্য্যন্ত এতবড় বংশের ও একটা কলঙ্ক হয়ে না দাঁড়ায়।

বিপ্র। না মা, সে ভয় করো না। দ্বিজু কলঙ্কের কাজ কখনো করবে না।

দয়া। ধর্ হঠাৎ যদি একটা জেল হয়ে যায়,—সে ভয় কি নেই?

বিপ্র। ভয় আছে জানি, কিন্তু জেলের মধ্যে তো কোন কলঙ্ক নেই। কলঙ্ক আছে কাজের মধ্যে। তেমন কাজ দ্বিজু কখনো করবে না। ধর যদি আমারই কখনো জেল হয়!

দয়া। তোর জেল হয়!

বিপ্র। ধর যদি হয়, হতেও তো পারে। তখন কি আমার জন্যে তুমি লজ্জা পাবে মা? বলবে কি—বিপিন আমার বংশের কলঙ্ক?

দয়া। বালাই ষাট, ওসব অলুক্ষণে কথা তুই বলিসনে বাবা। জেল হবে তোর আমি বেঁচে থাকতে! এতদিন ঠাকুর দেবতাকে তবে ডেকেছি কেন? এত সম্পত্তি রয়েছে কিসের জন্যে? তার আগে সর্বস্ব বেচে ফেলবো, তবু এ ঘটতে দেব না বিপিন।

বিপ্রদাসের গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন

বিপ্র। আমাকে ক্ষমা কর মা। আমি শুধু কথার কথা বলছিলাম।

দয়া। কথার কথা! এতবড় সর্বনেশে কথা হলো তোর কথার কথা!

বন্দনার প্রবেশ

বন্দনা। মা! এ বেলা কি—বেশ!

দয়া। ছেলেটাকে অনেকদিন আদর করিনি, তাই আদর করছিলাম।

বন্দনা। বুড়ো ছেলে,—আমি কিন্তু সকলকে বলে দেব।

দয়া। তা দিও, কিন্তু বুড়ো কথাটি মুখে এনো না মা। হ্যাঁ, কি বলছিলে মা?

বন্দনা। এ বেলা রান্নার কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম মা। আমি যাই, কিন্তু আপনিও একটু শিগ্‌গীর করে আসুন। সব ভুলে গিয়ে আবার যেন ছেলে কোলে করে বসে থাকবেন না।

প্রস্থান

দয়া। আচ্ছা বিপিন! তুই তো খুব ধার্মিক। জানিস তো বাবা, বাপ মাকে কখনো ঠকাতে নেই। তুই হঠাৎ আজ ও-কথা বললি কেন? যে তোরও জেল হতে পারে।

বিপ্র। ওটা শুধু একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছিলাম মা।

দয়া। ওতে আমি ভুলবো না বিপিন। এলোমেলো কথা বলবার লোক তুই নয়। কি তোর মনে আছে আমাকে খুলে বল্?

অন্নদার প্রবেশ

অন্নদা। নীচে রায় সাহেবের ঘরে কে একটি ছেলে এসেছে মা,—রায়সাহেব তোমাকে একবার নীচে যেতে বলছেন।

দয়া। চলো অন্নদা।

দয়াময়ী ও অন্নদার প্রস্থান এবং সতীর প্রবেশ

বিপ্র। কিছু বলবে?

সতী। হ্যাঁ, বন্দনা যদি কাকাবাবুর সঙ্গে বোম্বে যেতে চায় যাক—তুমি যেন বাধা দিও না।

বিপ্র। আমার বাধা দেবার কথাটাই বা তোমার মনে এলো কেন? বাধা তো আরও অনেকে দিতে পারে। যেমন ধরো মা, যেমন ধরো—

সতী। আমি জানি, মা ভুল করচেন।

বিপ্র। তুমি করছো না?

সতী। তোমার সঙ্গে আমি কথায় পারব না, কিন্তু অনর্থক একটা মিথ্যে আশার পেছনে ছুটে কি লাভ? তার চেয়ে ও যদি চলে যেতে চায়, যাক। তুমি অক্ষয়বাবুর সঙ্গে কথা কও।

বিপ্র। তথাস্তু।

সতী। রাগ করলে?

বিপ্র। না।

সতী। আমাকে যেন ভুল বুঝো না।

বিপ্র। না।

সতী। কি জানি আমি তোমার সব কথা বুঝতে পারি না, আমার কেমন ভয় করে।

বাইরে রায় সাহেবের গলার আওয়াজ শুনিয়া সতী ও বিপ্রদাসের প্রস্থান।

রায় সাহেব, দয়াময়ী, বন্দনা ও সুধীরের প্রবেশ

রায়। জানলেন বেয়ান, এই সুধীরের বাপ আর আমি একসঙ্গে বিলেতে পড়েছিলাম, তখন থেকেই আমরা পরম বন্ধু। সুধীর নিজেও বিলেতে অনেকগুলো পাশ করে মাদ্রাজের শিক্ষাবিভাগে ভালো চাকরি পেয়েছে। কথা আছে ওদের বিয়ের পরে কিছুদিনের ছুটিতে ও বন্দনাকে সঙ্গে নিয়ে আবার বিলেত যাবে। সেখানে ইচ্ছা হয় বন্দনা কলেজে ভর্তি হবে, না হয় শুধু দেশ দেখে দুজনে ফিরে আসবে। দেখ সুধীর, তোমরা যদি এই আগস্ট সেপ্টেম্বরেই যাওয়া স্থির করতে পার, তাহলে আমিও না হয় মাস তিনেকের ছুটি নিয়ে আর একবার ঘুরে আসি। কি বলিসরে বুড়ী, ভালো হয় না?

বন্দনা। কেন হবে না বাবা—তুমি সঙ্গে থাকলে তো ভালোই হয়।

রায়। হয় তো? তাতে আরো একটা সুবিধে এই হবে যে, তোদের বিয়ের পরেও মাসখানেক সময় পাওয়া যাবে। কোনরকম তাড়াহুড়ো করতে হবে না। বুঝলে না সুধীর সুবিধেটা—?

সুধীর। আজ্ঞে হ্যাঁ। মা আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন?

দয়া। এই বেশ আছি বাবা, তুমি বোস।

রায়। না না, বেয়ান দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না, বসতে হবে, আপনাকে নিশ্চয় বসতে হবে।

দয়া। আপনি ব্যস্ত হবেন না বেয়াই মশায়, দাঁড়িয়ে থাকলেই আমি বেশ থাকি। এই ছেলেটির সঙ্গেই বুঝি বন্দনার বিয়ে স্থির হয়েছে?

রায়। স্থির তো হয়ে আছে অনেকদিন থেকেই, এখন যোগাযোগটা হলেই হয়।

দয়া। ওঃ—সুধীর তোমাদের বাড়ী কোথায় বাবা?

সুধীর। এখন বোম্বে। কিন্তু বাবার মুখে শুনেছি, আগে ছিল দুর্গাপুরে। বর্তমানে সেখানে বোধ করি আমাদের আর কিছুই নেই।

দয়া। কোন দুর্গাপুর সুধীর? বর্দ্ধমান জেলায়?

সুধীর। আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবার মুখে তাই শুনেছি। কালনার কাছে কোন একটা ছোট্ট গ্রাম। এখন নাকি ম্যালেরিয়ায় সে দেশ ধ্বংস হয়ে গেছে।

দয়া। তোমার বাবার নামটি কি?

সুধীর। স্বর্গীয় রামচন্দ্র বসু।

দয়া। তোমার পিতামহের নাম কি হরিহর বসু?

রায়। সে কি! আপনি কি ওদের জানেন নাকি!

দয়া। হ্যাঁ জানি। দুর্গাপুরে আমার মামার বাড়ী, ছেলেবেলায় দিদিমার কাছে মানুষ হয়েছি ব'লে ওগ্রামের প্রায় সকলকেই চিনি। ওঁদের বাড়ী ছিল আমাদের পাড়ায়। কিন্তু এখন তো আর কথা কইবার সময় নেই সুধীর, আমার আহ্নিকের দেরী হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু না খেয়েই যেন তুমি চলে যেও না, আমি এখুনি সমস্ত ঠিক করে দিতে বলছি।

সুধীর। তার আর বাকী নেই। দ্বিজদাসবাবু আগেই সে কাজ সমাধা করে দিয়েছেন।

দয়া। দিয়েছে! আচ্ছা তাহলে এখন আমি আসি।

বন্দনা। মা, সুধীরবাবু চলে গেলেই আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি। আপনি ততক্ষণ—

দয়া। তোমার আর এবেলা হেঁসেলে ঢুকে কাজ নেই। তুমি বরং তোমার বাবা আর সুধীরকে তোমাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে গল্প করগে। আজকের মত রান্নার ব্যাপারটা আমি বৌমাকেই দেখে নিতে বলছি।

প্রস্থান

রায়। সেই কথাই ভাল, চল তো মা বন্দনা, এস সুধীর। বিলেত যদি আমাদের আগষ্ট সেপ্টেম্বরের মধ্যেই যেতে হয়, তবে এখন থেকেই একটা প্রোগ্রাম ছকে রাখা যাক। এস।

রায় সাহেব, বন্দনা ও সুধীরের প্রস্থান। দয়াময়ী ও বিপ্রদাসের প্রবেশ

দয়া। বিপিন, আমরা এই গাড়ীতেই বাড়ী চললুম বাবা, পরশু তোর

মকর্দ্দমার দিন, তুই তো সঙ্গে যেতে পারবিনে। দ্বিজুকে বলে দে, ও আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসুক।

বিপ্র। হঠাৎ কি কোন দরকার পড়েছে মা?

দয়া। দুদিনের জন্যে এসে আট দশ দিন কেটে গেল। ওদিকে ঠাকুর সেবার কি হচ্ছে জানি না, বাসুর পাঠশালা কামাই হচ্ছে, আর তো দেরী করা চলে না বিপিন।

বিপ্র। তবু কি আজই এখুনি না গেলে নয় মা? ট্রেন তো মনে কর, আর আধ ঘণ্টা পরে।

দয়া। না বাবা, তুই আর বাধা দিসনি। দ্বিজুকে সঙ্গে যেতে বলে দে, না হয় আর কেউ আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসুক।

বিপ্র। তাই হবে মা, আমি গাড়ীটা বার করতে বলে দিই।

বিপ্রদাস ও দয়াময়ীর প্রস্থান। অন্নদা ও দত্ত মশাইয়ের প্রবেশ

দত্ত। কি হ'লো অন্নদা?

অন্নদা। আমি তো কিছুই জানি না দত্ত মশাই। তবে ভাব দেখে মনে হচ্ছে—মা মনে মনে খুব একটা চোট্ খেয়েছেন, সে কথা উনি কর্ত্তাবাবুকেও বলতে রাজী নন।

দত্ত। কি সাংঘাতিক ব্যাপার বল দেখি। এই শুনলাম কিছুদিন থাকবেন, দিব্য হাসি খুসী—আমি সেই ভাবেই সব ব্যবস্থা করেছি,—হঠাৎ সব উল্টে গেল। সঙ্গে যাচ্ছে কে?

অন্নদা। জানি না, বোধ হয় দ্বিজু।

দত্ত। আমার একটা কথা মনে হচ্ছে অন্নদা।

অন্নদা। কি বলুন তো?

দত্ত। গিন্নীমার চলে যাওয়ার সঙ্গে আজকের নতুন আসা ছেলেটির কোন সম্পর্ক নেই তো?

নেপথ্যে বিপ্রদাস—হ্যাঁ হ্যাঁ সব গাড়ীতে তুলে দে।

দত্ত। বড় বাবু আসছেন, চল অন্নদা আমরা যাই।

অন্নদার প্রস্থান

বিপ্রদাসের প্রবেশ

বিপ্র। এই যে দত্ত মশাই, আমি আজই মার সঙ্গে বাড়ী যাচ্ছি—পরশু কেস, আমি কাল রাত্তিরে নয় পরশু সকালে আসব, যদি একান্তই না এসে পৌঁছতে পারি, আপনি কোর্টে attend করবেন এবং সময় নেবেন।

দত্ত। আজ্ঞে—আচ্ছা।

দত্ত মশাইয়ের প্রস্থান ও দয়াময়ীর প্রবেশ

দয়া। দ্বিজু কই?

বিপ্র। সে যাবে না মা, আমিই তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসব।

দয়া। কেন, যেতে রাজী হ'লো না বুঝি?

বিপ্র। তাকে এমন কথা তোমার বলা উচিত নয় মা। তুমি হুকুম করলে কবে সে অবাধ্য হয়েছে বলো?

দয়া। তবে হ'লো কি? গেল না কেন?

বিপ্র। আমিই যেতে বলিনি মা। যে জন্যে তুমি এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ—তোমার সেই ঠাকুর সেবা, বাসুর পাঠশালা কামাই, এই সব নিজের চোখে দেখবো বলেই সঙ্গে যাচ্ছি। আচ্ছা মা, আমি এগুচ্ছি, তুমি এস।

টেবিলের ওপর হইতে খবরের কাগজ লইয়া প্রস্থান

বন্দনা, সতী ও বাসুর প্রবেশ

বন্দনা। অন্নদার মুখে একি কথা শুনছি মা? আপনি নাকি বাড়ী চলে যাচ্ছেন?

দয়া। হ্যাঁ, আজ আমরা বাড়ী যাচ্ছি বন্দনা।

বন্দনা। এখুনি? কেন, সেখানে কি হয়েছে মা?

দয়া। না—হয়নি কিছু—কিন্তু দুদিনের জন্যে এসে দশ বারো দিন দেরী হয়ে গেল, আর বাড়ী ছেড়ে থাকা চলে না। তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হলো না, আমার ত্রুটি যেন বেয়াই মশাই মার্জনা করেন। দ্বিজু রইল, অন্নদা রইল, তুমিও দেখো যেন তাঁর অযত্ন না হয়। এস বৌমা, আর দেরী করো না,—বাসু, তোমার মাসীমাকে প্রণাম কর।

প্রস্থান

বাসু। (প্রণাম করিয়া) আমরা যাচ্ছি মাসীমা।

বন্দনা। এস বাবা। (বাসুকে চুম্বন করিল)

সতী। বন্দনা, আমরা চললুম ভাই।

বাসুকে লইয়া প্রস্থান

বন্দনা। দ্বিজুবাবু! দ্বিজুবাবু!

দ্বিজদাসের প্রবেশ

দ্বিজ। কি ব্যাপার!

বন্দনা। আমরা যে আপনার বাড়ীতে অতিথি, সে জ্ঞান আপনার আছে?

দ্বিজ। তোমারা যে দাদার বাড়ীতে অতিথি, সে জ্ঞান আমার পূর্ণমাত্রায় আছে।

বন্দনা। আচ্ছা, মা এবং মেজদি এমন হঠাৎ বাড়ী চলে গেলেন কেন?

দ্বিজ। মেজদি গেলেন প্রবল পরাক্রান্ত শাশুড়ীর হুকুম ব'লে। নইলে তিনি নির্দোষ।

বন্দনা। কিন্তু মা গেলেন কেন?

দ্বিজ। মা-ই জানেন।

বন্দনা। আপনি জানেন না?

দ্বিজ। একেবারেই জানি না বললে মিথ্যে বলা হয়। কারণ বৌদি কিঞ্চিৎ অনুমান করেছেন এবং আমি তার যৎসামান্য একটু অংশ লাভ করেছি।

বন্দনা। সেই যৎসামান্য অংশটুকুই আমাকে আপনার বলতে হবে।

দ্বিজ। তবেই তো বিপদে ফেললে বন্দনা। এ-কথা কি তোমার না শুনলেই চলে না?

বন্দনা। না সে হবে না, আপনাকে বলতেই হবে।

দ্বিজ। নাই বা শুনলে।

বন্দনা। দ্বিজবাবু, আমাদের সর্ত হয়েছিল, এ বাড়ীতে আপনার সমস্ত কথা আমি শুনবো এবং আপনিও আমার—

দ্বিজ। হ্যাঁ তা হয়েছিল। কিন্তু এটা নিতান্ত অর্থহীন ব্যাপার, তাই বলার আমার ইচ্ছে ছিল না। মা তোমার 'পরেই রাগ করে চলে গেছেন বটে, কিন্তু তোমার কিছুমাত্র অপরাধ নেই। সমস্ত দোষ মার নিজের। বৌদিদিরও কিঞ্চিৎ আছে, কারণ প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষে এ চক্রান্তে যোগ দিয়েছিলেন বলেই আমার সন্দেহ। কিন্তু সবচেয়ে নিরপরাধ বেচারা দ্বিজদাস নিজে।

বন্দনা। শীগ্‌গীর বলুন চক্রান্তটা কিসের?

দ্বিজ। চক্রান্ত শব্দটা বোধ হয় সঙ্গত নয়। কারণ মা করেছিলেন মনে মনে স্বর্ণলঙ্কা ভাগ। স্থির করেছিলেন তাঁর এই কুলাঙ্গার কনিষ্ঠ পুত্রটিকে তোমার স্কন্ধে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে সংসার মরুভূমি নির্ভয়ে উত্তীর্ণ করে দেবেন। কিন্তু বিধাতা বিরূপ, কে এক সুধীরচন্দ্র তথায় পূর্বাহ্নেই সমারূঢ়, তাঁকে নড়ায় সাধ্য কার! (উচ্চহাস্য)

বন্দনা। এ রকম হাসির কারণটা আপনার কি? মা অপদস্থ হয়েছেন তাই, না আপনি নিজে অব্যাহতি পেলেন, তারই আনন্দোচ্ছ্বাস? কোনটা?

দ্বিজ। কারণ যদিচ এর কোনটাই নয়, তথাপি কবুল করতে বাধা নেই, যে অকস্মাৎ পদস্খলনে মা জননীর এই ধরাশায়িনী মূর্তিতে দর্শক হিসেবে আমি কিঞ্চিৎ অনাবিল আনন্দরস উপভোগ করেছি। কারণ দাদা এবং আমি উভয়েই জানতুম তুমি অন্যের বাকদত্তা বধূ, পরস্পর প্রণয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ, অতএব এ ব্যবস্থার অন্যথা ঘটা সম্ভবপরও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়।

বন্দনা। আপনারা কার কাছে কবে শুনলেন ?

দ্বিজ। তোমার বাবার কাছে।

বন্দনা। এইজন্যেই কি মুখুয্যেমশাই মৈত্রেয়ীকে দেখতে আমাদের পাঠিয়েছিলেন ?

দ্বিজ। সে ঠিক জানি না। কারণ দাদার মনের কথা দেবতাদেরও অজ্ঞাত। শুধু এইটুকু জানি, তাঁর মতে মৈত্রেয়ী দেবী সর্বগুণান্বিতা কন্যা।

বন্দনা। মৈত্রেয়ী দেবী সম্বন্ধে আপনার অভিমতটা কি ?

দ্বিজ। এ বাড়ীতে ও প্রশ্ন অবৈধ। আমি তৃতীয় পক্ষ,—প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ মা ও দাদা যে কোন নারীর গলদেশে আমাকে বন্ধন করে দেবেন, তারই কণ্ঠলগ্ন হয়ে আমি পরমানন্দে ঝুলতে থাকবো।

বন্দনা। আর ধরুন, মৈত্রেয়ীর পরিবর্তে বন্দনার গলদেশেই যদি তাঁরা আপনাকে বেঁধে দেন ?

দ্বিজ। হায় বন্দনা, সে আশা বৃথা। দুষ্ট রাহু পূর্ণচন্দ্র ভক্ষণ করেছে। কোথাকার সুধীরচন্দ্র লাফ মেরে এসে প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দিলে, দ্বিজদাসের স্বর্ণলঙ্কা চোখের সম্মুখে ভস্মীভূত হয়ে গেল। ও প্রসঙ্গ বন্ধ কর কল্যাণী, অভাগার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

বন্দনা। সোনার লঙ্কার সবটাতো পোড়েনি দ্বিজুবাবু, অশোককাননটা রক্ষে পেয়েছিল, হৃদয় বিদীর্ণ না হতেও পারে।

দ্বিজ। সে আশ্বাস বৃথা। শ্রীরামচন্দ্রের ভাগ্যের জোর ছিল, কিন্তু আমি সর্ববাদীসম্মত হতভাগ্য দ্বিজদাস। আমার দগ্ধ অদৃষ্টে সমস্ত আশাই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

বন্দনা। না যায়নি।

দ্বিজ। কি যায়নি ?

বন্দনা। কিছুই যায়নি। দ্বিজদাস হতভাগ্য ব'লে বন্দনা হতভাগিনী নয়। আমার অদৃষ্টকে পুড়িয়ে ছাই করে এ সাধ্য সুধীরের নেই, সংসারে কারও নেই, মায়েরও না, আপনার দাদারও না। (দ্বিজদাস নীরব) চুপ করে

রইলেন যে! আমার মনের কথা আপনি টের পাননি, আজ কি এই ছলনা করতে চান? গেল সন্দেহ?

দ্বিজ। বোধ হয় আর একটু তাড়া দিলে যাবে। কিন্তু সুধীর তো তোমার কাছে কোন দোষ করেনি বন্দনা!

বন্দনা। দোষের বিচার কিসে বলুন তো? আমি কি তাঁর অপরাধের প্রতিশোধ নিতে বসেছি?

দ্বিজ। কিন্তু সুধীর তোমাদের আপন সমাজের। অথচ শিক্ষায়, সংস্কারে, অভ্যাসে, আচরণে মুখুয্যেদের সঙ্গে তোমার কোথাও মিল হবে না। তবে কিসের জন্যে এঁদের কারাগারে এসে চিরকালের জন্যে তুমি ঢুকতে যাবে বন্দনা? আমার জন্যে? আজ হয়ত বুঝবে না, কিন্তু একদিন যদি এ ভুল ধরা পড়ে, তখন পরিতাপের অবধি থাকবে না। আমাকে তুমি কি ভাবে বুঝেছ জানি না, কিন্তু বৌদি, মা, দাদা, আমাদের ঠাকুর, আমাদের অতিথিশালা, আমাদের আত্মীয়-স্বজন, আমি এঁদেরই একজন। আমাকে আলাদা করে তো তুমি কোনদিন পাবে না বন্দনা!

বন্দনা। আমাকেও আপনি কি বুঝেছেন জানি না। আমিও আমার শাশুড়ী, আমার জা, আমার ভাশুর, আমাদের ঠাকুর, অতিথিশালা, আমাদের আত্মীয়-স্বজন, সমাজ এর থেকে আলাদা করে আমার স্বামীকে একদিনও পেতে চাইনা। এ বাড়ীতে সকল ব্যাপারে সকলের বড় মা, তারপরে মুখুয্যে মশায়, তারপরে দিদি, তারপরে আপনি। এখানে অন্নদারও একটা বিশেষ স্থান আছে। এ বাড়ীতে জায়গা পাই, এদের ছোট হয়েই পাবো, সে আমার এতটুকু অসঙ্গত মনে হবে না।

দ্বিজ। এর পরে আমার আর কি বলবার থাকতে পারে বন্দনা। আমি নাস্তিক, ঈশ্বর মানিনে, নইলে আশীর্বাদ করতাম, তোমার এ প্রার্থনা যেন তিনি অপূর্ণ না রাখেন।

বন্দনা। বাবার ছুটি শেষ হয়েছে—কাল তিনি চলে যাবেন। আমিও কি তাঁর সঙ্গে চলে যাবো দ্বিজুবাবু?

দ্বিজ। এও কি আমার বলবার বন্দনা! যদি যাও আমাকে তুমি ভুল বুঝে যেয়ো না। তুমি যাবার পরে তোমার হয়ে মাকে তোমার সমস্ত কথা বলবো, লজ্জা করবো না। তারপরে রইল আমাদের আজকের সন্ধ্যেবেলাকার স্মৃতি, আর রইল আমাদের বন্দেমাতরম্ মন্ত্র।

বন্দনা দ্বিজদাসকে প্রণাম করিল

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতার বাটী—বিপ্রদাস অসুস্থ অবস্থায় ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত। বন্দনার প্রবেশ

বন্দনা। মুখুয্যেমশায়!

বিপ্র। এস এস বন্দনা। কতক্ষণ এসেছ?

বন্দনা। অনেকক্ষণ। নীচে বসে বসে আপনার বালি সাগুর ব্যবস্থা করছিলাম।

বিপ্র। ভাল আছ তো বন্দনা?

বন্দনা। নিতান্ত মন্দ নেই,—যাক নমস্কার নিন। মেজদি উপস্থিত থাকলে রাগ করতেন, বলতেন গুরুজনের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করতে হয়। কিন্তু ছুঁতে ভয় করে পাছে ছোঁয়া যান। যাকগে, ডেকে পাঠিয়েছেন কেন? সেবা করতে? (হঠাৎ টেবিলে নজর পড়িল) এ কি ব্যাপার! ডাক্তারি ওষুধের শিশি যে! কবরেজের বড়ি কৈ? ডাক্তার ডাকার বুদ্ধি কে দিল আপনাকে?

বিপ্র। আমাদের চলতি ভাষায় ডেঁপো ব'লে একটা কথা আছে, তার মানে জানো বন্দনা?

বন্দনা। জানি মশাই জানি। মানুষ হ'য়ে যারা মানুষকে ঘেন্না ক'রে ছোয় না, তাদের বলে। তাদের চেয়ে বড়ো ডেঁপো সংসারে আর কেউ আছে না কি?

বিপ্র। আছে। যাদের সত্যি মিথ্যে যাচাই করবার ধৈর্য নেই, অকারণে নির্দোষীকে হুল ফুটিয়ে যারা বাহাদুরি করে, তারা।

বন্দনা। বেশ মশাই বেশ। কিন্তু আমাকে ডেকে পাঠালেন কেন? আমাকে আপনার কিসের দরকার?

বিপ্র। দরকার আমার নয়, অনুদিদির, সে-ই ভয় পেয়েছে। তার মুখে শুনলাম, পরশু তোমার বোনের বিয়ে,—চুকে গেলে একদিন এসো। আমার জবানি তোমার মেজদি কিছু খবর পাঠিয়েছেন, সেগুলো তোমাকে শোনাবো।

বন্দনা। আজ পারেন না?

বিপ্র। না, আজ নয়।

বন্দনা। মুখুয্যেমশাই, অসুখ আপনার বেশী নয়, দুদিনেই সেরে উঠবেন। আমি জানি আমাকে প্রয়োজন নেই, তবুও আপনার সেবার ভাণ করেই আমি থাকবো, সেখানে ফিরে যাবো না। যে কটা দিন আপনি অসুস্থ আমি আপনার কাছেই থাকবো, তারপরে সোজা বাবার কাছে চলে যাবো—মাসীর বাড়ীতে আর না। ওদের শুধু শাড়ী গাড়ী আর মিথ্যে ভালোবাসার গল্প। এর ভেতর ওরা বাঁচে কি করে মুখুয্যেমশাই ?

বিপ্র। সে রহস্য তো আমার জানাব কথা নয়। মরুভূমির মধ্যে কবরগুলো যেমন টিকে থাকে, বোধ করি তেমনি কোবে।

বন্দনা। তাই হবে বোধ হয়।

অন্নদার প্রবেশ

অন্নদা। বন্দনা দিদি, তোমার মাসীমা।

মাসীমা, প্রকৃতি ও অনিতাব প্রবেশ। অন্নদার প্রস্থান

বিপ্র। আসুন।

মাসী। নীচে থেকেই খবব পেলাম বিপ্রদাসবাবু ভালো আছেন—

বিপ্র। হ্যাঁ, আমি ভালো আছি।

মাসী। (বন্দনাকে) আমাদেব না জানিযে তুমি চলে এলে সেজন্যে বাগ করিনে, কিন্তু তোমার বোনের বিয়ে—তোমাকে যেতে হবে।

অনিতা। আমরা আপনাকে ধবে নিয়ে যেতে এসেছি।

বন্দনা। না মাসীমা আমার যাওয়া হবে না।

মাসী। সে কি কথা বন্দনা! তুমি না গেলে প্রকৃতি কত দুঃখ পাবে জানো ?

প্রকৃতি। পাবোই তো, ভীষণ দুঃখ পাবো।

বন্দনা। জানি, তবু আমি যেতে পারবো না।

মাসী। কিন্তু এই জন্যেই তোমার বোম্বে যাওয়া হল না,—এই জন্যেই তোমার বাবা আমার কাছে তোমাকে রেখে গেলেন, তিনি শুনলে কি বলবেন বলো ত ?

অনিতা। তা ছাড়া সুধীরবাবু—মিষ্টার বাসু ভাবি রাগ করেছেন। আপনার চলে আসাটা তিনি মোটে পছন্দ করেন নি।

বন্দনা। আমি না গেলে প্রকৃতির বিয়ে আটকাবে না, কিন্তু গেলে মুখুয্যে মশায়ের সেবার ত্রুটি হবে। ওঁকে দেখবার এখানে কেউ নেই।

মাসী। কিন্তু উনি তো ভালো হয়ে গেছেন। তোমাকে যেতে বলা ওঁর উচিত।

বিপ্র। ঠিক কথা। আমার যেতে বলাও উচিত, বন্দনার যাওয়াও উচিত। বরঞ্চ না গেলেই অন্যায় হবে।

বন্দনা। না—অন্যায় হবে আমি মনে করিনে। উনি এখনও সুস্থ নন।

মাসী। একটা রাতের জন্যেও তুমি যেতে পারবে না?

বন্দনা। না।

মাসী। বেশ। এই কদিনের মধ্যে তুমি যে এতখানি unsocial হয়ে পড়েছ তা ভাবিনি। যাক—চলে আয় প্রকৃতি, চলে আয় অনিতা।

মাসীমা, প্রকৃতি ও অনিতার প্রস্থান

বন্দনা। মুখুয্যে মশাই, একটা কথার সত্যি জবাব দেবেন?

বিপ্র। সচরাচর তাইতো দিয়ে থাকি। প্রশ্নটা কী?

বন্দনা। মেজদিকে আপনি কি সত্যিই ভালবাসেন? ছেলেবেলায় আপনাদের বিয়ে হয়েছে—সে কতদিনের কথা—কখনো কি এর অন্যথা ঘটেনি?

বিপ্র। স্ত্রীকে ভালবাসা যে আমার ধর্ম বন্দনা।

বন্দনা। ওঃ—মেজদি আপনাকে ভালবাসে কি না সে খবর রাখেন?

বিপ্র। কি জানি! হয় তো বাসে, নয় তো বাসে না। মেয়েদের ভালোবাসা সম্বন্ধে অহেতুক ঔৎসুক্য আমার নেই।

বন্দনা। ওঃ, তার মানে মেয়েদের ভালোবাসা বোধ হয় আর আপনার প্রয়োজনও নেই।

বিপ্র। এ প্রশ্নের মানে?

বন্দনা। মানে জানি না, এমনি জিজ্ঞেস করছি। এ বোধ হয় আর আপনি কামনা করেন না। আপনার কাছে এ একেবারে তুচ্ছ হয়ে গেছে—সত্যি কি না বলুন? (নীরব) আচ্ছা মুখুয্যে মশাই, সংসারে সকলের চেয়ে আপনাকে কে বেশী ভালবাসে বলতে পারেন?

বিপ্র। পারি।

বন্দনা। বলুন তো কি নাম তার?

বিপ্র। তার নাম বন্দনা দেবী—বন্দনা।

বন্দনা। কি করে আপনি এ কথা জানলেন বলুন তো?

বিপ্র। এ প্রশ্ন একেবারে বাহুল্য বন্দনা। এতই কি পাষাণ আমি যে

এটুকুও বুঝতে পারিনি? তা ছাড়া সন্দেহ যদিও কখনো থাকে, আজ তোমার পানে চেয়ে আর ত আমার নেই। কিন্তু তাই বলে ও চলবে না বন্দনা, মুখ ভুলে তোমাকে চাইতে হবে। লজ্জা পাবার তুমি কিছুই করনি, আমার কাছে তোমার কোন লজ্জা নেই। চাও, শোন আমার কথা।

বন্দনা। আপনি বোধ হয় আমার ওপর খুব রাগ করেছেন, না মুখুয্যে মশাই?

বিপ্র। কিছু মাত্র না। এ কি রাগ করার কথা? শুধু আমার মনের আশা এইটুকু যে, এ-ভুল তোমার নিজের কাছেই একদিন ধরা পড়বে। কেবল সেই দিনই এর প্রতিকার হবে।

বন্দনা। কিন্তু ধরা যদি কখনো না পড়ে? এ-কে ভুল বলেই যদি কোন দিন টের না পাই?

বিপ্র। পাবেই। এর থেকে সংসারে কত অনর্থের সূত্রপাত হয় এ যদি বুঝতে না পারো ত আমি বুঝবো আমাকে তুমি ভালোবাসোনি।

বন্দনা। এর থেকে যে সংসারে কত অনর্থের সূত্রপাত হয়, আপনার এ কথা মানবো। মানবো যে, এ অমঙ্গল টেনে আনে, কিন্তু তাই বলে মিথ্যে বলে স্বীকার করবো না। মিথ্যেই যদি হতো, এ-ত টুকু ভালোবাসাই কি আপনার পেতুম? পাইনি কি আমি?

বিপ্র। পেয়েছো বই কি বন্দনা, তুমি অনেকখানিই পেয়েছো। নইলে তোমার হাতে আমি খেতাম কি করে? তোমার সেবা নিতে পারতাম আমি কিসের জোরে? কিন্তু তাই বলে কি গ্লানির মধ্যে, অধর্মের মধ্যে নিজে নেমে দাঁড়াবো, তোমাকে টেনে নামাবো? যারা আমার পানে চেয়ে চিরদিন বিশ্বাসে মাথা উঁচু করে আছে, সমস্ত ভেঙে-চুরে তাদের হেঁট করে দেবো? এই কি তুমি বলো?

বন্দনা। তাহলে আপনিও স্বীকার করুন, আজ ছাড়তে যা পারেন না, সে শুধু এই দম্ভটাকে। বলুন সত্য করে, ওদের কাছে এই বড় হয়ে থাকার মোহকেই আপনি বড় বলে জেনেছেন।

বিপ্র। না—না,—তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ বন্দনা। ভালো তোমাকে বেসেছি,—রইলো তোমার সে ভালোবাসা আমার মনের মধ্যে, এখন থেকে সে দেবে আমাকে দুঃখে সান্ত্বনা, দুর্বলতায় বল, ভার যখন আর একাকী বইতে পারবো না, তখন দেবো তোমাকে ডাক। সে-ও রইলো আজ থেকে তোমার জন্যে তোলা। আসবে তো তখন?

বন্দনা। আসবো যদি আসার শক্তি থাকে,—পথ যদি থাকে তখনও খোলা,—নইলে পারবো না ত আসতে মুখুয্যে মশাই।

বিপ্র। বটেই ত। বটেই ত। আসার পথ থাকে যদি খোলা,—চিরদিনের তরে যদি বন্ধ হয়ে সে না যায়। তখন এসো কিন্তু। অভিমানে মুখ ফিরিয়ে থেকো না।

বন্দনা। আমার একটি ভিক্ষে রইলো মুখুয্যে মশাই, আমার কথা যেন কাউকে বলবেন না।

বিপ্র। না বলবো না। বলার লোক যে আমার নেই এই বিপুল সংসারে, আমি যে এতখানি একা সে তো তুমি নিজেই জানতে পেরেছ।

বন্দনা। হ্যাঁ, পেরেছি।

অন্নদার প্রবেশ

অন্নদা। দ্বিজু এলো বিপিন।

বিপ্র। দ্বিজু। একলা নাকি? না আর কেউ সঙ্গে এলো?

অন্নদা। না একাই ত দেখছি। আর কেউ নেই।

বন্দনা। আমি যাই মুখুয্যে মশাই, দেখিগে তার খাবার জোগাড় ঠিক আছে কি না।

প্রস্থান

দ্বিজদাস প্রবেশ করিয়া বিপ্রদাসকে প্রণাম করিল

বিপ্র। কি ব্যাপার রে?

দ্বিজ। এই পঞ্চমীতে মায়ের পুকুর প্রতিষ্ঠা। বৃহৎ ব্যাপার দাদা।

বিপ্র। মায়ের কাজ ত বৃহৎ ব্যাপারই হয় দ্বিজু, এতে ভাবনার কি আছে?

দ্বিজ। তা হয়। এবার সঙ্গে মিলেছে বাসুর ভালো হওয়ার মানৎ-পুজো—সেও একটা অশ্বমেধ যজ্ঞ। অধ্যাপক বিদায়ের ফর্দ্দ তৈরি হচ্ছে,—কুটুম্ব-সজ্জন, অতিথি-অভ্যাগতের যে সংক্ষিপ্ত তালিকা বৌদিদির মুখে মুখে পেলাম, তাতে আশঙ্কা হয় এবার আপনার অর্থে ওরা কিঞ্চিৎ গভীর খাবোল মারবে। সময় থাকতে সতর্ক হোন।

বিপ্র। এবার কিন্তু তোর পালা। এবার খরচ হবে তোর।

দ্বিজ। আমার? কোন আপত্তি নেই যদি থাকে। কিন্তু তাতে ব্যবস্থার কিছু অদল-বদল করতে হবে। বিদায় যারা পাবে তারা টোলের

পণ্ডিত-সমাজ নয়, বরঞ্চ টোলের দোর বন্ধ করে যাদের বাইরে ঠেলে রাখা হয়েছে, তারা।

বিপ্র। টোলের ওপর তোর রাগ কিসের? লোকের মুখে মুখে এদের শুধু নিন্দেই শুনলি, নিজে কখনো চোখে দেখলিনে। ওদের দলভুক্ত ব'লে হয়ত আমি পর্য্যন্ত তোর আমলে ভাত পাব না।

দ্বিজ। (প্রণাম করিয়া) ঐ কথাটা বলবেন না। আপনি দু-দলেরই বাইরে, অথচ তৃতীয় স্থানটা যে কি, তাও আমি জানি না। শুধু এইটুকু জেনে রেখেছি আমার দাদা আমাদের বিচারের বাইরে।

বিপ্র। আমার অসুখেব কথা মা শোনেননি ত?

দ্বিজ। না। সে বরঞ্চ ছিল ভাল, পুকুর প্রতিষ্ঠার হাঙ্গামা বন্ধ হতো।

বিপ্র। আত্মীয়দের আনবার ব্যবস্থা হয়েছে?

দ্বিজ। হচ্চে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকলকেই। সকন্যা অক্ষয় বাবুর আমন্ত্রণ লিপি গেছে, মায়েব বিশ্বাস, বৃহৎ ব্যাপারে মৈত্রেয়ীর অগ্নি-পরীক্ষা হয়ে যাবে। আমার ওপব ভার পড়েছে তাঁদের নিয়ে যাবার।

বিপ্র। মা আর কাউকে নিয়ে যাবার কথা বলে দেননি?

দ্বিজ। হ্যাঁ অন্নদিকেও নিয়ে যেতে হবে। কলেজের ছেলেরা যদি কেউ যেতে চায় তারাও।

বিপ্র। তোব বৌদির কোন ফরমাস নেই?

দ্বিজ। না। আমি যাই, হাতমুখ ধুইগে, পবে কথা হবে। আপনি বিশ্রাম করুন।

প্রস্থান

বাহির হইতে বন্দনা বলিল, "মুখুয্যেমশায আসতে পারি কি? পায়ে কিন্তু জুতো আছে।"

বিপ্র। জুতো? তা হোক, এস।

বন্দনাব প্রবেশ

বিপ্র। কোথাও যাচ্চ নাকি বন্দনা?

বন্দনা। হ্যাঁ, মাসীমার বাড়ীতে।

বিপ্র। কবে, কখন ফিরবে?

বন্দনা। ফেরবার কথা তো জানি না মুখুয্যেমশাই। অশোকবাবু এসেছেন আমাকে নিতে।

বিপ্র। কে অশোকবাবু?

বন্দনা। আমার মাসীমার ভাইপো। কেন, এঁর কথা কি আগে আপনাকে বলিনি? বহুকাল বোম্বেতে ছিলেন, সেইখানেই আলাপ।

বিপ্র। তিনি হঠাৎ এলেন তোমাকে নিতে!

বন্দনা। মাসীমা তাঁর শেষ-বাণ ত্যাগ করেছেন। জানেন অশোকবাবুর কথা আমি চট করে ঠেলতে পারবো না।

বিপ্র। ওঃ! পারবে না বুঝি?

বন্দনা। না।

বিপ্র। সে তো বেশ ভাল কথা। কিন্তু এখনই তোমাদের যাওয়া হতে পারে না বন্দনা। ভদ্রলোক আমার বাড়ীতে এলেন, আলাপ পরিচয় হলো না, তা ছাড়া না খেয়ে তো তোমাদের যেতে দিতে পারি না। মুখুজ্যে পরিবারের এতদিনের সুনাম তুমি কি এমনি করে নষ্ট করতে চাও? অতিথি সংকার না করে আমি কিছুতেই ছেড়ে দেব না। ভদ্র লোককে বিশ্রাম করতে বলো, খাওয়া-দাওয়া করে দুটিতে চলে যেও, কিচ্ছুটি বলবো না।

বন্দনা। বেশ তাই বলছি গিয়ে।

বন্দনার প্রস্থান

দ্বিজদাসের প্রবেশ

দ্বিজ। বন্দনা অমন দুম্‌দাম্ করে চলাফেরা করছে কেন? আমার এসে পড়াটাই কি কারণ নাকি?

বিপ্র। না। ওর মাসীমার ভাইপো এসেছেন ওকে নিতে।

দ্বিজ। ওঃ ড্রয়িংরুমে যে ভদ্রলোক বসে আছেন তিনিই বুঝি? কিন্তু হঠাৎ মাসী বস্তুটি বেরুলো কোথা থেকে?

বিপ্র। আমার অসুখে ভয় পেয়ে এই মাসীর বাড়ী থেকেই অন্নদি ওকে ডেকে এনেছিলেন আমার শুশ্রূষা করতে। তুই যখন এসে পড়েছিস তখন ওর আর দরকার নেই। এখন থেকে সেবা শুশ্রূষার ভার তোর ওপর।

দ্বিজ। আপনি ঠাট্টা করছেন বটে, কিন্তু আমি বলছি, আপনার রোগে সেবা করবার দিন যেন না কখনো আসে, কিন্তু দাদার সেবায় দ্বিজুকে হারানো দশটা বন্দনার সাধ্যে কুলোবে না।

বিপ্র। সে পরীক্ষার প্রয়োজন দাদার কাছে নেই,—আছে শুধু একজনের কাছে, সে মা। বোঝাপড়া তোদের একটা হওয়া দরকার, -বুঝলি রে দ্বিজু?

দ্বিজ। না দাদা বুঝলাম না। কিন্তু মা যখন, তখন বেঁচে থাকলে বোঝা পড়া একদিন হবেই, কিন্তু এখুনি প্রয়োজনটা কিসের এলো এইটেই ভেবে পাচ্চিনে। আমার কপালে সবই হলো উল্টো। বাবা জন্ম দিলেন, কিন্তু দিয়ে গেলেন না কাণাকড়ির সম্পত্তি—সে দিলেন আপনি। মা গর্ভে ধারণ করলেন, কিন্তু পালন করলেন অন্নদা দিদি, আর সমস্ত ভার বয়ে মানুষ করে তুললেন বৌদিদি,—দুজনেই পরের ঘর থেকে এসে। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ এবং স্বর্গাদপি গরীয়সী—এই শ্লোক আউড়ে মনকে আর কত চাঙ্গা রাখব দাদা, আপনিই বলুন?

বিপ্র। মায়ের মামলা নিয়ে আর ওকালতি করবো না, সে তুই আপনিই একদিন বুঝবি, কিন্তু বাবার সম্বন্ধে যে-ধারণা তোর আছে সে ভুল। অর্দ্ধেক বিষয়ের সত্যিই তুই মালিক।

দ্বিজ। হতে পারে সত্যি, কিন্তু বাবার মৃত্যুর পরে ঘরে দোর দিয়ে তাঁর উইলখানা কি আপনি পুড়িয়ে ফেলেন নি?

বিপ্র। কে বললে তোকে?

দ্বিজ। কেন বৌদি।

বিপ্র। কিন্তু তোর বৌদিদি ত সে উইল পড়ে দেখেন নি। এমন তো হতে পারে, বাবা তোকেই সমস্ত দিয়ে গিয়েছিলেন বলে রাগ করে আমি তা পুড়িয়েছি। অসম্ভব ত নয়।

দ্বিজ। দাদা আপনি যে কখনো মিথ্যে বলেন না? দ্বাপরে যুধিষ্ঠিরের মিথ্যেটা নোট করে গিয়েছিলেন বেদব্যাস, আর কলিতে আপনারটা নোট করে রাখবে দ্বিজদাস। আর পাপ বাড়াবেন না, বলুন এখন থেকে কি আমাকে করতে হবে।

বিপ্র। আমাদের কারবার বিষয়-আশয় সমস্ত দেখতে হবে।

দ্বিজ। কিন্তু কেন বলুন? কারণ না জানলে আমি কিছুতেই এ কথা মানবো না।

বিপ্র। এর কারণ ত খুবই স্পষ্ট দ্বিজ। আজ আমি আছি, কিন্তু এমন ত ঘটতে পারে আর আমি নেই। তা ছাড়া আমি ক্লান্ত, এবার আমার ছুটির দরকার, বুঝলি?

দ্বিজ। না দাদা, ছুটি-ফুটি আপনাকে দিতে পারব না। তার চেয়ে ঢের সহজ আপনার আদেশ পালন করা। বলুন, কবে থেকে আমাকে কি করতে হবে।

বিপ্র। আজ থেকে এ সংসারের সব ভার নিতে হবে।

দ্বিজ। আজ থেকেই? এত তাড়াতাড়ি? বেশ তাই হবে। আপনার অবাধ্য হবো না।

বিপ্র। সে তোকে বলতে হবে না রে, আমি জানি আমার অবাধ্য তুই নয়।

ভিতর হইতে বন্দনা ডাকিল—'মুখুয্যে মশায়'

এস বন্দনা।

বন্দনা প্রবেশ করিয়া দেখিল সম্মুখে দ্বিজদাস হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে

বন্দনা। (হাসিয়া) এ আবার কি?

দ্বিজ। একটা মিনতি আছে।

বন্দনা। আমার কাছে?

দ্বিজ। হ্যাঁ দাদাকে সঙ্গে নিয়ে আপনাকে আমাদের দেশের বাড়ীতে একবার যেতে হবে।

বন্দনা। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে? এর হেতু?

দ্বিজ। বলবো বলেই দাঁড়িয়ে আছি। একদিন বিনা আহ্বানেই আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন, আজ আবার সেই দয়া আপনাকে করতে হবে।

বন্দনা। কিন্তু আমাকে যাবার নিমন্ত্রণ করছে কে? মা, দাদা, না আপনি নিজে?

দ্বিজ। আমি নিজেই করছি।

বন্দনা। কিন্তু আপনি ত ও-বাড়ীতে তৃতীয়পক্ষ, ডাকবার আপনার অধিকার কি?

দ্বিজ। আর কোন অধিকার না থাক্, আমার বাঁচার অধিকার আছে। সেই অধিকারে এই আবেদন উপস্থিত করলুম। বলুন মঞ্জুর করলেন? একান্ত প্রয়োজন না হলে কোন প্রার্থনাই আমি কারো কাছে করি না।

বন্দনা। আচ্ছা তাই যাবো, কিন্তু আমার মান-অপমানের ভার রইল আপনার ওপর।

দ্বিজ। আমার সাধ্য সামান্য, তবু নিলাম সেই ভার।

বন্দনা। বিপদের সময়ে এ কথা ভুলবেন না যেন।

দ্বিজ। না ভুলবো না।

বন্দনা। মুখুয্যে-মশাই, আপনি যে কোন কথা বলছেন না?

বিপ্র। দুযেব মাঝে তিন হোতে ইচ্ছে নেই, তাছাডা আজ থেকে সংসাবেব সমস্ত ভাব দ্বিজুব। একটু আগেই তাকে এ অধিকাব সুস্থচিত্তে বাহাল তবিযতে আমি দান করেছি।

বন্দনা। আচ্ছা, পবে এ বিষযে কথা বলা যাবে। এখন শুনুন, অশোকবাবু বড চঞ্চল হযে উঠেছেন, আপনাব সঙ্গে দেখা কববাব জন্যে।

বিপ্র। তাঁকে নিযে এস।

বন্দনা। এখানেই ?

বিপ্র। নিশ্চয।

বন্দনাব প্রস্থান

দ্বিজ। তাহলে কাজেব কথাটা সেবে নিই দাদা, আপনি কবে বাডী যাচ্ছেন বলুন ?

বিপ্র। তুই আমাকে কবে যেতে বলিস ?

দ্বিজ। আজ, কাল, পবশু—যবে হোক।

বিপ্র। হ্যাঁবে আমাকে কি যেতেই হবে ?

দ্বিজ। না যান তো একজোডা খডম কিনে দিন, ভবতেব মতো নিযে গিযে সিংহাসনে বসাবো।

বিপ্র। ফাজিলের অগ্রগণ্য হযেছিস তুই। তুই কি আজই যাবি ?

দ্বিজ। হ্যাঁ, বলেন তো আমি ফিবে এসে আপনাকে নিযে যাই।

বিপ্র। না আমি নিজেই যেতে পাববো, তাছাডা বন্দনা তো সঙ্গেই যাচ্ছে।

দ্বিজ। আচ্ছা আমি তাহলে যাই দাদা। আবাব সঙ্গে যাচ্ছেন অক্ষযবাবু, তাঁব স্ত্রী ও কন্যা মৈত্রেযী। সে ব্যবস্থাও আবাব করতে হবে কিনা।

বিপ্র। অক্ষযবাবু যাবেন কি কোবে ? তাঁব তো ছুটি নেই—কলেজ কামাই হবে যে ?

দ্বিজ। তা হবে, কিন্তু লোকসান নেই—ওদিকে তাব চেযেও ঢেব বড কাজ হবে বড ঘবে মেয়ে দিতে পাবাটা। টাকাওযালা জামাই ভবিষ্যতেব অনেক ভবসা,—কলেজেব বাঁধা মাইনেব অনেক বেশী। এটা ভুললে চলবে কেন দাদা। আচ্ছা দাদা আমি চলি।

দ্বিজদাসেব প্রস্থান, বন্দনা ও অশোকবাবুব প্রবেশ

বিপ্র। আসুন মিষ্টাব—

অশোক। না না, ও চলবে না। ওটাকে বাদ দিতে বাধবে না বলেই ধুতি চাদর এবং চটিজুতো পবে এসেছি। উনিও ভবসা দিযেছিলেন যে—

বিপ্র। ভালোই হলো, অশোকবাবু সম্বোধনটা সহজ দাঁড়ালো। পাড়াগাঁযেব মানুষ মনেও থাকে না, অভ্যাসও নেই, এবাব স্বচ্ছন্দে আলাপ জমাতে পাববো।

বন্দনা। জানেন মুখুয্যে মশাই, আমাব যাবাব কথা শুনে উনিও বলবামপুব যাবাব জন্যে ক্ষেপে উঠেছেন।

বিপ্র। সত্যিই যদি যান ত কৃতার্থ হবো। আমাদেব সংসাবেব কর্ত্রী আমাব মা, তাঁর পক্ষ থেকে আপনাকে আমি সসম্মানে আমন্ত্রণ কবছি।

অশোক। নিশ্চয যাবো—নিশ্চয যাবো। কত দরিদ্র অনাথ আতুব আসবে নিমন্ত্রণ বাখতে, কত অধ্যাপক পণ্ডিত উপস্থিত হবেন বিদায গ্রহণ কবতে—আনন্দোৎসবে কত খাওযা-দাওযা, কত আসা-যাওযা, কত বিচিত্র আযোজন—

বিপ্র। না না ও সব কিছু না অশোকবাবু। আমবা হলাম পল্লীগ্রামেব সামান্য জমিদাব—

বন্দনা। ব্যস সুরু হযে গেছে। আপনাবা তাহলে দুজনে আপ্ উঠিযে আপ্ উঠিযে করুন, আমি ততক্ষণ অন্যদিকে বলে আসি, কি কি জিনিষ আমাদেব সঙ্গে যাবে।

বন্দনাব প্রস্থান

বিপ্র। আপনাদেব বিবাহেব কি হোল অশোকবাবু? বন্দনা কি সম্মতি দিযেছেন?

অশোক। না। কিন্তু অসম্মতিও জানাননি।

বিপ্র। এটা আশাব কথা অশোকবাবু। চুপ কবে থাকাটা অনেক ক্ষেত্রেই সম্মতিব চিহ্ন।

অশোক। এ কি আপনি নিশ্চয জানেন বিপ্রদাসবাবু?

বিপ্র। ওব যতটুকু জানি তাইতো মনে হয।

অশোক। আমাব কি মনে হয জানেন? মনে হয, ওঁব নিজেব প্রসন্নতাব চেযেও আমার ঢেব বেশী প্রযোজন আপনাব প্রসন্নতায। সে যেদিন পাবো আমার না-পাবাব কিছু থাকবে না।

বিপ্র। আমার প্রসন্ন দৃষ্টি দিযে ও স্বামী নির্ব্বাচন কববে এমন অদ্ভুত ইঙ্গিত আপনাকে দিলে কে—বন্দনা নিজে? যদি দিযে থাকে ত নিছক পরিহাস করেছে, এই কথাই কেবল বলতে পাবি অশোকবাবু।

বন্দনার প্রবেশ

বন্দনা। **No more talk, no more talk,** চলুন অশোকবাবু এবার আমাদের যাবার সময় হয়েছে। মুখুয্যে মশাই, সমস্ত গুছিয়ে রেখে গেলাম। কাল সকাল সাড়ে ন'টার গাড়ী। পূজো-টূজো ইত্যাদি বাজে কাজগুলো ওর মধ্যে সেরে রাখবেন। ওঃ, এত বিড়ম্বনাও ভগবান আপনার কপালে লিখেছিলেন।

বিপ্র। তাই হবে বোধ হয়।

বন্দনা। বোধ হয় নয়, নিশ্চয়। ভাবি এগুলো কেউ আপনার ঘুচোতে পারতো। তা শুনুন, কালকের সকালের খাবার ব্যবস্থাও করে গেলুম,—আমি নিজে এসে খাওয়াবো, তারপরে সাজ-পোষাক পরাবো, তারপরে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে যাবো। রোগা মানুষ কি না—তাই। চলুন অশোকবাবু, এবার আমরা যাই। পায়ের ধুলো কিন্তু আর নেব না মুখুয্যে মশাই,—ওটা কুসংস্কার। ভদ্র সমাজে অচল। অতএব So long—so long

কপালে হাত ঠেকাইয়া বাহির হইয়া গেল

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বলরামপুর—রান্না বাড়ীর চত্বর। দয়াময়ী একখানি ফর্দ লইয়া মৈত্রেয়ীকে বুঝাইতেছেন।

দয়া। বুঝলে ?

মৈত্রেয়ী। হ্যাঁ।

মৈত্রেয়ীর প্রস্থান ও অন্নদার প্রবেশ

অন্নদা। মা, বড়বাবু এসেছেন।

দয়া। কে ? আমার বিপিন, আমার বিপিন।

বিপ্রদাসের প্রবেশ ও অন্নদার প্রস্থান

দয়া। এ কি শরীর হয়েছে রে তোর ? একেবারে যে আধখানা হয়ে গেছিস ?

বিপ্র। (প্রণাম করিয়া) আর ভয় নেই মা, এবার সেরে উঠতে দেরী হবে না।

দয়া। কিন্তু কলকাতায় ফিরে যেতেও আর দেবো না, তা যত কাজই তোর থাক্।

বন্দনা প্রবেশ করিয়া দয়াময়ীকে প্রণাম করিল

দয়া। এস মা এস—বেঁচে থাকো।

দ্বিজদাসের প্রবেশ

বিপ্র। এই যে দ্বিজু! কি ভীষণ করেছিস দ্বিজু, মাঠের মধ্যে সারিসারি চালাঘর, মেলার মত লোকজন যাতায়াত করছে। ষ্টেশনে তো আমায় কিছু বললি নি ? সামলাবি কি করে ?

দ্বিজ। ভার ত আপনি নিজে নেননি দাদা, দিয়েছেন আমার ওপর। আপনার ভয়টা কিসের ?

বন্দনা। ওঁর ভাবনা খরচের সব টাকাটা যদি প্রজাদের ঘাড়ে উসুল না হয় তো তবিলে হাত পড়বে। এতে ভয় হবে না দ্বিজুবাবু ?

দয়া। ওকে জ্বালাতন করতে তুমিও কি ঠিক তোমার বোনের মতোই

হ'লে বন্দনা? ও আমার পরম ধার্মিক ছেলে, সবাই মিলে ওকে মিথ্যে খোঁটা দিলে আমার সয় না।

বন্দনা। খোঁটা মিথ্যে হ'লে গায়ে লাগে না মা, তাতে রাগ করা উচিত নয়। (চেয়ার আগাইয়া দিয়া) আরে বসুন বসুন এই চেয়ারটায়, দাঁড়িয়ে থেকে ফিট্-টিট্ হয়ে একটা কেলেঙ্কারী করবেন।

দয়া। বন্দনা মেয়েটা বড দুষ্ট, ওর সঙ্গে কারো কথায় পারবার যো নেই। হয়েছে কি জানিস বিপিন? দ্বিজুটা কাজকর্ম করে মন্দ নয়, কিন্তু আসল কথা ওকে চালাবার একজন লোক থাকা চাই।

দ্বিজ। সেই কথাটাই স্পষ্ট করে বল, সকলের ভাবনা ঘুচুক। কিন্তু আমাকে চালাবার যোগাড তো তুমি প্রায় করে এনেছো মা।

দয়া। যদি সত্যিই করে এনে থাকি সে তোর ভাগ্যি বলে জানিস। এতবড় যে কাণ্ড করে তুললি, কারো কথা শুনলিনে, বললি দাদার হুকুম। এখন সামলায় কে বল্ তো? ভাগ্যে মৈত্রেয়ী এসেছিল সেই তো শুধু ভরসা।

দ্বিজ। তবে আব কি. ঐ আনন্দেই নেচে বেডাই।

প্রস্থান

অন্নদাব প্রবেশ

অন্নদা। বন্দনাদিদি, বডবাবুব ওষুধগুলো যে কাল গুছিয়ে তুললে, সেই কাগজের বাক্সটা তো দেখতে পাচ্ছি না,—হারালো না তো?

বন্দনা। না, হাবায়নি, অনুদি, কলকাতার বাডীতেই রয়ে গেছে।

দয়া। উপায় কি হবে বন্দনা, এত বড ভুল হয়ে গেল।

বন্দনা। ভুল হয়নি মা, আসবার সময় সেগুলো ইচ্ছে করেই ফেলে এলুম।

দয়া। ইচ্ছে করে ফেলে এলে? তার মানে?

বন্দনা। ভাবলাম, ওষুধ অনেক খেয়েছেন, আর না। তখন মা কাছে ছিলেন না তাই ওষুদের দরকার হয়েছিল, এখন বিনা ওষুধেই সেরে উঠবেন, একটুও দেরী হবে না।

বিপ্র। সত্যিই তাই মা। তোমরা বন্দনাকে আর বাধা দিও না, ওব সুবুদ্ধি হোক, আমাকে ওষুধ গেলানো বন্ধ করুক। আমি কায় মনে আশীর্বাদ করবো, বন্দনা রাজরাণী হোক। আমি এবার আমার নিজের ঘরে যাবো মা। ভাল কথা, শশধর এসেছে?

অন্নদা। হ্যাঁ তাকে তো দেখলাম ভাঁডার নিয়ে খুব ব্যস্ত।

বিপ্র। ওঃ, তার ওপর বাজারের ভার বুঝি? বেশ। তাকে একবার

আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও তো অনুদি, বলবে বিশেষ দরকার, এখুনি যেন আসে।

দ্বিজদাসের প্রবেশ

এই যে দ্বিজু, এখানে একটু থাক্‌।

অন্নদা ও বিপ্রদাসের প্রস্থান, সতী ও মৈত্রেয়ীর প্রবেশ

সতী। হ্যাঁরে কতক্ষণ এসেছিস? এর মধ্যে কি একবার দেখা করতে নেই? চল ওপরে চল।

বন্দনা। কি করবো, এতক্ষণ তোমার পতিদেবতাটিকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম যে। এইবার চলো। আচ্ছা মা, আমি আপনার ম্লেচ্ছ মেয়ে বলে আপনার এতবড় কাজে কি কোন ভারই পাব না? কেবল চুপ করে বসে থাকবো? এমন কত জিনিষ তো আছে, যা আমি ছুঁলেও ছোঁয়া যায় না।

দয়া। চুপ করে তোমাকে বসে থাকতেই বা দেবো কেন মা? এই দিলুম তোমাকে আমার আপন ভাঁড়ারের চাবি, যা বউ-মা ছাড়া আর কাউকে দিতে পারি না। আজ থেকে এ ভার রইলো তোমার।

চাবি প্রদান করিল

বন্দনা। কি আছে মা এ ভাঁড়ারে?

দ্বিজ। আছে যা ছোঁয়া-ছুঁয়ির নাগালের বাইরে। আছে সোনারুপো, টাকাকড়ি, চেলি গরদের জোড। যা অতিবড ধার্মিক ব্যক্তিরও মাথায় তুলে নিতে আপত্তি হবে না তুমি ছুঁলেও।

বন্দনা। কি করতে হবে মা আমাকে?

দয়া। অধ্যাপক বিদায়, অতিথি অভ্যাগতদের সম্মান রক্ষা, আত্মীয় স্বজনগণের পাথেয়র ব্যবস্থা, আর ঐ সঙ্গে রাখবে মা আমার এই ছেলেটাকে একটু কড়া শাসনে। আমি হিসেব বুঝিনে বলে ও ঠকিয়ে যে আমাকে কত-টাকা নিয়ে অপব্যয় করছে তার ঠিকানা নেই মা। এইটি তোমাকে বন্ধ করতে হবে।

দ্বিজ। সকলের সামনে এমন কথা তুমি বলোনা মা। ভাববে সত্যিই বা। খরচের খাতায় রীতিমত ব্যয়ের হিসেব লেখা হচ্ছে, মিলিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে।

দয়া। মেলাবো কোনটা? ব্যয়ের হিসেব লেখা হচ্ছে মানি, কিন্তু অপব্যয়ের হিসেব কে লিখছে বল্‌ তো? আমি সেই কথাই বন্দনাকে জানাচ্ছিলাম।

দ্বিজ। তার মানে মুস্কিল হয়ে গেল। দাদা দিয়েছেন আমার ওপর খরচ করবার ভার, আর মা দিলেন তোমাকে খরচ না করবার ভার। সুতরাং খণ্ডযুদ্ধ বাধবেই।

বন্দনা। কিছুতেই না। ঝগড়ার আগে মায়ের দেওয়া ভার মার হাতেই ফিরিয়ে দিয়ে আমি সরে যাবো।

সতী। কিন্তু এতবড় কাজের ভার দেওয়া কি ওকে চলবে মা? অনেক টাকাকড়ির ব্যাপার।

দয়া। অনেক টাকাকড়ির ব্যাপার বলেই ওর হাতে চাবি দিলাম বউমা। নইলে দ্বিজু আমাকে দেউলে ক'রে দেবে।

সতী। কিন্তু ও যে বাইরে থেকে এসেছে মা।

দয়া। বাইরে থেকে একদিন তুমিও এসেছিলে আর তারও অনেক আগে এমনি বাইরে থেকেই আমাকে আসতে হয়েছিল। ওটা আপত্তি নয় বউমা। কিন্তু আর আমার সময় নেই, আমি চললাম।

দয়াময়ীর প্রস্থান

বন্দনা। তোমাদের বাড়ীতে এসে এ-কি জালে জড়িয়ে পড়লাম মেজদি। আমি যে নিশ্বাস ফেলবার সময় পাব না।

কল্যাণী কাঁদতে কাঁদিতে আসিয়া বসিয়া পড়িল

কল্যাণী। ওগো আমার কি হলো গো। কেন মরতে আমি ভাইয়ের বাড়ীতে এসেছিলাম গো।

সতী। কি হয়েছে ঠাকুরঝি?

কল্যাণী। আর কি হবে—তোমাদের মনে কি এই ছিল গো?

সতী। চুপ কর ঠাকুরঝি মা শুনতে পাবেন। কি হয়েছে তাই বল না?

কল্যাণী। যা হবার তাই হয়েছে গো। বাবাগো তুমি কোথায় আছগো। তোমার বড় সাধের কল্যাণীর অবস্থা একবার চোখ মেলে দেখে যাওগো।

দয়াময়ীর প্রবেশ

দয়া। কি হয়েছে কল্যাণী? এমন চেচাচ্ছিস কেন?

কল্যাণী। ও মা, উনি বলছেন ওঁর সঙ্গে আমাকে এখুনি বাড়ী চলে যেতে। ট্রেনের সময় নেই,—স্টেশনে বসে থাকবেন সে-ও ভালো তবু এ বাড়ীতে আর একদণ্ড না।

দয়া। কে বলেছে তোকে যেতে,—শশধর? কেন?

কল্যাণী। বড়দা ওঁকে ভয়ানক অপমান করেছেন—ঘর থেকে বার করে দিয়েছেন।

সতী। চুপ কর ঠাকুরঝি, চুপ কর।

শশধরের প্রবেশ

শশধর। (প্রণাম করিয়া) মা, আমরা তাহলে চললুম। আসতে আদেশ করেছিলেন, আমরা এসেছিলাম, কিন্তু থাকতে পারলাম না।

দয়া। কেন বাবা?

শশধর। বিপ্রদাসবাবু তাঁর ঘর থেকে আমাকে বার করে দিয়েছেন।

দয়া। তার কারণ?

শশধর। কারণ বোধ করি এই যে তিনি বড়লোক। অহঙ্কারে চোখে-কানে দেখতে শুনতে পান না। ভেবেছেন নিজের বাড়ীতে ডেকে এনে অপমান করা সহজ। কিন্তু ছেলেকে এটুকু বুঝিয়ে দেবেন, আমার বাবাও জমিদারী রেখে গেছেন। সে-ও নিতান্ত ছোট নয়। আমাকেও ভিক্ষে করে বেড়াতে হয় না।

দয়া। বিপিনকে আমি ডেকে পাঠাচ্ছি বাবা, কি হয়েছে জিজ্ঞেসা করি। কালকে আমার কাজ, আমার অনেকদিনের অনেক সাধের কাজ, তার আগেই যদি তোমরা রাগ করে চলে যাও শশধর, তাহলে যে পুকুর কাল প্রতিষ্ঠা করব বলে খুঁড়িয়ে রেখেছি, তাতেই ডুব দিয়ে মরবো তোমরা নিশ্চয়ই জেনো। ওরে কে আছিস, বিপিনকে ডেকে দে তো?

সতী। ঠাকুরজামাই, এখন নয় ভাই। কাজ-কর্ম চুকুক, রাত্তিরে মা নিশ্চয়ই এর একটা বিহিত করবেন। তোমাকে অপমান করা কি কখনো হতে পাবে? অন্যায় করে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই ক্ষমা চাইবেন।

বন্দনা। তিনি অন্যায় তো কখনো করেন না মেজদি!

সতী। তুই থাম্ বন্দনা। অন্যায় সবাই করে।

বন্দনা। না তিনি করেন না।

মৈত্রেয়ী। কি করে জানলেন? সেখানে ত আপনি ছিলেন না। উনি কি তবে বানিয়ে বলছেন?

বন্দনা। বানিয়ে বলার কথা আমি বলিনি। আমি শুধু বলেছি মুখুয্যে-মশাই অন্যায় করেন না।

মৈত্রেয়ী। অন্যায় সবাই করে। কেউ ভগবান নয়। উনি বাবাকেও অসম্মান করতে ছাড়েন নি।

বন্দনা। তাহলে শশধরবাবুর মতো তাঁরও চলে যাওয়া উচিত ছিল, থাকা উচিত ছিল না।

মৈত্রেয়ী। সে কৈফিয়ৎ আপনার কাছে দেবার নয়, মীমাংসা হবে দ্বিজু-বাবুর সঙ্গে, যিনি আমাদের আহ্বান করে এনেছেন।

সতী। তোর পায়ে পড়ি বন্দনা, তুই যা এখান থেকে।

শশধর। আমি কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের দরবার করতে আসিনি মা, আপনার ছেলে জোড়হাতে আমার কাছে ক্ষমা চাইবেন কিনা? নইলে চললাম, এক মিনিটও থাকবো না। আপনার মেয়ে আমার সঙ্গে যেতে পারেন, নাও পারেন, কিন্তু তারপরে শ্বশুরবাড়ীর নাম যেন না আর মুখে আনেন।

দয়া। তুমি একটু থামো বাবা, আমি বিপিনকে ডেকে পাঠাচ্ছি। হয়তো কোথাও একটা ভুল হয়েছে। কিন্তু এই একবাড়ী লোকের মধ্যে এ কলঙ্ক প্রকাশ পেলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে বাছা।

শশধর। বেশ আমি দাঁড়িয়ে আছি, তাঁকে ডাকান। বিপ্রদাসবাবু মিথ্যে করেই বলুন এ কাজ তিনি করেননি।

দয়া। মিথ্যে কথা সে বলে না শশধর।

বিপ্রদাসের প্রবেশ

দয়া। এই যে বিপিন, তোর নামে কি কথা শশধর বলে বিপিন? বলে, তুই নাকি ওকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিস। একি কখনো সত্যি হতে পারে?

বিপ্র। সত্যি বইকি মা।

দয়া। সত্যি! ঘর থেকে সত্যি বার করে দিয়েছিস আমার জামাইকে? আমার এই কাজের বাড়ীতে?

বিপ্র। হ্যাঁ, সত্যিই বার করে দিয়েছি। বলেছি আর যেন না কখনো ও আমার ঘরে ঢোকে।

দয়া। কেন?

বিপ্র। সে তোমার না শোনাই ভাল মা।

সতী। আমরা কেউ শুনতে চাইনে, কিন্তু ঠাকুরজামাই কল্যাণীকে নিয়ে এক্ষুণি চলে যেতে চাচ্ছেন, এই একবাড়ী লোকের মধ্যে ভেবে দেখো সে কত বড় কেলেঙ্কারী,—ওঁকে বলো, তোমার হঠাৎ অন্যায় হয়ে গেছে, বলো ওঁদের থাকতে।

বিপ্র। হঠাৎ অন্যায় আমার হয় না সতী।

সতী। হয় হয়, হঠাৎ অন্যায় সকলেরই হয়। বলো না ওঁদের থাকতে।

বিপ্র। না, অন্যায় আমার হয়নি।

দয়া। ন্যায় অন্যায়ের ঝগড়া থাক। মেয়ে জামাই আমার চিরকালের মতো পর হয়ে যাবে, এ আমি সইব না। শশধরের কাছে তুমি ক্ষমা চাও বিপিন।

বিপ্র। সে হয় না মা, সে অসম্ভব।

দয়া। সম্ভব অসম্ভব আমি জানিনে। ক্ষমা তোমাকে চাইতেই হবে। তবু চুপ করে রইলে? বাড়ী তোমার একার নয় বিপিন। কাউকে তাড়াবার অধিকার কর্তা তোমাকে দিয়ে যাননি। ওরা এ বাড়ীতে থাকবে।

বিপ্র। দেখো মা, আমাকে ডেকে না পাঠিয়ে তুমি এ আদেশ দিতে আমি চুপ করেই থাকতাম, কিন্তু এখন আর পারিনে। শশধর থাকলে এ-বাড়ী ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে। কোনটা চাও বলো?

দয়া। এ তোমার অন্যায় জিদ বিপিন। তোমার জন্যে মেয়ে-জামাইকে জন্মের মতো পর করে দেবো এ হয় না বাছা। তোমার যা ইচ্ছে করোগে। শশধর এস তুমি আমার সঙ্গে,—আয় কল্যাণী। ওর কথায় কান দেবার দরকার নেই। বাড়ী ওর একার নয়।

দয়াময়ী, কল্যাণী, শশধর ও মৈত্রেয়ীর প্রস্থান

সতী। ঠাকুরজামাই কি করেছেন আমরা জানিনে, কিন্তু অকারণে তুমিও যে এতবড় কাণ্ড করোনি তা নিশ্চয় জানি। ভেবো না, মনে মনে তোমাকে আমি এতটুকু দোষও কোনদিন দেব। তুমি কি আজই চলে যাবে?

বিপ্র। হ্যাঁ।

সতী। আর আসবে না এ বাড়ীতে?

বিপ্র। মনে ত হয় না।

সতী। আমি? বাসু?

বিপ্র। যেতে তোমাদেরও হবে। আজ না হয়, অন্য কোনও দিন।

সতী। না অন্য কোন দিন নয়,—আজই যাবো। তুই কি করবি বন্দনা, তুই কি আজই যাবি?

বন্দনা। না। আমি ত ঝগড়া করিনি মেজদি, যে দল পাকিয়ে আজই যেতে হবে।

সতী। ঝগড়া আমিও করিনি বন্দনা, উনিও না। কিন্তু যেখানে ওঁর

জায়গা হয় না, সেখানে আমারও না। একটা দিনও না। তোর বিয়ে হলে একথা বুঝতিস।

প্রস্থান

বন্দনা। একি করলেন মুখুয্যেমশাই ?

বিপ্র। না করে উপায় ছিল না বন্দনা। আমি বাইরে চললুম বন্দনা, আবার দেখা হবে।

প্রস্থানোদ্যত

বন্দনা। দাঁড়ান, আপনাকে আমি প্রণাম করবো। কি জানি আর যদি দেখা না হয়, তাই যাবার আগে বিদায়ের পালাটা শেষ করে রাখি। কঠোর আপনার প্রকৃতি, কঠিন মন, না আছে স্নেহ, না আছে ক্ষমা। দূরে থেকে যখনি আপনাকে মনে পড়বে, তখনি একান্ত মনে এই মন্ত্র জপ করবো—তিনি নির্মল, তিনি নিষ্পাপ, তিনি মহৎ। মনের পাষাণ-ফলকে তাঁর লেশমাত্র দাগ পড়ে না। জগতে তিনি একক, কারো আপন নয়, সংসারে কেউ তার আপন হতে পারে না। তোমাকে নমস্কার। (বন্দনা অবনত হইয়া প্রণাম করিল, এই সময়ে বিপ্রদাস বাহিরে গেল, সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল দ্বিজদাস, বন্দনা উঠিয়া দেখিল বিপ্রদাস নাই—দ্বিজদাসকে বলিল) হাতে অত কাগজ কিসের ?

দ্বিজ। চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ। শ্রীগুরুর কৃপায় সেদিন আর আমার নেই বন্দনা দেবী যে দাদার কাছে কৈফিয়ৎ দেবো। মা দয়াময়ী আমাকে দয়া করুন, ভগ্নীপতি শশধর আমার সহায় হোন—সাবধান বিপ্রদাস। তোমাকে এবার আমি ধনে-প্রাণে বধ করবো।

বন্দনা। আপনি তাহলে শুনেছেন সব।

দ্বিজ। সব নয়, যৎকিঞ্চিৎ।

বন্দনা। যা জানেন আমাকে বলতে পারেন না দ্বিজুবাবু ? আমি সত্যি বড় ভয় পেয়েছি।

দ্বিজু। ভয় পাওয়া বৃথা। দাদার সঙ্কল্প টলবে না,—তাঁকে আমরা হারালাম। তবে একটা বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই যে, দাদা আজ সর্বস্বান্ত।

বন্দনা। মুখুয্যেমশাই সর্বস্বান্ত! কি করে এমন হলো দ্বিজুবাবু ?

দ্বিজু। খুব সহজেই এবং সে ঐ শশধরের ষড়যন্ত্রে। শশধর হচ্ছে দাদার বাল্যবন্ধু। কল্যাণীর সঙ্গে বিয়ে উনিই দিয়েছিলেন। আগে প্রকাশ ছিল

শশধর বড়লোক, কিন্তু পরে প্রকাশ পেলো শশধর নিঃস্ব।—সেই নিঃস্বতা থেকে বোনকে রক্ষা করতে গিয়ে দাদা দিলেন নিজের শেয়ারের সব টাকা ঢেলে, ব্যস গেল সব। শুধু নাবালকের সম্পত্তি বলে আমার অংশটি গেল বেঁচে। এইগুলোই আমার সেই নির্ভয়ে থাকবার দলীল। কিন্তু সে যাক, জিজ্ঞাসা করি আপনিও কি আমাদের আজই ফেলে চলে যাবেন?

বন্দনা। হ্যাঁ, আমি আজই যাব।

দ্বিজ। বেশ।

সতী ও বাসুর প্রবেশ

সতী। বন্দনা চললুম ভাই। ভারি সাধ ছিল এ-বাড়ীতে তুই পড়বি। তোর হাতে সংসারের ভার, বাসুর ভার সব তুলে দিয়ে মায়ের সঙ্গে কৈলাস দর্শনে যাবো। এ বাড়ীতে আমি যা পেয়েছিলাম জগতে কেউ তা পায় না। সবচেয়ে বেশী করে পেয়েছিলাম আমার শাশুড়ীকে। কিন্তু তাঁর সঙ্গেই বিচ্ছেদ ঘটলো সবচেয়ে বেশী। যাবার আগে প্রণাম করতে গেলাম, দোর বন্ধ। আর পেলাম না খুঁজে আমার অনুদিকে। সে আমার মায়েরও বড় বন্দনা। আমরা চলে গেলে বলিস ত বে, আমি রাগ করে গেছি। বাসু মাসীমাকে, কাকাকে প্রণাম করো বাবা।

বাসু। (প্রণাম করিয়া) আসি মাসীমা।

বন্দনা। (চুমু লইয়া) এস বাবা।

বাসু। আমরা যাচ্ছি কাকাবাবু। (প্রণাম করিল)

দ্বিজ। যা না, কে তোকে থাকতে বলেছে। হতভাগা নিমক্‌হারাম কোথাকার,—যা দূর হয়ে যা।

কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল

বন্দনা। তোমরা চল মেজদি, আমি যাচ্ছি।

সতী ও বাসুর প্রস্থান

দ্বিজ। জানো বন্দনা। এই বাসু—এই বাসুকে আমি মানুষ করেছি নিজের হাতে। মা ভাবেন বাসুকে বুঝি তিনি মানুষ করেছেন, কিন্তু হিসেব করলে দেখতে পাবেন ওর বয়েসের অর্দ্ধেক কাল কেটেছে ওঁর তীর্থবাসে। তখন কার কাছে থাকতো ও? আমার কাছে। টাইফয়েড জ্বরে কে জেগেছে দু'মাস? সে আমি। আজ যাবার সময় কে দিলে সাজিয়ে? সে আমি। ওর জামা-কাপড় থাকে আমার আলমারিতে, ওর বই-শ্লেট থাকে আমার

টেবিলে, ওর শোবার বিছানা আমার খাটে। আর সেই বাক্স কিনা—যাগগে —মরুক গে।

বন্দনার চোখে কাপড় দিয়া প্রস্থান

শশধরের প্রবেশ

শশধর। এঁরা সব গেলেন নাকি?

দ্বিজ। হ্যাঁ।

শশধর। কলকাতার বাড়ী গেলেন বলেই মনে হোল। অথচ কলকাতার বাড়ীটা ত শুনেছি তোমার।

দ্বিজ। কেন আমার বাড়ীতে দাদার প্রবেশ নিষেধ নাকি?

শশধর। না, আমি তা বলিনি। বরঞ্চ তিনিই যেন এই ভাবটা দেখিয়ে গেলেন। এ বাড়ী ছেড়েও ত তাঁর যাবার দরকার ছিল না, একটা মিটমাট করে নিলেই ত পারতেন।

দ্বিজ। মিটমাটের পথ যদি খোলা ছিল, আপনি করে নিলেন না কেন?

শশধর। আমি করে নেবো! আমাকে অপমান করলেন তিনি, আর মিটমাট করবো আমি! যুক্তি মন্দ নয়।

দ্বিজ। যুক্তি মন্দ দিইনি শশধরবাবু। মেয়েরা কথায় বলে পর্বতের আড়ালে থাকা। দাদা ছিলেন সেই পর্বত, আপনি ছিলেন তাঁর আড়ালে। এখন মুখোমুখি দাঁড়ালুম আমি আর আপনি। মান-অপমানের পালা সাঙ্গ হয়ে ত যায়নি,—মাত্র সুরু হলো।

শশধর। তার মানে?

দ্বিজ। মানে এই যে আমি আপনার বাল্যবন্ধু বিপ্রদাস নই, আমি দ্বিজদাস।

শশধর। তোমার কথার অর্থ কি, বেশ খুলে বলো দিকি?

দ্বিজ। দাদা ছিলেন দেবতা গোছের লোক, তাঁর কথা বাদ দিন। কিন্তু আমি নিতান্ত সাধারণ মানুষ, আপনার সঙ্গে বেশী প্রভেদ নেই। আমার ঠিক আপনার মতোই হিংসে আছে, ঘৃণা আছে, প্রতিশোধ নেবার শয়তানি বুদ্ধি আছে, সুতরাং দাদাকে ঠকিয়ে থাকলে আপনাকেও ঠকাবো, তাঁর নাম জাল করে থাকলে স্বচ্ছন্দে আপনাকে জেলে পাঠাবো, অন্ততঃ চেষ্টার ত্রুটি হবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না দুপক্ষই একেবারে পথের ভিখিরি হয়ে দাঁড়াই। বেশ তাই হোক।

শশধর। (উচ্চৈঃস্বরে) মা শুনছেন আপনার দ্বিজুর কথা? ওর যা মুখে আসে বলতে ওকে বারণ করে দিন।

দ্বিজ। মাকে নালিশ জানিয়ে লাভ নেই শশধরবাবু। উনি জানেন আমি বিপিন নই,—মাতৃবাক্য দ্বিজুর বেদবাক্য নয়।

শশধর। বেশ এখানে আর আমি জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করবো না।

দ্বিজ। কি করে কবেছিলেন এতক্ষণ এই ত আশ্চর্য্য শশধরবাবু।

দয়াময়ী ও কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) ছোড়দা শেষকালে তুমিই কি আমাদেব মারতে চাও? মায়ের পেটের ভাই তুমি, তুমিই করবে আমাদের সর্বনাশ?

দ্বিজ। তুই ভাবছিস চোখের জল ফেলে বার বার এড়ানো যায় সর্বনাশ? কোথাও বিচার হবে না, তোদেরই হবে বারংবাব জিৎ? দাদা নেই বটে, তবুও খেতে যখন পাবিনে, আসিস্ আমার কাছে তখন তোর কান্না শুনবো, এখন নয়।

দয়া। দ্বিজু তুই যা এখান থেকে। এমনি কবে গালিগালাজ করতে কি বিপিন তোকে শিখিয়ে দিয়ে গেল?

দ্বিজ। কে শিখিযে দিযে গেল বলছো? বিপিন?

দয়া। হ্যাঁ সে-ই। নিশ্চয় সে।

দ্বিজ। মা তোমাকে বলবার আমাব কিছু নেই, কিন্তু নিজেকে অনেক ছোট করেছো, আর ছোট কবো না। যাও—ভেতবে যাও।

শশধর। বেশ মা বেশ। আমাব যে এই অবস্থা হবে তা আমি আগেই জানতাম। বেশ আমি এই দণ্ডে এ-বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি। এস কল্যাণী, আর এ-বাড়ীতে একদণ্ড না—চলে এস।

শশধর ও কল্যাণীর দয়াময়ীকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান

দয়া। ওঃ, আর আমি পাবি না—আব আমি পারি না। দ্বিজু, আমি মা হয়ে তোকে আশীর্বাদ কবছি তুই মর্—তুই মর্—দ্বিজু তুই শীগ্‌গীব শীগ্‌গীর মর্।

প্রস্থান

বন্দনাব প্রবেশ

দ্বিজ। চললে বন্দনা?

বন্দনা। হ্যাঁ।

দ্বিজ। বিপদে পড়লে যদি ডাক দিই, আসবে তো তখন ?

বন্দনা। আসবো। ডাক যদি ঐকান্তিক হয়, বন্ধু তখন আপনি আসবে ঘরের দোর গোড়ায়। আসি।

দ্বিজ। এস।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলিকাতা—মিসেস ঘোষালের ড্রয়িং রুম—রায় সাহেব ও মিসেস ঘোষাল দুটি সোফায় বসিয়া আছেন

মিসেস। ছুটি বুঝি এক মাসের ?

রায়। হ্যা, কিন্তু তার মধ্যে ত পনেরো দিন কেটে গেল একটা জরুরী কাজ সারতে, বাকী আছে পনেরো দিন। এ দিন সাতেক আপনাদের এখানে থেকে তারপর রওনা দিতে হবে।

মিসেস। তা বন্দনাকে আবার সঙ্গে নিয়ে এলেন কেন ?

রায়। কি জানেন মিসেস ঘোষাল, বুড়ী আমার কাছে না থাকলে সব ফাকা ফাকা মনে হয়। মনে হয় আমি নিতান্ত একলা, যেন হারিয়ে গেছি। নইলে ওকে চিরদিন রাখতে পারবো না জানি। আজ হোক, কাল হোক বিয়ে ওর একদিন দিতেই হবে। তবু—

মিসেস। মিষ্টার রে, এটা আপনি লক্ষ্য করেছেন কিনা জানিনে, কিন্তু আমি অনেক দেখেছি বাপ মায়ের এক ছেলে কিম্বা এক মেয়ে এমনি একগুয়ে হয়ে ওঠে যে, তাদের সঙ্গে পেরে ওঠা যায় না।

রায়। এটা আপনি ঠিক বলেছেন, এই যেমন আমার বুড়ী। একবার না বললে হাঁ বলায় সাধ্য কার ? ওর ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি—

বন্দনার প্রবেশ

বন্দনা। তাই বুঝি তোমার অবাধ্য মেয়েকে ভালোবাসো না বাবা ?

রায়। তুমি আমার অবাধ্য মেয়ে ? কোনদিন না। কেউ বলতে পারে না।

বন্দনা। এইমাত্র যে তুমিই বললে বাবা।

রায়। আমি ? কখনো না।

বন্দনা। আচ্ছা ছেলেবেলার মতো এখন কেন ভালোবাসো না বাবা?

রায়। শুনলেন মিসেস ঘোষাল, বুড়ীর কথা?

বন্দনা। কেন তবে যখন তখন বলো আমার বিয়ে দিয়ে ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে ফেলতে চাও? আমি বুঝি তোমার চোখের বালি?

রায়। শুনছেন মিসেস ঘোষাল, মেয়েটার কথা?

মিসেস। সত্যি বন্দনা। মেয়ে বড় হলে বাপ মায়ের কি যে বিষম দুশ্চিন্তা, নিজের মেয়ে হলে একদিন বুঝবে।

বন্দনা। আমি বুঝতে চাইনে মাসীমা।

মিসেস। কিন্তু পিতার কর্তব্য রয়েছে যে মা। বাপ মা তো চিরজীবী নয়।

রায়। খুব সত্যি কথা মিসেস ঘোষাল।

বন্দনা। মাসীমা! কেন তুমি বাবাকে ভয় দেখাচ্ছো বল ত? বাবা এখনো অনেক অনেক দিন বাঁচবেন। তুমি মিথ্যে ভাবনা বাড়িয়ে দিও না বাবার।

রায়। না মা, তোমার মাসীমা ঠিক কথাই বলেছেন। সত্যিই তো আমার শরীর ভালো নয়, সত্যিই তো এ দেহকে বেশী বিশ্বাস করা চলে না। উনি আত্মীয়, সময় থাকতে উনি যদি সতর্ক না করেন কে করবে বলো ত?

মিসেস। না না, আমি সে কথা বলিনি। আপনার একশো বছর পরমায়ু হোক, আমরা সবাই প্রার্থনা করি, আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম—

রায়। না, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। সত্যিই স্বাস্থ্য আমার ভালো নয়।

মিসেস। মিষ্টার রে, একটা কথা ছিল যদি সময় না—

রায়। না না, সময় আছে বই কি। বলুন কি কথা।

মিসেস। আমি শুনেছি বন্দনার অমত নেই। অশোক অবশ্য অর্থশালী নয় সত্য, কিন্তু সুশিক্ষা ও চরিত্রবল আছে। আপনি যদি ওকে আপনার মেয়ের অযোগ্য বিবেচনা না করেন ত—

রায়। সে কি করে হতে পারে মিসেস ঘোষাল? অশোক আপনার ভাইপো, সম্পর্কে সেও তো বন্দনার মামাতো ভাই।

মিসেস। শুধু নামে, নইলে বহুদূরের সম্বন্ধ। এ বিবাহ নিষিদ্ধ হতে পারে না মিষ্টার রে।

রায়। অশোককে যতটুকু আমি নিজে দেখেছি এবং যতটুকু বন্দনার মুখে

শুনেছি তাতে অবশ্য—মেয়ের বিয়ে একদিন আমাকে দিতেই হবে, কিন্তু তার নিজের অভিমত তো জানা দরকার।

মিসেস। বন্দনা, লজ্জা করো না মা, বলো তোমার বাবাকে কি তোমার ইচ্ছে।

বন্দনা। আমার ইচ্ছেকে আমি বিসর্জন দিয়েছি মাসিমা।

রায়। এর মানে?

বন্দনা। মানে ঠিক আমি তোমাদের বুঝিয়ে বলতে পারব না—বাবা। কিন্তু তাই বলে ভেবো না, যেন আমি বাধা দিচ্ছি।

মিসেস। এ তোমার কি কথা বন্দনা? তুমি বড় হয়েছো, নিজের ভালো মন্দের দায়িত্ব তোমার নিজের, এমন চোখ বুজে ভাগ্যের খেলা ত তোমার সাজে না বন্দনা।

(বয় আসিয়া দুখানা চিঠি দিয়া গেল—চিঠি দেখিয়া) একখানা ত দেখছি অশোক লিখেছে তোমাকে, আর একখানা?

বন্দনাকে চিঠি দিল

বন্দনা। (চিঠি পড়িয়া) দ্বিজুবাবুর চিঠি বোম্বে থেকে redirected হয়ে এসেছে।

মিসেস। তা আসুক। কিন্তু আমার কথার জবাব পেলাম না।

বন্দনা। জবাব ত কিছু দেবার নেই মাসীমা। যাই তোমরা ঠিক কর না কেন আমি প্রতিবাদ করব না। ভাগ্যকে আমি প্রসন্ন মনে মেনে নেবো।

মিসেস। এমন উদাসীনের মতো কথা বললে তোমার বাবা মনস্থির করবেন কি করে?

বন্দনা। যেমন করে ওঁর দাদা করেছিলেন সতীদিদির সম্বন্ধে, যেমন করে ওর সকল পূর্বপুরুষরাই দিয়েছিলেন তাদের ছেলে-মেয়ের বিবাহ, আমার সম্বন্ধেও বাবা তেমনি করেই মনস্থির করুন।

মিসেস। তুমি নিজে কিছুই দেখবে না, কিছুই ভাববে না?

বন্দনা। ভাবাভাবি দেখাদেখি অনেক দেখলুম মাসীমা, আর না।

মিসেস। তাহলে অশোককে আসতে একটা টেলিগ্রাম করে দিই।

বন্দনা। দাও।

ঘর হইতে চলিয়া গেল

মিসেস। মিষ্টার রে, আপনার নাম করেই তবে টেলিগ্রামটা পাঠাই।

রায়। টেলিগ্রামটা আজ থাক মিসেস ঘোষাল।

মিসেস। থাকবে কেন মিষ্টার রে? বন্দনা তো সম্মতি দিয়ে গেল।

রায়। তা গেল। কিন্তু আমি বলি কি আজ থাক। দেখুন ওর বাপের ভাবনাটাই এতদিন ভেবেছি, কিন্তু ওর মা নেই, তার ভাবনাটাও তো আমাকে ভাবতে হবে। মুস্কিল হয়েছে এই যে, মেয়েটার কথা আজকাল বেশ ভালো করে বুঝতে পারিনে। বেশ দেখতে পাই বাংলা থেকে ও কি যেন একটা সঙ্গে করে এনেছে, ওর খাওয়া গেছে বদলে, কথা গেছে বদলে, ওর চলা-ফেরা পর্য্যন্ত মনে হয় যে আগেকার মতো নেই।

মিসেস। এসব নতুন ধাঁচা শিখে এসেছে ও মুখুয্যেদের বাড়ীতে। জানেন ত তাঁরা কি রকম গোঁড়া। একে বলে কুসংস্কার। ও পুজোটুজো করে নাকি?

রায়। জানিনে করে কিনা। হয়ত করে না। কুসংস্কার বলে আমারও মনে হয়েছে, নিষেধ করতেও গেছি, কিন্তু বুড়ী আগেকার মতো আর ত তর্ক করে না, শুধু চুপ করে চেয়ে থাকে। আমারও মুখ যায় বন্ধ হয়ে—কিছুই বলতে পারিনে। শুধু মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি মেয়েটাকে, এমন আগাগোড়া বদলে দিলে কিসে? সে হাসি নেই, আনন্দের চঞ্চলতা নেই, বর্ষাদিনের ফুটন্ত ফুলের মতো পাপড়িগুলি যেন জলে ভিজে। ঐ একটি মেয়ে, মা নেই, নিজের হাতে মানুষ করে এত বড়টি করেছি।

মিসেস। বাজে বাজে আমি অনেক দেখেছি মিষ্টার রে—দুদিন পরে আর কিছুই থাকে না। আজই অশোককে একটা তার করে দিই—সে এসে পড়ুক, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে

রায়। আজই দেবেন?

মিসেস। হ্যাঁ আজই। এবং আপনার নামেই।

রায়। যা ভালো হয়, করুন

মিসেস। যা করছি তাতে ভালোই হবে জানবেন।

প্রস্থান

চিঠি হাতে সাশ্রু-নয়নে বন্দনার প্রবেশ

রায়। বুড়ী! বুড়ি! বন্দনা! ওকি রে বন্দনা! কার চিঠি? অমন করছিস কেন?

বন্দনা। দ্বিজুবাবুর চিঠি।

রায়। দ্বিজু! দ্বিজদাস! কি লিখেছে চিঠিতে?

বন্দনা। মেজদি মারা গেছেন বাবা।

রায়। এঁ্যা! সতী! সতী নেই?

বন্দনা। জামাইবাবু বাসুকে নিয়ে বাড়ী এসেছেন তার শ্রাদ্ধ করতে। আবার আজ রাত্রেই বাড়ী ছেড়ে চলে যাবেন। বাবা!

রায়! মা!

বন্দনা। যাই আমি বলরামপুরে?

রায়। কেন? কি হবে সেখানে গিয়ে? সতীর শ্রাদ্ধ দেখতে যাবি?

বন্দনা। না বাবা। দ্বিজুবাবুর চিঠিটা পড, তাহলেই বুঝতে পারবে, আজ আমার সেখানে যাওয়া কতখানি দরকার।

রায়। তুমি পড় মা, তুমি পড়।

বন্দনা। (চিঠি দেখিয়া) সব শেষে দ্বিজুবাবু লিখেছেন—বাসুর পাশে বসে সমস্ত রাত ভেবেছি। কোথায় যে এর কুল কিছুতে খুঁজে পাইনি। মনে পড়লো তোমাকে। বলে গিয়েছিলে বন্ধুর যখন হবে সত্যিকার প্রয়োজন, তখন ভগবান আপনি পৌঁছে দেবেন তার দোর গোড়ায়। বলেছিলে এ কথা বিশ্বাস করতে। কে বন্ধু, কবে সে আসবে জানিনে, তবু বিশ্বাস করে আছি, আমার এই একান্ত প্রয়োজনে একদিন সে আসবেই আসবে।

দ্বিজদাস।

রায়। যাও মা—যাও মা তুমি আজই বলরামপুরে। আমি বুঝতে পেরেছি এ হচ্ছে বলরামপুরের মুখুয্যে পরিবারের বাস্তু দেবতার ডাক। এ ডাককে ত উপেক্ষা করা চলে না মা।

বন্দনা। কাজ শেষ হয়ে গেলেই ফিরে আসবো বাবা।

রায়। না মা, কাজ ত শেষ হবে না। কাজ আরম্ভ করবার জন্যেই যে আজ তোমার ডাক এসেছে মা। এই বাস্তু দেবতা তোমাকে শুদ্ধ করে, নির্মল করে, পবিত্র করে তাঁরই কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চললেন তাঁর সেবার অধিকার দিতে। তাই হোক মা, তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

বন্দনা। বাবা!

রায়। সেখানে গিয়ে তুই যাই কেন না করিস মা, মনে রাখিস আমার আশীর্বাদ রইল তোর পিছনে।

বন্দনা। সেখানে গিয়ে আমি যদি ভুল করি বাবা?

রায়। ভুল? না মা, তোর সে ভুল একদিন যে ফুল হয়ে ফুটে উঠবে মা। বুড়ো বাপের এই কথাটা মনে রাখিস। আমি বলছি মা, তুই সুখী হবি—সুখী হবি মা, সুখী হবি।

বন্দনা প্রণাম করিল

তৃতীয় দৃশ্য

বলরামপুর। রাত্রি—বিপ্রদাস একাকী বসিয়াছিল, দ্বিজদাস প্রবেশ করিল

বিপ্র। কে রে, দ্বিজু?

দ্বিজ। হ্যাঁ দাদা আমি।

বিপ্র। কিছু বলবি আমাকে?

দ্বিজ। হ্যাঁ আপনি কি আজই কলকাতায় যাবেন?

বিপ্র। কলকাতায় নারে! যাবো তীর্থ ভ্রমণে।

দ্বিজ। তার মানে সংসার ত্যাগ করলেন।

বিপ্র। তাই হবে বোধ হয়।

দ্বিজ। কিন্তু বাসু?

বিপ্র। সেও যাবে আমার সঙ্গে।

দ্বিজ। কোথায় রাখবেন ওকে?

বিপ্র। হিমালয়ের কাছে একটা আশ্রমের খোঁজ পেয়েছি। শুনেছি তারা ছোট ছেলেদের ভার নেয়।

দ্বিজ। তাদের হাতে তুলে দেবেন ওকে? আর আমি করলাম মানুষ।

বিপ্র। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই দ্বিজু। ঠিক ৯টায় আমরা বেরুবো, তুই প্রস্তুত থাকিস।

বিপ্রদাস বাহিরে গেল ও বাসু প্রবেশ করিল

দ্বিজ। (বাসুকে ধরিয়া) বাসু! আমাকে ছেড়ে চলে যাবি বাবা?

বাসু। বাবা যে যেতে বলছেন কাকাবাবু।

দ্বিজ। আজ তোর মা থাকলে কি এমন কথা তুই বলতে পারতিস?

বাসু। কিন্তু মা আমার নেই কাকাবাবু।

দ্বিজ। অমন কথা বলিসনি—ভয় নেই রে ভয় নেই, মা না থাক্, বাপ না থাক্, কিন্তু রইলাম আমি। সকলের সব দায়িত্ব মাথায় নিয়ে আমি ত রইলাম বেঁচে। কাঁদিসনি বাসু—কাঁদিসনি, লোকসানের দিক দিয়ে তুই যে বেশী হারালি, তা নয়। কিন্তু আমার ক্ষতির মাত্রা তোকেও ছাপিয়ে গেল। তবু তোকে বোঝাবার লোক পাবি, কিন্তু আমি পাব না। শুধু একটি আশা বন্ধু যদি আসে। চল্ বাবা, রাত ৯টায় আবার তোকে যেতে হবে।

বাসুকে লইয়া দ্বিজদাসের প্রস্থান। বন্দনা ও দত্ত মশায়ের প্রবেশ

বন্দনা। মা ঢাকা থেকে আজও বাড়ী এসে পৌছননি দত্ত মশাই?

দত্ত। না দিদি।

বন্দনা। মৈত্রেয়ী?

দত্ত। না, তাঁকে ত কেউ আনতে যাযনি।

বন্দনা। ওঃ।

দত্ত। এবাব আমি আসি দিদি ?

বন্দনা। আসুন।

দত্ত মশাইযেব প্রস্থান ও দ্বিজদাসেব প্রবেশ

দ্বিজ। বন্ধু তাহলে আপনি এলো আমাব ঘবেব দোব গোডায।

বন্দনা। হ্যাঁ এলোই তো।

দ্বিজ। শুযে শুযে তোমাকেই ধ্যান কবছিলাম, আর মনে মনে বলছিলাম বন্দনা, দুঃখেব সীমা নেই আমাব। দেহে নেই বল, মনে নেই ভবসা, বোধ কবি ঠেলতে আব পাববো না, নৌকো মাঝখানেই ডুবলো। ওপাবে পৌছনো আব ঘ'টে উঠলো না।

বন্দনা। ঘটতেই হবে। তোমাকে ছুটি দিযে এইবাব নৌকো বাইবাব ভাব নেবো আমি।

দ্বিজ। তাই নাও। (বন্দনা দ্বিজদাসকে প্রণাম কবিল)

বন্দনা। (উঠিযা) একি তুমি কাঁদছো ? তোমাব চোখেও জল আসে এ আমি জানতাম না।

দ্বিজ। না আমি কাঁদিনি। কাঁদতে যাব কিসেব জন্যে ? শোন, দাদাব যাবার সময হযেছে, আমি এ-বাডী থেকে সবলাম।

বন্দনা। সে কি ! তুমি ষ্টেশনে যাবে না ?

দ্বিজ। পাগল নাকি ! আমি যাবো দাদাকে বিদায দিতে ? দত্ত মশাই যাবেন। যদি খোঁজেন ত ব'লো বিশেষ একটা কাজে বেবিযে গেছি।

দ্বিজদাসেব প্রস্থান ও বিপ্রদাসেব প্রবেশ

বিপ্র। বন্দনা এসেছ শুনলাম ?

বন্দনা। হ্যাঁ বডদা এলাম। (প্রণাম কবিল)

বিপ্র। পথে কোন কষ্ট হযনি ?

বন্দনা। না।

বিপ্র। বাবা ভালো আছেন ?

বন্দনা। হ্যাঁ।

বিপ্র। এসেছো যখন, আব যেন চলে যেও না।

বন্দনা। না যাবো না। সেদিন এসেছিলাম পবেব মতো, মাথায কোন ভাব ছিল না। কিন্তু আজ এসেছি এ-বাডীব ছোট বউ হযে। এই দেখুন এ

বাড়ীর সব আলমারী সিন্দুকের চাবি। আপনি তুলে নিয়ে আঁচলে বেঁধেছি।

বিপ্র। বড় সুখী হলাম বন্দনা। আজ যাকে তুমি পেলে বন্দনা, তার চেয়ে দুর্লভ বস্তু আর নেই। এ কথাটা আমার চিরদিন মনে রেখো।

বন্দনা। কি করে এ অঘটন ঘটল বড়দা?

বিপ্র। কার? সতীর কথা বলছো? কলকাতাতেই শরীর খারাপ হ'ল, বোধ হয় মনে মনে খুবই ভাবতো। নিয়ে গেলাম পশ্চিমে, কিন্তু সুবিধা কোথাও হোল না। শেষে হরিদ্বারে পড়লেন জ্বরে, নিয়ে চলে এলাম কাশীতে। সেখানেই—

বন্দনা। চিকিৎসা হয়েছিল বড়দা?

বিপ্র। যথাসম্ভব হয়েছিল।

বন্দনা। তিনি কাউকে কিছু বলে যাননি?

বিপ্র। হ্যাঁ, মৃত্যুর ঘণ্টা-দশেক পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চেতনা ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, সতী মাকে কিছু বলবে? বললে, না। আমাকে? না। দ্বিজুকে? বললে তাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও, বলো সব রইলো। আর বন্দনা যদি কখনো আসে, তাকেও বলো ঐ কথা, সব রইল। ৯টা বাজতে তো আর দেরী নেই।

বন্দনা। জানি, আটকে আপনাকে রাখবো না। শুধু একটা কথা—

বিপ্র। বলো।

বন্দনা। একদিন অসুখে আপনার সেবা করেছিলাম, আপনি পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেদিন নিইনি। মনে পড়ে সে-কথা?

বিপ্র। পড়ে।

বন্দনা। আজ সেই পুরস্কার চাই। বাসুকে আমি নিলাম।

বিপ্র। নাও।

বন্দনা। তাকে শেখাবো আমাকে মা বলে ডাকতে।

বিপ্র। তাই করো। ওর মা এবং বাপ দুজনকেই আজ রেখে গেলাম তোমার মধ্যে। আর রেখে গেলাম এই মুখুয্যে বাড়ীর বৃহৎ মর্য্যাদাকে তোমার হাতে। দ্বিজুকে দেখছিনে কেন?

বন্দনা। তিনি বাড়ী নেই। কি একটা কাজে—

বিপ্র। তার মানে পালিয়েছে। ওটা শুধু মুখেই গোঁয়ার, নইলে ভেতরে ভীষণ ভীতু। (বাহিরে ৯টার ঘণ্টা বাজিল) ঐ ৯টা বাজছে। বাসু রইলো, আর রইলো দ্বিজু। ওদের দেখো। আমি যাই।

বন্দনা নত হইয়া প্রণাম করিল

যবনিকা

বামুনের মেয়ে

নাট্যরূপ : শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পল্লীগ্রাম। অপরাহ্ণ। প্রিয় মুখুয্যের বাড়ির দরদালান। দরদালান-সংলগ্ন দুখানি ঘর এবং তাহার সম্মুখে উঠান। উঠানের এক কোণে খিড়কির দ্বার, অন্য কোণে সদর দরজা। খিড়কির সম্মুখ দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথ চলিয়া গিয়াছে। সেই পথ দিয়া রাসমণি তাঁহার ন-দশ বছরের নাতনী খেঁদিকে সঙ্গে করিয়া হন্তদন্তভাবে আসিয়া খিড়কির দ্বারে দাঁড়াইয়া চেঁচাইতে লাগিলেন—

রাসমণি। সন্ধ্যা, ও সন্ধ্যা, ঘরে আছিস্ গা ?

একটি ঘর হইতে এক অতিসুশ্রী তরুণী বাহির হইয়া আসিয়া কহিল—

সন্ধ্যা। ওমা, দিদিমা যে! তা দরজায় দাঁড়িয়ে কেন, এস এস।

রাসমণি খেঁদি সহ উঠানে আসিয়া তীব্রভাবে কহিলেন—

রাসমণি। হ্যাঁরে সন্ধ্যা, তোর বাপের আক্কেলটা কি রকম বাছা? তোর দাদামশাই রামতনু বাঁড়ুয্যে—একটা ডাক-সাইটে কুলীন, তার ভিটে-বাড়িতে আজ প্রজা বসল কিনা বাগদী-দুলে। কি ঘেন্নার কথা মা! (গালে একটা হাত দিলেন) তোর মাকে একবার ডাক্। জগো এর কি বিহিত করে করুক, নইলে চাটুয্যেদাদাকে গিয়ে আমি নিজে জানিয়ে আসব। সে তো একটা জমিদার। একটা নামজাদা বড়লোক। সে কি বলে একবার শুনি।

সন্ধ্যা। (আশ্চর্য হইয়া) কি হয়েছে দিদিমা?

রাসমণি। ডাক্ না তোর মাকে। তাকে বলে যাচ্ছি কি হয়েছে!

খেঁদিকে দেখাইয়া

ওই যে দুলে-ছুঁড়ি মঙ্গলবারের বার-বেলায় বাছাকে আমার আঁচল ঘুরিয়ে ছুঁয়ে দিয়ে নাওয়ালে—

খেঁদি। না সন্ধ্যাদিদি, ও আমাকে ছোঁয়নি, ও তো—

রাসমণি। তুই থাম্ পোড়ারমুখী। আমি নিজে দেখলুম যেন দুলে-ছুঁড়ির আঁচলের ডগাটা তোর গায়ে ঠেকে গেল। আর তুই বলছিস কিনা 'ছোঁয়নি'! যা—এই পড়ন্ত বেলায় পুকুরে ডুব দিয়ে মরগে যা। দিয়ে তবে বাড়ি ঢুকবি।

সন্ধ্যা। (হাসিয়া) জোর করে নাওয়ালে ও আর কি করবে দিদিমা।

রাসমণি। (জ্বলিয়া উঠিয়া) জোর করি, না করি, সে আমি বুঝব, কিন্তু তোর বাপের ব্যাভারটা কি রকম? কোন্ ভদ্দর লোকটা ভিটে-বাড়িতে ছোটজাত ঢোকায় শুনি? লোকে কথায় বলে, দুলে! সেই দুলে এনে বামুন-পাড়ায় ঢুকিয়েচে। ছুঁড়িটার মুখেই তো শুনলুম, ওর বাবা মরে যেতেই ওর দাদামশাই ওকে আর ওর মাকে তাড়িয়ে দিয়েচে। তোর বাবার এত দয়ার প্রাণ যে ওদের ডেকে এনে নিজের গইলের ধারে থাকতে দিয়েচে। একেই বলে, ঘর জামাইয়ের উৎপাত গো, ঘর-জামাইয়ের উৎপাত।

সন্ধ্যা। বাবা তো আর পরের ভিটেয় ছোটজাত ঢোকাতে যাননি দিদিমা। ভাল বুঝেছেন নিজের জায়গায় আশ্রয় দিয়েছেন, তাতে তোমারই বা এত গায়ের জ্বালা কেন?

রাসমণি। আমার গায়ের জ্বালা কেন? কেন জ্বালা দেখবি তবে। যাব একবার চাটুয্যেদাদার কাছে? গিয়ে বলব?

সন্ধ্যা। তা বেশ তো, গিয়ে বল গে না। বাবা তো তাঁর জায়গায় দুলে বসান নি যে, তিনি বড়লোক বলে বাবার মাথাটা কেটে নেবেন।

রাসমণি। বটে। যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা। ওলো, সে আর কেউ নয়—গোলক চাটুয্যে। তোর বাপ বুঝি এখনো তাকে চেনে নি? আচ্ছা—

ভিতরের ঘর হইতে শশব্যস্তে জগদ্ধাত্রীর প্রবেশ। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রাসমণি আরও চিৎকার করিয়া উঠিলেন

রাসমণি। শোন্ জগো, তোর বিদ্যেধরী মেয়ের আস্পর্ধার কথাটা একবার শোন! লেখাপড়া শেখাচ্চিস কিনা! বলে, বলিস্ তোর গোলক চাটুয্যেকে বাবার মাথাটা যেন কেটে নেয়। বলে, বেশ করেচি নিজের জায়গায় হাড়ী-দুলে বসিয়েছি—কারো বাপ-ঠাকুরদার জায়গায় বসায় নি—অমন ঢের বড়লোক দেখেচি, যে যা পারে তা করুক। শোন, তোর মেয়ের কথাগুলো একবার শোন্।

জগদ্ধাত্রী। (বিস্মিত ও কুপিতভাবে) বলেছিস্ এইসব কথা?

সন্ধ্যা। (মাথা নাড়িয়া) না, আমি এমন করে বলিনি।

রাসমণি সন্ধ্যার মুখের উপর হাত নাড়িয়া গর্জন করিয়া উঠিলেন

রাসমণি। বল্লি নে?

পরক্ষণেই কণ্ঠস্বর খুব কোমল করিয়া জগদ্ধাত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন

মা, ভাল কথাই বলেছিলুম। এই মঙ্গলবারের বার-বেলায় মেয়েটার গায়ে

ফুলে ছুঁড়ির আঁচল লেগে গেল, এই যে অ-বেলায় মেয়েটার নাইতে হবে—তা তোমার বাবা যদি এদের ফুলে-পাড়া থেকে তুলে এনে বসিয়েই থাকে তো দিদি, ওদের একটু হুঁস হয়ে চলাফেরা করতে বলিস। নইলে চাটুয্যেদাদা, বুড়ো মানুষ, এই পথেই তো আসা-যাওয়া করে—ছোঁয়াছুঁয়ি করলে আবার রেগে-টেগে উঠবে—মা এই। এতেই তোমার মেয়ে আমায় মারতে যা বাকি রেখেচে। বলে, যা যা, তোর চাটুয্যেদাদাকে ডেকে আন গে। তার মত বড়লোক আমি ঢের দেখেচি। তার বাপের জায়গায় যখন হাড়ী দুলে প্রজা বসাব, তখন যেন সে শাসন করতে আসে। আচ্ছা, তুমিই বলো দিকি মা, এইগুলো কি মেয়ের কথা?

জগদ্ধাত্রী। (অগ্নিমূর্তি হইয়া) বলেছিস এইসব?

সন্ধ্যা। (দৃঢ়ভাবে) না।

জগদ্ধাত্রী। বলিসনি, তবে কি মাসি মিছে কথা কইচে?

রাসমণি। বল্ মা, তাই একবার তোর মেয়েকে বল্।

সন্ধ্যা। জানিনে মা কার কথা মিছে। কিন্তু তোমার আপনার মেয়ের চেয়ে এই পাতানো মাসিকেই যদি বেশি চিনে থাকো তো না হয় তাই।

সন্ধ্যার দ্রুতপদে ভিতরে প্রস্থান

রাসমণি। দেখলি তো জগো, তোর মেয়ের তেজ। শুনলি তো কথা! বলে পাতানো মাসি! কুলিনের ঘরের মেয়ে, তাই। নইলে, বিয়ে হলে এ বয়সে যে পাঁচ-ছ ছেলের মা হতে পারত। পাতানো মাসি— শুনলি তো!

জগদ্ধাত্রী। (রাসমণির হাত দুটা ধরিয়া) তুমি কিছু মনে ক'রো না মাসি—

রাসমণি। তুই কি জগো ক্ষেপেচিস, আমি ওর কথায় রাগ করব! কিন্তু একটা কথা কানে গেল। অমত চক্কোত্তির ছেলেটাকে নাকি তোরা আজও বাড়িতে ঢুকতে দিস। আমি বাপু এ কথা বিশ্বাস করতে পারিনি। তাই পুলিনের মায়ের সঙ্গে এ নিয়ে আমার ঝগড়াই হয়ে গেল। বললুম, সে মেয়ে জগদ্ধাত্রী—আর কেউ নয়। হরিহর বাঁড়ুয্যে মশায়ের নাতনি, রামতনু বাঁড়ুয্যের কন্যা! যারা শূদ্দুর বলে কায়েতের বাড়িতে পর্যন্ত পা ধোয় না! তারা দেবে ঐ ম্লেচ্ছ ছোঁড়াটাকে উঠোন মাড়াতে! তোরা বলচিস কি?

জগদ্ধাত্রী। (শুষ্ক হাসি হাসিয়া) কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ মাসি, তবে কি জানো মা, ছেলেবেলা থেকেই ওর আসা-যাওয়া আছে, আমাকে খুড়িমা বলতে অজ্ঞান, তাই, কালে-ভদ্রে কখনো আসে তো মুখ ফুটে বলতে পারিনে,

অরুণ, তুমি আর আমার বাড়ির মধ্যে ঢুকো না। মা-বাপ নেই, বাছাকে দেখলেই কেমন যেন মায়া হয়।

রাসমণি। (ক্রুদ্ধস্বরে) অমন মায়ার মুখে আগুন! ওই একগুঁয়ে ছোঁড়াটাকে কি তোরা সোজা বজ্জাত ঠাওরাস? অমন নচ্ছার গাঁয়ের মধ্যে আর দুটি নেই তোকে বলে দিলুম। চাটুয্যেদাদা, একটা জমিদার মানুষ— তিনি নিজে ছোঁড়াটাকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন, অরুণ জলপানির লোভ দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ব'সো গে যাও। বিলেত যেয়ো না। কিন্তু কথাটা কি ছোঁড়া শুনলে? উল্টে ছোড়া নাকি বিলেত যাবার সময় ঠাট্টা করে বলেছিল, বিলেত গিয়ে জাত যায় আমার সেও ভাল, কিন্তু গোলক চাটুয্যের মত বিলেতে পাঁটা-ভেড়া চালান দিয়ে টাকা করতেও চাইনে, সমাজের মাথায় চড়ে লোকের জাত মেরে বেড়াতেও পারব না। উঃ—আমি যদি সেখানে থাকতুম জগো, ঝেঁটিয়ে ছোঁড়ার মুখ সোজা করে দিতুম। যে গোলক চাটুয্যে ভাত খেয়ে গোবর দিয়ে মুখ ধোয়, তাকে কিনা—

জগদ্ধাত্রী। কিন্তু অরুণ তো কখনো কারও নিন্দে করে না মাসি?

রাসমণি। তবে বুঝি আমি মিছে কথা কইচি? চাটুয্যেদাদা বুঝি তবে—

জগদ্ধাত্রী। না না, তিনি বলবেন কেন? তবে লোকে নাকি অনেক কথা বানিয়ে বলে—

রাসমণি। তোর এক কথা জগো। লোকের তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই তাই গেছে বানিয়ে বলতে। আচ্ছা, তাই বা বিলেত গিয়ে কোন্ দিগ্‌গজ হয়ে এলি? শিখে এলি চাষাব বিদ্যে। শুনে হেসে বাঁচি নে! চক্কোত্তিই হ আর যাই হ, বামুনের ছেলে ত বটে! দেশে কি চাষী ছিল না? এখন তুই কি যাবি হাল-গরু নিয়ে মাঠে মাঠে লাঙল দিতে! মরণ আর কি!

জগদ্ধাত্রী। কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেন মাসি, একটু ভিতরে গিয়ে বসবে চল না?

রাসমণি। না মা, বেলা গেল, আর বসব না। মেয়েটাকেও আবার নাইয়ে-ধুইয়ে ঘরে তুলতে হবে। কিন্তু জগো, পাড়ার ভেতর আর হাড়ী-দুলে ঢোকাস্‌নি। জামাইকে বলিস।

জগদ্ধাত্রী। বলব বই কি মাসি, আমি কালই ওদের দূর করে দেব। আর থাকলে তো আমাদেরই পুকুর-ঘাট সরবে, ওদের জল মাড়ামাড়ি করে আমাদেরই তো হাঁটতে হবে।

রাসমণি। তবে, তাই বল্‌না মা। তাহলে কি আর জাত-জন্ম থাকবে? আমি তো সেই কথাই বলেছিলুম, কিন্তু আজকালকার মেয়েছেলেরা নাকি কিছু মানতে চায়? তাই তো চাটুয্যেদাদা সেদিন শুনে অবাক হয়ে বললেন, বাস্থ, আমাদের জগদ্ধাত্রীর মেয়েটাকে নাকি তার বাপ লেখাপড়া শেখাচ্চে? তারা করচে কি! মানা করে দে—মানা করে দে—মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলে যে একেবারে গোল্লায় যাবে।

জগদ্ধাত্রী। (ভীত হইয়া) চাটুয্যেমামা বুঝি বলছিলেন?

রাসমণি। বলবে না? সে হ'ল সমাজের মাথা, গাঁয়ের একটা জমিদার। তার কানে আর কোন্ কথাটা না ওঠে বল্। এই তো আমারও—ধর্ না কেন, বুড়ো হতে চললুম, লেখাপড়ার তো ধার ধারিনে, কিন্তু কোন্ শাস্তরটি না জানি বল্?

জগদ্ধাত্রী। তা যা বলেছ মাসি।

রাসমণি। ভাল কথা, হ্যাঁ জগো, অমন পাত্তরটি হাতছাড়া করলি কেন বল্ দেখি?

জগদ্ধাত্রী। না, হাতছাড়া ঠিক নয়, তবে কিনা ঘরবাড়ি কিছু নেই, বয়েস হয়েছে—তোমার জামায়ের মত হয় না বাছা।

রাসমণি। শোনো কথা একবার! বলি, তার ঘর নেই, তোর তো আছে। তোর আর ছেলেও নেই, মেয়েও নেই যে তার জন্যে ভাবনা। এক মেয়ে, সেই মেয়ে-জামাই নিয়ে ঘর করতিস, সে কি মন্দ হ'তো বাছা?

জগদ্ধাত্রী। কিন্তু বয়সটা যে বেশি হয়েছে।

রাসমণি। অবাক করলি জগো! কুলীনের ছেলের চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর বয়স কি আবার একটা বয়স? রসিকপুরের জয়রাম মুখুয্যের দৌউত্তুর! তার আবার বয়সের খোঁজ কে করে, জগো? তা ছাড়া মেয়ের বয়সের দিকেও একবার তাকা দিকিনি। আরও গড়িমসি করবি তো বিয়ে দিবি কবে?

জগদ্ধাত্রী। আমিও তাই বলি মাসি, কিন্তু মেয়ের বাপ যে একেবারে—

রাসমণি। মেয়ের বাপ বলবে না কেন? আহা! তাঁর নিজেরই যেন কত ঘরবাড়ি জমিদারি ছিল! হাসালি বাপু তোরা। কথা শোন্ জগো, এখানেই মেয়ের বিয়ের ঠিক কর্। শেষে কি তোর ছোট পিসির মতো চিরটা কাল থুবড়ো থাকবে? আর তোরই কি সময়ে বিয়ে হ'তো বাছা, যদি না তোর বাপ-মা কাশীতে গিয়ে পড়তো? বেয়ান কাশীবাসিনী, কামড়-কোমড় নেই,

জামাই ইস্কুলে পড়ছে—ঘর-বর যাই মিলে গেল, অমনি ধাঁ করে তোদের দুহাত এক ক'রে দিয়ে মেয়ে-জামাই নিয়ে দেশের লোক দেশে ফিরে এল। ভাঙচির ভয়ে বিয়ের আগে কাউকে খবরটুকু পর্যন্ত দিলে না! তা ভালই করেছিল, নইলে বিয়ে হ'তই কি না তাই বা কে জানে। তুইও কথা শোন্ জগো, মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেল্।

জগদ্ধাত্রী। তাই তোমার জামাই এলে বলি।

রাসমণি। আমি এখন যাই জগো, অনেক দেরি হয়ে গেল। মেয়েকে একটু সাবধানে রাখিস, ঐ অরুণ ছেলেটার সঙ্গে যেন মেলামেশা করতে না পারে। কথাটা একবার ঢিঢি হয়ে গেলে তখন পাত্তর পাওয়া ভার হবে বাছা, তা বলে রাখচি।

জগদ্ধাত্রী। ওলো খেঁদি, তুই একটু দাঁড়া দিকি বাছা। ক্ষেত থেকে কাল একঝুড়ি মুক্তকেশী বেগুন, আর একটা কচি নাউ এসেছিল, তার গোটা-কতক আর নাউয়ের এক ফালি সঙ্গে নিয়ে যা দিকি মা—আমি চট্ করে এনে দি।

প্রস্থান

রাসমণি। ওলো খেঁদি, মুখপোড়া মেয়ে, ঠুঁটোর মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন, ভেতরে গিয়ে নিয়ে আয় না। আমি ততক্ষণ একটু এগোই।

রাসমণির প্রস্থান ও খেঁদির ভিতরে গমন

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রিয় মুখুয্যের বাড়ির দরদালান। (দৃশ্যপট পূর্ববৎ)। দুপুর। সন্ধ্যা দালানে মাদুরের উপর বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে একটা সার্ট সেলাই করিতেছিল। পাশে তাহার ছুঁচ-সুতো রাখিবার একটা সাবানের বাক্স ও একখানা হাতপাখা রাখা আছে। জগদ্ধাত্রী আহ্নিক সারিয়া ভিতর হইতে আসিয়া একটা পিতলের ছোট কলসি হাতে লইয়া ক্ষণকাল সন্ধ্যার মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—

জগদ্ধাত্রী। সেলাই করা কি শেষ হবে না সন্ধ্যে, বেলা যে দুপুর বেজে গেছে—নাওয়া-খাওয়া করবি নে? পরশু সবে পথ্যি করেছিস, আবার যে পিত্তি পড়ে অসুখ হবে।

সন্ধ্যা দাঁত দিয়া বাড়তি সুতাটা কাটিয়া ফেলিয়া বলিল—

সন্ধ্যা। বাবা যে এখনো আসেন নি মা।

জগদ্ধাত্রী। তা জানি। কেবল বিনি পয়সায় চিকিচ্ছে সারতে কত বেলা হবে সেইটে জানি নে। আর বেশ তো, আমি তো আছি, তোর উপোস করে থাকবার দরকার কি ?

সন্ধ্যা। এই উঠছি মা। বাবার জামার বোতামগুলো সব ছিঁড়ে গেছল, তাই সেগুলো পরিয়ে দিচ্চি।

জগদ্ধাত্রী। কি বাপ-সোহাগীই হয়েছিস সন্ধ্যে, যেন পৃথিবীতে ও আর কারো নেই। কোথায় একটা বেতাম নেই, কোথায় কাপড়ের কোনে একটু খোঁচা লেগেছে, কোন্ পিরাণটায় একটু দাগ লেগেছে—এই নিয়েই দিবারাত্তির আছিস, এ ছাড়া সংসারে আর যেন কোন কাজ নেই তোর।

সন্ধ্যা। (মুখ তুলিয়া একটু হাসিয়া) বাবার যে কিছু নজরে পড়ে না মা।

জগদ্ধাত্রী। পড়বে কি করে, বিনি-পয়সার ডাক্তারিতে সময় পেলে তো ? বলি, দুলে মাগীরা গেল ?

সন্ধ্যা। যাবে বই কি মা।

জগদ্ধাত্রী। কিন্তু সে কবে ? ছোঁয়া-ন্যাপা করে করে জাত-জন্ম ঘুচে গেলে—তার পরে ? আবার যে বড় ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিস ? উঠবি নে বুঝি ?

সন্ধ্যা। তুমি যাওনা মা, আমি এখুনি যাচ্চি।

জগদ্ধাত্রী। এই অসুখ শরীরে যা ইচ্ছে তুমি কর গে মা—তোমাদের দুজনের সঙ্গে বকতে বকতে আমার মাথা গরম হয়ে গেল। সংসারে আর আমার দরকার নেই—এইবার আমি শাশুড়ীর কাছে গিয়ে কাশীবাস করব—তা কিন্তু তোমাদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্চি।

কলসি-হাতে দ্রুতপদে খিড়কির দ্বার দিয়া প্রস্থান।

জগদ্ধাত্রীর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধ্যা সাবানের বাক্সে ছুঁচ-সুতা গুছাইয়া রাখিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে, এমনি সময়ে তাহার বাবা প্রিয় মুখুয্যে, হাতে একটা ছোট হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স, বগলে চাপা একখানা ডাক্তারি বই লইয়া হন্তদন্তভাবে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—

প্রিয়। সন্ধ্যে ওঠ্ তো মা, চট্ করে আমার বড় ওষুধের বাক্সটা একবার——কি যে করি কিছুই ভেবে পাই নে—এমনি মুস্কিলের মধ্যে—

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পিতার হাতের বাক্স ও বইখানা লইয়া মাদুরের উপর রাখিয়া দিয়া, তাঁহার একটা হাত ধরিয়া মাদুরের উপর বসাইয়া দিয়া পাখার বাতাস করিতে করিতে বলিল—

সন্ধ্যা। আজ কেন তোমার এত দেরি হ'ল বাবা ?

প্রিয়। দেবি! আমাব কি নাবাব-খাবাব ফুরসৎ আছে তোরা ভাবিস? যে রুগীটির কাছে না যাব, তাবই অভিমান। প্রিয় মুখুয্যের হাতেব একফোঁটা ওষুধ না পেলে যেন আর বাঁচবে না। ভয় যে নেহাৎ মিথ্যে তা যদিও বলতে পারি নে, কিন্তু প্রিয় মুখুয্যে তো একটাই—দুটো তো নয়। তাদেব বলি—এই নন্দ মিত্তির লোকটা যা হোক একটু প্র্যাকটিস তো করচে—দু-একটা ওষুধও যে না জানে তা নয—কিন্তু তা হবে না, মুখুয্যেমশাইকে নইলে চলবে না। আর তাদের বা কি বলি। একটা ওষুধেব সিম্‌টম যদি মুখস্থ করবে। আবে এত সহজ বিদ্যে নয়—এত সহজ নয। তাহলে সবাই ডাক্তাব হ'তো। সবাই প্রিয় মুখুয্যে হ'তো।

সন্ধ্যা। বাবা, জামাটা ছেড়ে ফেলো না—

প্রিয়। ছাডচি মা। (জামা ছাডিতে ছাডিতে) এই আজই—ধাঁ করে যে পল্‌সেটিলা দিযা ফেললি, প্র্যাকটিস ত কচ্চিস, কিন্তু বল্ দিকি তাব অ্যাক্‌শন? দেখি আমাব মত কেমন তুই কণ্ঠস্থ বলে যেতে পাবিস। সন্ধ্যে, ধব দিকি মা বইখানা, এক পল্‌সেটিলাটা—

সন্ধ্যা। তোমাব আবাব বই কি হবে বাবা। আজ খাওযা দাওয়াব পবে ওই ওষুধটাই তোমাব কাছে পডে নেব। দেবে পডিযে বাবা?

প্রিয়। দেব বই কি মা—দেব বই কি। নক্সেব সঙ্গে তফাৎটা হচ্চে আসলে—ওই বইখানা একবাব—

সন্ধ্যা। এখন থাক বাবা। বড্ড বেলা হয়ে গেছে—মা আবাব বাগ করবেন।

প্রিয়। একবাব দেখে নিয়ে—

সন্ধ্যা। আচ্ছা বাবা, আজ কাকে কাকে দেখলে?—পঞ্চা জেলের ঠাকুর্দাদা—

প্রিয়। সে বুড়ো? ব্যাটা মরবে, মরবে, তুই দেখে নিস সন্ধ্যে। আব ঐ পরাণে চাটুয্যে—ঐ হারামজাদাব নামে আমি কেস কবে তবে ছাডব। যে রুগীটি পাব, অমনি তাকে গিয়ে ভাঙচি দিয়ে আসবে। একদিনের বেশি যে কেউ আমাব ওষুধ খেতে চায না সে কেন? সে কেবল ঐ নচ্ছাব বোম্বেটে পাজী উল্লুকের জন্যে! কি কবেছে জানিস? পঞ্চাব ঠাকুদাকে যেই একটি রেমিডি সিলেক্ট করে দিয়ে এসেছি অমনি ব্যাটা পিছনে পিছনে গিয়ে বলেছে, কই দেখি কি দিলে?

সন্ধ্যা। (ক্রুদ্ধস্বরে) তাব পরে?

প্রিয়। ব্যাটা বজ্জাত, ঢক্ ঢক্ ক'রে সমস্ত শিশিটা খেয়ে ফেলে বলেছে. ছাই ওষুধ! এই তো সমস্ত খেয়ে ফেললুম। কৈ আমার ওষুধ সে খাক তো দেখি! এই বলে না একশিশি কাষ্টর অয়েল দিয়ে এসেচে। তারা বলে—ঠাকুব, তোমার ওষুধ সে এক চুমুকে খেয়ে ফেললে, তার ওষুধ তুমি খেতে পার তো তোমার ওষুধ আমরা খাব, নইলে না।

সন্ধ্যা। (ব্যাকুলভাবে) সে তো তুমি খাওনি বাবা?

প্রিয়। না—তা কি আর খাই। কিন্তু এতটা বেলা পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ালুম একটা রুগী জোগাড় করতে পারলুম না! পরাণেব নামে আমি নিশ্চয় কেস করব, তোকে বললুম সন্ধ্যে।

সন্ধ্যা। (সজলকণ্ঠে) কেন বাবা তুমি পরের জন্যে রোদে রোদে ঘুরে বেডাবে, এই বাড়িতেই যে কতজন তোমার ওষুধের জন্য এসে ফিরে গেল।

প্রিয়। ফিরে গেল? কে—কে? কারা—কারা? কতক্ষণ গেল? কোন্ পথে গেল? নাম-ধাম জেনে নিয়েচিস তো?

সন্ধ্যা। নাম-ধামে আমাদেব কি দরকার বাবা, তারা আপনিই আবার আসবে'খন।

প্রিয়। আঃ, তোদের জ্বালায আর পারি নে বাপু। নামটা জিজ্ঞেস করতে কি হয়েছিল? এখুনি তো একবার ঘুরে আসতে পারতুম। দেরিতে কঠিন দাঁড়াতে পারে—কিছুই বলা যায় না—এখন একটি ফোঁটায় যে সারিয়ে দিতুম। হাঁ রে, কখন আসবে ব'লে গেল?

সন্ধ্যা। বিকেল বেলায় হয়তো—

প্রিয়। হয়তো! দেখ্ দিকি কি রকম অন্যায়টাই হয়ে গেল! ধর্, যদি কোন গতিকে নাই আসতে পারে? ওরে—ও সন্ধ্যে, বিপ্‌নের কাছে গিয়ে পডল না তো? পরাণে হারামজাদা তো ঐ খোঁজেই থাকে, সে তো এর মধ্যে খবর পায়নি? না বাপু, আর পারি নে আমি। বাড়িতে কি ছাই দুটি মুড়ি-মুডকিও ছিল না? দুটো দুটো দিয়ে কি ঘণ্টাখানেক বসিয়ে রাখতে পারতিস না? যা না বলে দেব, যেটি না দেখব—

খিড়কির দরজায় চাষীগোছের মধ্যবয়সী রামময়কে উঁকি মারিতে দেখিয়া—

কে? কে? কে উঁকি মারছে হে? চলে এসো না?

রামময়ের প্রবেশ

আরে রামময় যে? খোঁড়াচ্চ কেন বল দিকি?

রামময়। আজ্ঞে না, ও কিছু না—

প্রিয়। কিছু না? বিলক্ষণ! দিব্যি খোঁড়াচ্চ যে! স্পষ্ট আরনিকা কেস দেখতে পাচ্চি—না না, তামাসা নয় রামময়, কৈ দেখি পা-টা?

রামময়। আজ্ঞে হাঁ, এই পা-টা একটু মুচকে কাল পড়ে গিয়েছিলুম।

প্রিয়। দেখলি তো সন্ধ্যে, দেখেই বলেচি কিনা আরনিকা! হুঁ, পড়লে কি করে?

রামময়। আজ্ঞে ঐ যে বললুম পা মুচড়ে। দরজার পাশেই একটা জল যাবার ছোট নর্দমার ওপর থেকে ছেলেগুলো তক্তাখানা সরিয়ে ফেলেছিল, অন্যমনস্ক হয়ে—

প্রিয়। অন্যমনস্ক? এ্যাগনাস—এপিস!—সন্ধ্যে, মা, মনে রাখবে স্বভাবটাই আসল জিনিস। মহাত্মা হেরিং বলেছেন—। হুঁ, অন্যমনস্ক হয়ে—তার পর?

রামময়। যেই পা বাড়াব অম্‌নি তুমড়ে পড়ে—

প্রিয়। থামো, থামো! এই যে বললে মুচড়ে? মোচড়ানো আর দোমড়ানো এক নয় রাম।

রামময়। আজ্ঞে, না। তা ঐ পা মুচড়েই পড়ে গেলুম বটে!

প্রিয়। হুঁ—অন্যমনস্ক! মনে থাকে না! এই বলে, এই ভোলে। এ্যাগনাস! এপিস! হুঁ—তার পরে?

রামময়। তার পর আর কি ঠাকুরমশাই, কাল থেকেই বেদনায় পা ফেলতে পারচি নে।

সন্ধ্যা। বেলা হয়ে যাচ্চে—একটু আরনিকা—

প্রিয়। আঃ—থাম্ না সন্ধ্যে! কেসটা স্টাডি করতে দে না। সিমিলিয়া সিমিলিবস্। রেমিডি সিলেক্ট করা তো ছেলেখেলা নয়! বদনাম হয়ে যাবে! হু, তার পরে? বেদ্‌নাটা কি রকম বল দেখি রামময়?

রামময়। আজ্ঞে বড্ড বেদ্‌না ঠাকুরমশাই!

প্রিয়। আহা তা নয়, তা নয়। কি রকমের বেদ্‌না? ঘর্ষণবৎ না মর্ষণবৎ? সূচিবিদ্ধবৎ না বৃশ্চিকদংশনবৎ? কন্ কন্ করচে, না ঝন্ ঝন্ করচে?

রামময়। আজ্ঞে হাঁ ঠাকুরমশাই, ঠিক ওই রকম করচে।

প্রিয়। তা হলে ঝন্ ঝন্ করচে! ঠিক তাই। তার পরে?

রামময়। তার পরে আর কি হবে ঠাকুরমশাই, কাল থেকে ব্যথায় মরে যাচ্চি—

প্রিয়। থামো, থামো! কি বললে? মরে যাচ্ছ?

রামময়। (অধীর হইয়া) তা বই কি মুখুয্যেমশাই। খুঁড়িয়ে চলচি, পা ফেলতে পারি নে—আর মরা নয় তো কি। যা হয় একটু ওষুধ দিয়ে দেন ঠাকুরমশাই—ভারি বেলা হয়ে গেল!

সন্ধ্যা। বাবা, আরনিকা দুফোঁটা—

প্রিয়। (সহাস্যে) না মা, না। এ আরনিকা কেস নয়। বিপ্‌নে হলে তাই দিয়ে দিত বটে! চার ফোঁটা একোনাইট তিরিশ শক্তি! দুঘণ্টা অন্তর খাবে।

সন্ধ্যা। (অবাক হইয়া) একোনাইট বাবা!

প্রিয়। হাঁ মা, হাঁ। মৃত্যুভয়! মৃত্যুভয়! পড়ে মরবো। সিমিলিয়া সিমিলিবাস্ কিউরেণ্টার! মহাত্মা হেরিং বলেছেন, রোগের নয়, রুগীর চিকিৎসা করবে। মৃত্যুভয়ে একোনাইট প্রধান। রামময়, শিশি নিয়ে যাও আমার মেয়ের সঙ্গে। দু'ঘণ্টা অন্তর চারবার খাবে। ও-বেলা গিয়ে দেখে আসব। ভাল কথা, পরাণে যদি এসে বলে, কৈ দেখি কি দিলে? খবরদার শিশি বার ক'রো না বলে দিচ্ছি। হারামজাদা ঢক্ ঢক্ করে হয়তো সবটা খেয়ে ফেলে আবার কাষ্টর অয়েল রেখে যাবে। উঃ—পেটটা মুচড়ে মুচড়ে উঠচে যে।

সন্ধ্যা। (ব্যাকুলভাবে) ক্যাষ্টর অয়েল অতখানি তো সব খেয়ে আসোনি বাবা?

প্রিয়। নাঃ—উঃ—গাড়ুটা কই রে?

সন্ধ্যা। তবে বুঝি তুমি—

প্রিয়। না না না—দেনা শীগগির গাড়ুটা! পোড়া বাড়িতে যদি কোথাও কিছু পাওয়া যাবে। তবে থাক গে গাড়ু।

ঊর্ধ্বশ্বাসে খিড়কির দ্বার দিয়া প্রস্থান

রামময়। দিদিঠাকরুণ, ওষুধটা তাহলে—

সন্ধ্যা। (চকিত হইয়া) ওষুধ? হাঁ, এই যে দিই এনে।

রামময়। ওই যে তুমি বললে আর্‌নি না কি, তাই দুফোঁটা দিয়ে দাও ঠাকরুণ—মুখুয্যেমশায়ের ওষুধটা না-হয়—

সন্ধ্যা। আমি কি বাবার চেয়ে বেশি বুঝি রামময়?

রামময়। না—তা না—তবে মুখুয্যেমশায়ের ওষুধটা বড় জোর ওষুধ কিনা দিদিঠাকরুণ—আমি রোগা মানুষ—সহ করতে পারব না হয়ত। আমি বলি কি, আমাকে ঐ তোমার ওষুধটাই আজ দাও দিদিমণি।

সন্ধ্যা। আচ্ছা, এসো এই দিকে।

উভয়ের প্রস্থান ও পাশের ঘরে প্রবেশ

খিড়কির দ্বার দিয়া, জলপূর্ণ কলসী-হাতে জগদ্ধাত্রী প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—

জগদ্ধাত্রী। সন্ধ্যে ?

(নেপথ্যে) সন্ধ্যা। যাই মা।

জগদ্ধাত্রী। তোর বাবা এখনো ফেরেনি ? ঠাকুরপুজো আজ তাহলে বন্ধ থাক্ ?

ভিতর হইতে সন্ধ্যা ও রামময়ের প্রবেশ

সন্ধ্যা। বাবা তো অনেকক্ষণ এসেছেন মা। এই রামময়কে ওষুধ দিতে বললেন। বোধহয় নাইতে গেছেন।

রামময়ের খিড়কি দিয়া প্রস্থান

জগদ্ধাত্রী। কই, পুকুরে তো দেখলুম না ?

সন্ধ্যা। তাহলে বোধহয় নদীতে গেছেন। অনেকক্ষণ হ'ল—এলেন বলে।

জগদ্ধাত্রী। (উত্তপ্ত-কণ্ঠে) এঁকে নিয়ে আর তো পারিনে সন্ধ্যে, হয় উনিই কোথাও যান, না-হয় আমিই কোথাও চলে যাই। বার বার বলে দিলুম, ভট্টচায্যিমশাই আসতে পারবেন না, আজ একটু সকাল সকাল ফিরো। তবু এই বেলা—তা ছাড়া কাল রাত্তিরে কি করে এসেছে জানিস ? বিরাট পরামাণিকের সুদের সমস্ত টাকা মকুফ করে একেবারে রসিদ দিয়ে এসেছে।

সন্ধ্যা। কে বললে মা ?

জগদ্ধাত্রী। কেন, বিরাটের নিজের বোনই ব'লে গেল যে। ভাজকে নিয়ে সে পুকুরে নাইতে এসেছিল।

সন্ধ্যা। (একটুখানি হাসিয়া) ভাই-বোনে তাদের ঝগড়া মা, হয়তো কথাটা সত্যি নয়।

জগদ্ধাত্রী। কেন তুই সব কথা ঢাকতে যাস বল্ দিকি ? জ্বর বলে বিরাট নাপতে ডেকে নিয়ে গেছে, ওষুধ খেয়েছে, ধন্বন্তরী বলে পায়ের ধুলো নিয়েচে, জমিদার বলে, গৌরী সেন বলে ন্যাজ চুলকে দিয়েচে। তারা বলে আর হেসে লুটোপুটি ! টাকা যাক্—কিন্তু মনে হ'ল যেন আর ঘরে ফিরে কাজ নেই—ওই কল্‌সিটাই আঁচলে জড়িয়ে পুকুরে ডুবে মরি। আজকাল যেন বড্ড বাড়িয়ে তুলেছে, আমি সংসার চালাই কি করে বল দিকি।

সন্ধ্যা। কত টাকা মা ?

জগদ্ধাত্রী। কত ? দশ-বার টাকার কম নয়। একমুটো টাকা কিনা স্বচ্ছন্দে—

আর্দ্র বস্ত্রে, ব্যতিব্যস্তভাবে প্রিয় প্রবেশ করিয়া বলিলেন—

প্রিয়। সন্ধ্যে, গামছা—গামছাটা একবার দে দিকি মা। একোনাইট তিরিশ শক্তি—বাক্সর একেবারে কোণের দিকে—

জগদ্ধাত্রী। (জ্বলিয়া উঠিয়া) একোনাইট ঘোচাচ্চি আমি। শ্বশুরের অন্নে জমিদার সাজতে লজ্জা করে না তোমার? কে বললে বিরাট নাপতেকে সুদ ছেড়ে দিতে? কার জায়গায় তুমি হাড়ী তুলে এনে বসাও? কার জমি তুমি 'গোচর' বলে দান করে এসো? চিরটাকাল তুমি হাড়-মাস আমার জ্বালিয়ে খেলে! আজ হয় আমি চলে যাই, না-হয় তুমি আমার বাড়ি থেকে বার হয়ে যাও।

সন্ধ্যা। (তীব্র কণ্ঠে) মা, দুপুরবেলা এসব তুমি কি সুরু করলে বল তো?

জগদ্ধাত্রী। এর আবার দুপুর-সকাল কি? কে ও? ঠাকুরপুজো সেরে উনুনের ছাই-পাঁশ দুটো গিলে যেন বাড়ি থেকে দূর হয়ে যায়। আমি অনেক সয়েচি, আর সইতে পারব না, পারব না, পারব না।

ক্রন্দন করিতে করিতে জগদ্ধাত্রীর দ্রুতবেগে প্রস্থান

প্রিয়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—

প্রিয়। হুঁ, বললুম তাদের, জমিদার বলেই কি সুদের এতগুলো টাকা ছেড়ে দিতে পারি বিরাট? তোরা বলিস্ কি? কিন্তু কে কার কথা শোনে? আর তাদেরই বা দোষ কি? ওষুধ খাবে তো পথ্যির জোগাড় নেই।

সন্ধ্যা। (সজলচক্ষে) কেন বাবা তুমি মাকে না জানিয়ে এসব হাঙ্গামার মধ্যে যাও?

প্রিয়। আমি তো বলি যাব না—কিন্তু পিও মুখুয্যে ছাড়া যে গাঁয়ের কিছুটি হবার যো নেই, তাও তো দেখতে পাই! কোথায় কার রোগ হয়েচে, কোথায় কার—

সন্ধ্যার প্রস্থান ও তৎক্ষণাৎ ভিতর হইতে শুষ্কবস্ত্র ও গামছা আনিয়া পিতার হাতে দিয়া বলিল—

সন্ধ্যা। আর দেরি কোরো না বাবা, ঠাকুরপূজোটি সেরে ফেল। আমি আসছি।

প্রস্থান

প্রিয়। চল্ মা, আমিও যাচ্চি—ঠাকুরপুজোটা সেরে ফেলি।

গামছা দিয়া মাথা মুছিতে মুছিতে প্রস্থানোদ্যত

তৃতীয় দৃশ্য

গোলকের বৈঠকখানা। বৈঠকখানা সংলগ্ন অন্দরের দরজা। প্রাতঃকাল। তাঁহার পরিধানে পট্টবস্ত্র ও শিখাসংলগ্ন টাটকা একটি করবী ফুল। চৌকির ফরাসের উপর তাকিয়া হেলান দিয়া তিনি গড়গড়া টানিতেছেন। মেঝের উপর তাঁহার খড়ম বাধা আছে, আর একটু দূরে এক বৈষ্ণব বাবাজী উপবিষ্ট। গড়গড়ায় দু-একটা টান দিয়া তিনি বলিলেন—

গোলক। বাবাজী, সকালবেলায় যখন এসে পড়েছেন তখন একটু নাম শুনিয়ে যান—আজ একটা পর্বদিন, এ মধুসূদনেরই ইচ্ছে!

বাবাজী। বেশ তো কর্তামশাই।

বাবাজী গান ধরিল।

গান

হরি তুমি পারের মাঝি ভাল।
বিনা কড়িতে পারে নিতে পারবে কি না বল।
প্রেমে মাখা প্রাণটী তোমার বর্ণ হ'ল কালো,
আয় আয় কে পারে যাবি, ডেকে ডেকে বলো।
আবার মোহন সুরে পাগল ক'রে নেচে নেচে চল॥
দেখলে তোমায় মন ভবে যায় (তার) থাকে নাকো কিছু,
আর আমি তোমার হ'লাম ব'লে (সব) ছোটে পিছু পিছু
তার মনের আঁধার সরিয়ে দিয়ে দেখাও তোমার আলো॥

গান থামিলে গোলক বলিলেন

গোলক। মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

বাবাজী। আজ আসি কর্তামশাই, প্রণাম হই।

তাকিয়ার তলা হইতে একটি টাকার থলি বাহির করিয়া গোলক তাহা হইতে একটি আধুলি বাবাজীর হাতে দিলেন। বাবাজীর প্রস্থান। গোলক অন্যমনস্কভাবে গড়গড়া টানিতে লাগিলেন। হঠাৎ অন্দরের কবাটটা নড়িয়া উঠার শব্দে চোখ তুলিয়া বলিলেন—

গোলক। কে?

অন্দরের কবাটটা ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া, ঘরে আর কেহ আছে কি না দেখিয়া লইয়া, ধীরে ধীরে জ্ঞানদার প্রবেশ। সে বিধবা। পরিধানে শাদা ধুতি, হাতে অলঙ্কার নাই, কিন্তু গলায় ইষ্টকবচ বাঁধা একছড়া মোটা সোনার হার। তাহাকে দেখিতে কুশ্রী নয়, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, সে একটুখানি হাসিয়া বলিল—

জ্ঞানদা। কিছু না খেয়েই যে বাইরে চলে এলেন বড়? রাগ হ'ল নাকি?

গোলক। রাগ? না, রাগ অভিমান আর কার ওপর করব বলো?—সে তোমার দিদির সঙ্গে সঙ্গেই গেছে। (দীর্ঘশ্বাস) না, এখন আর কিছু খাব না। আজ গোকুল ঠাকুরের তিরোভাব—সেই সন্ধ্যার পরেই একেবারে সন্ধে-আহ্নিক সেরে একটু দুধ-গঙ্গাজল মুখে দেব। এমনি করে যে কটা দিন যায়।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গোলক হুঁকার নলটা মুখে দিলেন।

জ্ঞানদা। (মৃদু হাসিয়া) আচ্ছা, আপনি ওই সব ঠাট্টা করেন লোকে কি মনে করে বলুন তো? তা ছাড়া আমাকে কি ফিরে যেতে হবে না? (পরক্ষণেই মুখখানি বিষণ্ন করিয়া) যাকে সেবা করতে এলুম তিনি তো ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন, এখন ফিরে গিয়ে কি বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ীকে আবার দেখতে শুনতে হবে না? আপনিই বলুন?

গোলক কোঁচার খুট দিয়া চক্ষু মার্জনা করিয়া গাঢ়স্বরে কহিলেন—

গোলক। সতী-লক্ষ্মী, তাঁর দিন ফুরলো, চলে গেলেন। সে জন্য দুঃখ করিনে—কিন্তু সংসারটা বয়ে গেল। মেয়েরা সব বড় হয়েচে, যে যার স্বামী-পুত্র নিয়ে শ্বশুরঘর করচে, তাদের জন্যে ভাবি নে, কিন্তু ছোঁড়াটা এবার ভেসে যাবে।

জ্ঞানদা। (আর্দ্রকণ্ঠে) বালাই ষাট। আপনি ও-সব মুখে আনেন কেন?

গোলক। (ম্লান হাস্য করিয়া) না আনাই উচিত বটে, কিন্তু সমস্তই চোখের উপর স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি কিনা, মধুসূদন, তুমিই সত্য! ঘর-সংসারেও মন নেই, বিষয় কর্মও বিষের মত ঠেকচে। যে কটা দিন বাঁচি, ব্রত-উপোস করতে আর তাঁর নাম নিতেই কেটে যাবে! সে জন্যে চিন্তে নেই—একমুঠো একসন্ধে জোটে ভাল, না জোটে ক্ষতি নেই, কিন্তু ওই ছোঁড়াটার আখের ভেবেই—মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

জ্ঞানদা। (করুণকণ্ঠে) কিন্তু আমি তো চিরকাল এখানে থাকতে পারিনে চাটুয্যেমশাই। লোকেই বা বলবে কি বলুন?

গোলক। (দুই চক্ষু দৃপ্ত করিয়া) লোকে বলবে তোমাকে? এই গাঁয়ে বাস করে? সে বড় ভাবি নে, ভাবি কেবল ছেলেটার জন্যে। তোমার দিদি নাকি তোমাকে বড্ড ভালবাসতো, তাই মরবার সময় তার সন্তানকে তোমারই হাতে দিয়ে গেল, কই আমার হাতে তো দিলে না?

জ্ঞানদা। (অশ্রু সংবরণ করিয়া) সব তো বুঝি চাটুয্যেমশাই, কিন্তু আমার বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ী যে এখনো বেঁচে রয়েছেন। আমি ছাড়া যে তাঁদের গতি নেই!

গোলক। (তাচ্ছিল্যভরে) না গতি নেই! তুমিও যেমন! হাঁ, মুখুয্যে বেঁচে থাকতো তো একটা কথা ছিল, কিন্তু তাকে তো চোখেও দেখনি। তেরো বছরে বিধবা হয়েছ—

জ্ঞানদা। হোলাম বা বিধবা, চাটুয্যেমশাই—শ্বশুর-শাশুড়ী যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন তাঁদের সেবা আমাকে করতেই হবে।

গোলক। (নিশ্বাস ফেলিয়া) তবে যাও আমাদের ভাসিয়ে দিয়ে। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখো ছোটগিন্নী—

জ্ঞানদা। (রাগ করিয়া) আবার ছোটগিন্নী? বলেছি না আপনাকে, লোকে হাসি-তামাসা করে! কেন জ্ঞানদা বলে ডাকতে কি হয়?

গোলক। করলেই বা তামাসা ছোটগিন্নী? তুমি হ'লে আমার স্ত্রীর মামাতো ভগ্নী—সম্পর্কটাই যে হাসি-তামাসার।

জ্ঞানদা। (গম্ভীরভাবে) না, তা হবে না, আপনি চিরকাল নাম ধবে ডেকেছেন—তাই ডাকবেন।

গোলক। আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। (উচ্ছ্বসিত নিশ্বাস চাপিয়া) বুকের মধ্যে দিবারাত্র হু হু করে জ্বলে যাচ্চে—হায় বে! আমাব আবার হাসি, আমাব আবার তামাসা। তবে মাঝে মাঝে—তা যাক, নাই বললুম। কেউ অসন্তোষ হয়, জীবনে যা করিনি, আজই কি তা কবব? বিষয় বিষ। সংসার বিষ। কবে তোমার শ্রীচরণে একটু আশ্রয় পাব! মধুসূদন!

জ্ঞানদা। আপনি রাগ করলেন চাটুয্যেমশাই?

গোলক। না, রাগ কেন করব! আবার জ্বালার ওপর জ্বালা, এর ওপর দিনরাত ঘটকের উৎপাত। তারা সবাই জানে, লুকোতে পারিনে, বলি—কথা তোমাদের মানি; কুলীনের কুল কুলীনকেই রাখতে হয়, এও জানি; কিন্তু এ বয়সে আবার বিবাহ করা, আবার একটা বন্ধন ঘাড়ে করা সাজে, না মানায়? তুমিই বল না ছোটগিন্নী?

জ্ঞানদা। (শুষ্ক হাসি হাসিয়া) বেশ তো করুন না একটি বিয়ে।

গোলক। ক্ষ্যাপা না পাগল? আবার বিয়ে। লক্ষ্মীর মত তুমি যার ঘরে আছ—যতই বল না, অনাথ বোনপোটাকে ভাসিয়ে যেতে পারবে না। সে মরণকালে হাতে তুলে দিয়ে গেছে—তার মান তোমাকে রাখতেই হবে, আমার আবার—কে?

ভৃত্য ভুলো বাইরের দরজায় মুখ বাড়াইয়া কহিল—

ভুলো। চোঙদারমশাই এসেছেন।

গোলক। (মুখ বিকৃত করিয়া) আঃ, আর পারি নে। কাজ কাজ, বিষয় বিষয়—আমার যে এদিকে সব বিষ হয়ে গেছে, তা কাকেই বা বোঝাই, কে বা বোঝে! মধুসূদন! কবে নিস্তার করবে! যা না, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, আসতে বল্ গে।

ভুলোর প্রস্থান

জ্ঞানদা অন্দরের কবাটের কাছে গিয়া চাপা-কণ্ঠে বলিল—

জ্ঞানদা। এ বেলা কি তাহলে সত্যিই কিছু খাবেন না?

গোলক। (মাথা নাড়িয়া) না। প্রভু গোকুল ঠাকুরের তিরোভাবের দিন একটা পর্বদিন। ছোটগিন্নী, আমাদের মত সেকেলে লোকগুলো আজও এসব মেনে চলে বলেই তবু এখনো চন্দ্র সূর্য আকাশে উঠছে। মধুসূদন! তোমারই ইচ্ছা।

জ্ঞানদা। তা হোক, একটু দুধ-গঙ্গাজল মুখে দিতে দোষ নেই। একটু শীগগির করে আসবেন, আমি নিয়ে বসে থাকব।

কবাট রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান

ভুলোর পশ্চাতে চোওদারের প্রবেশ

গোলক। এসো চোওদার, বোসো। ভেবে মরি, একটা খবর দিতেও কি পার না? ভুলো, যা, শূদ্রের হুঁকোয় শীগগির জল ভরে তামাক নিয়ে আয়।

ভুলোর প্রস্থান

চোওদার প্রণাম করিয়া গোলকের পদধূলি লইয়া ফরাসের একধারে উপবেশন করিয়া প্রথমে একটা নিশ্বাস ফেলিল, তারপরে বলিল—

চোওদার। দম ফেলবার ফুরসুৎ ছিল না বড়কর্তা, তা খবর! যাক, পাঁচশ আর তিনশ—এই আটশ জাহাজে তুলে দিয়ে তবে এলুম। আঃ—কি হাঙ্গামা!

গোলক। (অপ্রসন্নভাবে) মোটে আটশ? কনটাক্টো তো তিন হাজারের—এখনো তো ঢের বাকি হে।

চোওদার। ছাগল-ভেড়া কি আর পাওয়া যাচ্চে বড়কর্তা, সব চালান, সব চালান—দক্ষিণ আফ্রিকায় ছাগল-ভেড়ার যেন মড়ক লেগেছে। এই আটশ জোগাড় করতেই আমার জিভ বেরিয়ে গেছে। তবু তো হরেন রামপুর থেকে চিঠি লিখেচে, আট-দশ দিনেই আরও পাঁচ-সাতশ রেলে পাঠাচ্চে—কেবল নাবিয়ে নিয়ে জাহাজে তুলে দেওয়া। আর সময় তো তিন মাসের—হয়েই যাবে নারায়ণের ইচ্ছেয়।

ভুলো আসিয়া চোওদারের হাতে হুঁকো দিয়া প্রস্থান করিল

গোলক। তোমার উপরেই ভরসা। আমাকে তো এখন একরকম গেরস্ত

সন্ন্যাসী বললেই হয়—তোমার বৌঠাকৃরুণের মৃত্যুর পর থেকে টাকা-কড়ি, বিষয়-আশয় একেবারে বিষ হয়ে গেছে।. কেবল ঐ নাবালক ছেলেটার জন্যে। —তা টাকায় টাকা উতোর পড়বে বলে মনে হয় না ?

চোঙদার। (ঘাড় নাড়িয়া) নিশ্চয়, নিশ্চয়! কিন্তু টাকাটা পিটবে এবার আহম্মদ সাহেব। সাতশোর কন্‌টাক্টো পেয়েচে—আরও বেশি পেতো. শুধু সাহস করলে না টাকাব অভাবে।

গোলক। বড নাকি ?

চোঙদার। হুঁ—নইলে আমি ছেড়ে দিই !

গোলক। (ডান হাতটা মুখের সম্মুখে তুলিয়া) দুর্গা দুর্গা, রাম রাম। সক্কালবেলায় ও-কথা কি মুখে উচ্চারণ করতে আছে হে চোঙদার! জাতে ম্লেচ্ছ ধর্মাধর্ম জ্ঞান নেই—তা হাজার দশেক টাকা মারবে বলে মনে হয়—না ?

চোঙদার। বেশি! বেশি! তবে, বহুত টাকার খেলা—একসঙ্গে যোটাতে পারলে হয়।

গোলক। কন্‌ট্রাক্টো দেখিয়ে কর্জ করবে—শক্ত হবে কেন ?

চোঙদার। তা বটে, কিন্তু পেলে হয়। আমাকে বলছিল কিনা।

গোলক। (উৎসুক হইয়া) বলছিল নাকি ? সুদ কি দিতে চায় ?

চোঙদার। চার পয়সা ত বটেই। হয়তো—

গোলক। চার পয়সা! টাকায় টাকা মারবে, আর সুদের বেলায় চার পয়সা! দশ আনা ছ আনা হয় তো না-হয় একবার দেখা করতে বোলো।

চোঙদার। (আশ্চর্য হইয়া) টাকাটা আপনিই দেবেন নাকি সাহেবকে ? কথাটা কিন্তু জানাজানি হয়ে গেলে- -

গোলক। (শুষ্ক হাস্য করিয়া) রাধামাধব! তুমি ক্ষেপলে চোঙদার। বরঞ্চ পারি তো নিষেধ করেই দেব। আর জানাজানির মধ্যে তো তুমি আর আমি। কিন্তু তাও বলি, টাকা ধার ও নেবেই, নিয়ে বাপের শ্রাদ্ধ করবে, কি বাই নাচ দেবে, কি গরু চালান দেবে তাতে মহাজনের কি ?

চোঙদার। তা যা বলেছেন, সে-কথা ঠিক।

গোলক। তবে ? কিন্তু তা নয় চোঙদার, এটা একটা কথার কথা বলচি। আমি কি কখন এই পাপের ব্যাবসায় যেতে পারি! তুমি তো আমাকে চিরকাল দেখে আসচ, ব্রাহ্মণের ছেলে, ধর্মপথে থেকে ভিক্ষে করি সে ভালো, কিন্তু অধর্মের পয়সা যেন কখনো না ছুঁতে হয়। কেবল তাঁর পদেই চিরদিন মতি স্থির রেখেচি বলেই আজ পাঁচখানা গ্রামের সমাজপতি।

চোঙদার। নিশ্চয়। নিশ্চয়। এ-কথা কে অস্বীকার করবে বলুন ?

গোলক। সেবার সেই ভারি অসুখে জয়গোপাল ডাক্তার বললে, সোডার জল আপনাকে খেতেই হবে। আমি বললুম, ডাক্তার, জন্মালেই মরতে হবে, সেটা কিছু বেশি কথা নয়, কিন্তু গোলক চাটুয্যে বাঁচবার জন্যে অনাচার কিছু করতে পারবে না।

চোঙদার। ঠিক। ঠিক। তাই তো বলি আমাদের জমিদার মশাইয়ের চেয়ে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ আর কে আছে। তবে আজ আসি বড়কর্তা।

চোঙদার উঠিয়া দাঁড়াইয়া গোলকের পদধূলি লইয়া যাইতে উদ্যত হইল।

গোলক। আর দেখ, হরেনের কাছ থেকে এলে রেলের রসিদটা একবার দেখিয়ে যেয়ো।

চোঙদার। যে আজ্ঞে।

গোলক। তাহলে, বাকি রইল সতেরশ, তা মাস-তিনেক সময় আছে—হয়ে যাবে, কি বল হে ?

চোঙদার। আজ্ঞে, হয়ে যাবে বই কি।

গোলক। ধর্মপথে থেকে যা হয় সেই ভাল। বুঝলে না চোঙদার? মধুসূদন। তুমিই ভরসা।

চোঙদারের প্রস্থান

গোলক দগ্ধ হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া চিন্তিত মুখে তামাক টানিতে লাগিলেন। এমনি সময়ে অন্দরের কবাটটা ঈষৎ খুলিয়া সদু দাসী মুখ বাড়াইয়া কহিল—

সদু। মাসিমা একবার ভেতরে ডাকচেন।

গোলক। (চকিত হইয়া) কেন বল্ তো সদু ?

সদু। একটুখানি জলখাবার নিয়ে বসে আছেন মাসিমা। আমি উঠোনের কাজ করছিলুম, মাসিমা তাড়াতাড়ি আপনাকে ডাকতে বললেন।

গোলক হুঁকাটা রাখিয়া দিয়া একটু হাস্য করিয়া বলিলেন—

গোলক। তোর মাসির জ্বালায় আর আমি পারি নে সদু। পর্বদিনটায় যে একবেলা উপবাস করব সে বুঝি তার সইল না। আচ্ছা, তুই যা,—আমি উঠচি।

সদুর প্রস্থান

গোলক উঠিয়া দাঁড়াইয়া যাইতে যাইতে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—

গোলক। সংসারে থেকে পরকালের দুটো কাজ করার কতই না বিঘ্ন! মধুসূদন! হরি!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রিয় মুখুয্যের বাড়ির দরদালান। (দৃশ্যপট পূর্ববৎ)। অপরাহ্ণ। সন্ধ্যা একটা খুঁটিতে হেলান দিয়া বসিয়া। তাহার হাতে একখানা বই খোলা, কিন্তু সে শূন্যদৃষ্টিতে সামনের দিকে চাহিয়া আছে। জগদ্ধাত্রী এক হাতে একটা পানের ডিপা, অন্য হাতে এক বাটি সাগু লইয়া প্রবেশ করিয়া বলিলেন—

জগদ্ধাত্রী। সেই বিকেল থেকে এভাবে বসে বই পড়ছিস সন্ধ্যে! এদিকে সন্ধ্যে হতে আর বাকি কি! আজ দশ দিন হতে চললো তবু জ্বর ছাড়চে না —ঐ ছাইভস্ম না পড়লেই নয়!

সন্ধ্যা। আচ্ছা, এই বন্ধ করচি, কিন্তু তোমার ঐ সাগু আর এখন গিলতে পারব না—ও দেখলেই আমার গা বমি-বমি করে।

জগদ্ধাত্রী। বলিস কি সন্ধ্যে, কখন খেয়েচিস বল্ দেখি? না মা, লক্ষ্মীটি, এক চুমুকে খেয়ে নিয়ে ডিপে থেকে একটা পান চিবো।

ম্লান হাসিয়া সন্ধ্যা জগদ্ধাত্রীর হাত হইতে সাগুর বাটিটা ও পানের ডিপেটা লইয়া মুখ সিটকাইতে সিটকাইতে সাগুটুকু গিলিয়া ফেলিয়া ডিপে হইতে একটা পান বাহির করিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিল—

সন্ধ্যা। এবার তোমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'লো মা?

জগদ্ধাত্রী। প্রাণ আর ঠাণ্ডা হতে তুই দিচ্চিস কোথা? একটানা জ্বরভোগ করচিস, তবুও ওঁর ওষুধ খাওয়া তুই ছাড়বি না। আমার কথা শোন্, বিপিন ডাক্তারকে ডেকে পাঠাই, তার ওষুধ খেলে তুই দুদিনে সেরে উঠবি।

সন্ধ্যা। তোমার মা এক কথা! কেন, বাবার ওষুধে জ্বর কম্‌চে না?—একটু দেরি হচ্চে এই যা। বিপিন ডাক্তারের ওষুধ খেলেই দুদিনে সেরে যাবে কে তোমায় বলেচে! দেখবে আমি বাবার ওষুধেই ভাল হয়ে উঠব।

জগদ্ধাত্রী। কি একগুঁয়ে মেয়েই মা তুমি!

প্রস্থান

সন্ধ্যা কোলের উপর বইখানা তুলিয়া আবার পড়িবার উপক্রম করিতেছিল অরুণ প্রাঙ্গণের একপ্রান্ত হইতে ডাক দিল—

অরুণ। খুড়িমা, কই গো?

সন্ধ্যা। (চমকিয়া উঠিয়া) এস অরুণদা এস, তুমি বুঝি কোলকাতা থেকে আস্‌চ?

অরুণ তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল—

অরুণ। হাঁ, কিন্তু তোমাকে এমন শুক্‌নো দেখাচ্চে কেন? আবার জ্বর নাকি?

সন্ধ্যা। ঐ রকম কিছু একটা হবে বোধ হয়। কিন্তু তোমার চেহারাটাও তো খুব তাজা দেখাচ্ছে না।

অরুণ (হাসিয়া) চেহারার আর অপরাধ কি? সারাদিন নাওয়া খাওয়া নেই—আচ্ছা প্যাটার্ণ ফরমাস করেছিলে যা হোক্, খুঁজে খুঁজে হয়রান। এই নাও।

অরুণ পকেট হইতে একটা কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া সন্ধ্যার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল—

অরুণ। খুড়িমা কই? কাকা বেরিয়েছেন বুঝি? গেল-শনিবারে কিছুতেই বাড়ি আসতে পারলাম না—তাই ওটা আনতে দেরি হয়ে গেল। কি বুন্‌বে, পাখী-পক্ষী, না ঠাকুর-দেবতা? না গোলাপ-ফুলের—

সন্ধ্যা। সে ভাবনার ঢের সময় আছে। কিন্তু যা আনতে দেরি হ'লো, তা দিতে কি ঘণ্টাখানেক সবুর সইত না? ইষ্টিসান্ থেকে বাড়ি না গিয়ে সটান এখানে এলে কেন?

অন্তরালে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া জগদ্ধাত্রী রাগে ফুলিতে লাগিলেন।

অরুণ। (সহাস্যে) নাওয়া-খাওয়া তো? সে সন্ধ্যার পরে। কিন্তু ঘন ঘন এত অসুখ হতে লাগল কেন বল তো?

সন্ধ্যা। তারই বা আর বাকি কি অরুণদা? যাও, আর মিছিমিছি দেরি করতে হবে না।

জগদ্ধাত্রী। (দরজার কাছে দাঁড়াইয়া) পান্‌টা আর চিবোস্ নে সন্ধ্যে, ওটা মুখ থেকে ফেলে দিয়ে যত পারিস হাসি তামাসা কর।

দ্রুতপদে প্রস্থান

অরুণ বজ্রাহতের মত নিশ্চল নির্বাক। সন্ধ্যাও ক্ষণকাল বিবর্ণ হইয়া থাকিয়া মুখের পান ফেলিয়া বলিল—

সন্ধ্যা। কেন তুমি এ বাড়িতে আর আস অরুণদা? আমাদের সর্বনাশ না ক'রে কি তুমি ছাড়বে না?

অরুণ। (কাতরভাবে) মুখের পান ফেলে দিলে সন্ধ্যা—আমি কি সত্যিই তোমার অস্পৃশ্য ?

সন্ধ্যা। (কাঁদিয়া ফেলিয়া) তোমার জাত নেই—ধর্ম নেই—কেন তুমি আমাকে ছুঁয়ে দিলে ?

অরুণ। আমার জাত নেই ? ধর্ম নেই ?

সন্ধ্যা। না নেই। তুমি বিলেত গেছ—তুমি ম্লেচ্ছ ! সেদিন মা তোমাকে পেতলের ঘটিতে জল খেতে দিয়েছিল, তোমার মনে নেই ?

অরুণ। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) না, আমার মনে নেই। কিন্তু তোমার কাছে আজ আমি অস্পৃশ্য, ম্লেচ্ছ !

সন্ধ্যা। (চোখ মুছিয়া) শুধু আমার কাছে নয়, সকলের কাছে। শুধু আজ নয়, যখন থেকে কারও নিষেধ শোননি, বিলেত চলে গেলে, তখন থেকে।

অরুণ। ওঃ ! বেশ ! আমি আর হয়ত এ বাড়িতে আসব না, কিন্তু আমাকে তুমি ঘৃণা ক'রো না সন্ধ্যা—আমি ঘৃণিত কাজ কখনো করিনি।

সন্ধ্যা। তোমার কি ক্ষিদে-তেষ্টা পায়নি অরুণদা ? তুমি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কেবল ঝগড়াই করবে ?

অরুণ। না, ঝগড়া আমি করব না। যে ঘৃণা করে তার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিবাদ করবার মত ছোট আমি নই।

অন্তরালে দরজার কাছে জগদ্ধাত্রী আসিয়া দাঁড়াইলেন। ধীরে ধীরে অরুণের প্রস্থান। সন্ধ্যা তাহার গমন-পথের দিকে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

জগদ্ধাত্রী সন্ধ্যার সম্মুখে আসিয়া প্রসন্নমুখে কহিলেন—

জগদ্ধাত্রী। যাক্, আর বোধ হয় আসবে না।

সন্ধ্যা। (সচকিত হইয়া) না।

জগদ্ধাত্রী। খামোকা ছুঁয়ে দিলে, যা, কাপড়খানা ছেড়ে ফেল্‌গে।

সন্ধ্যা। কাপড়খানা পর্যন্ত ছেড়ে ফেলতে হবে ?

জগদ্ধাত্রী। হবে না ? খ্রীষ্টেন মানুষ—বিধবা গিন্নিবান্নী হলে যে নেয়ে ফেল্‌তে হ'তো। সেদিন রাসুমাসি—হাঁ, বড়াই করে বটে—কিন্তু বিচের আচার শিখতে হয় তো ওর কাছে। ভুলে ছুঁড়ি ছুঁলে কি ছুঁলে না, শুনলুম তবু নাতনিটাকে অ-বেলায় ডুব দিইয়ে তবে ঘরে ঢুকতে দিয়েছিল।

সন্ধ্যা। বেশ তো মা যাচ্চি। (উঠিয়া দাঁড়াইল)

"জগো, ঘরে আছিস গা ?" বলিতে বলিতে সদর দরজা দিয়া গোলক প্রবেশ করিয়া উঠানের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

জগদ্ধাত্রী। ও মা, চাটুয্যেমামা যে! কি ভাগ্যি!

গোলক। (সন্ধ্যাকে) বলি আমার সন্ধ্যে নাতনী কেমন আছিস গো? যেন রোগা দেখাচ্চে না?

সন্ধ্যা। না, ভালো আছি ঠাকুর্দা।

জগদ্ধাত্রী। (শুষ্কমুখে একটু হাসিয়া) হাঁ, ভালই বটে। কি বলব মামা, রোজ অসুখ, রোজ অসুখ। আজও তো সাবু খেয়ে রয়েচে।

গোলক। তাই নাকি? তা হবে না কেন বাছা—কোথায় আজ ও কাঁখে-কোলে ছেলেপুলে নিয়ে ঘরকন্না করবে, না তোরা ওকে টাঙিয়ে রেখে দিলি! পাত্রস্থ করবি কবে? বয়স যে—

জগদ্ধাত্রী। কি করব মামা, আমি একা মেয়েমানুষ আর কত দিকে সামলাব। তোমার জামাই গেরাহ্যি করে না—ডাক্তারি নিয়েই উন্মত্ত—আমার এমন ধিক্কার হয় মামা, যে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে শাশুড়ীর কাছে কাশীতে পালিয়ে গিয়ে থাকি। তারপরে যার যা কপালে আছে হোক।

গোলক। পাগলাটা এখন করচে কি?

জগদ্ধাত্রী। তাই একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গেলেও যে বাঁচি, ঘরে শেকল দিয়ে ফেলে রেখে দি। এ যে দুয়ের বার—জ্বালিয়ে পুড়িয়ে একেবারে খাক্ করে দিলে।

জগদ্ধাত্রী চোখের কোণটা আঁচল দিয়া মুছিলেন।

গোলক। তাই বটে, তাই বটে—আমি অনেক কথাই শুনতে পাই। তা তোরাও বাপু ধনুকভাঙা পণ করে আছিস, স্বয়ং কার্তিক নইলে আর মেয়ের বিয়ে, দিবি না। আমাদের ভারী কুলীনের ঘরে তা কি কখনো হয়—না হয়েছে বাছা? শুনিসনি, তখনকার দিনে কত কুলীনকে গঙ্গাযাত্রা করেও কুলীনের মান রাখতে হ'তো? মধুসূদন, তুমিই সত্য।

জগদ্ধাত্রী। (ক্রুদ্ধভাবে) কে তোমাকে বলেছে মামা, জামাই আমার ময়ূরে চড়ে না এলে মেয়ে দেব না? মেয়ে আগে, না কুল আগে? বংশে কেউ কখনো শুদ্দুর ব'লে কায়েতের ঘরে পা ধুলে না, আর আমি চাই কার্তিক! ছোট ঘরে যাব না, এই আমার পণ—তা মেয়ে জলে ফেলে দিতে হয় দেব।

গোলক। আহা, জলে ফেলে দিতে হবে কেন! (সন্ধ্যার দিকে সহাস্যে চাহিয়া) কার্তিক যখন চাস নে জগো, তখন মেয়েকে না-হয় আমার হাতেই দে না! সম্পর্কেও বাধবে না, থাকবেও রাজ-রাণীর মত। কি বলিস নাতনী—পছন্দ হবে?

সন্ধ্যা। (কঠিনভাবে) পছন্দ কেন হবে না ঠাকুর্দা? দড়ির খাটের চতুর্দোলায় চেপে আসবেন এই দিক দিয়ে, আমি মালা গেঁথে দাঁড়িয়ে থাকব তখন।

দ্রুতপদে খিড়কির দ্বার দিয়া প্রস্থান

গোলক। (হাঃ হাঃ করিয়া খানিকটা কাষ্ঠহাসি হাসিয়া) মেয়ে তো নয়, যেন বিলিতি পণ্টন। এ না-হয় দাদা-নাতনী সম্পর্ক—বলতেও পারে, কিন্তু সেদিন রাসুর মুখে শুনলাম নাকি, যা মুখে এসেচে তাই বলেচে। মা বাপ পর্যন্ত রেয়াৎ করেনি।

জগদ্ধাত্রী। (সবিনয়ে) না মামা, সন্ধ্যা তো সেসব কিছুই বলেনি। মাসি তিলকে তাল করেন, সে তো তুমি বেশ জানো।

গোলক। তা জানি। কিন্তু আমার কাছে করে না।

জগদ্ধাত্রী। আমি যে তখন দাঁড়িয়ে মামা।

গোলক। (হাসিয়া) তাহলে তো আরও ভাল। শাসন করতেও বুঝি পারলি নে?

জগদ্ধাত্রী। শাসন? তুমি দেখো দিকি মামা ওর কি দুর্গতিটাই না আমি করি!

গোলক। থাক, দুর্গতি ক'রে আর কাজ নেই—বিয়ে হলে, সংসার ঘাড়ে পড়লে আপনিই সব শুধরে যাবে, তবে শাসনে একটু রাখিস। কালটা বড় ভয়ানক কিনা! অরুণ আসে আর?

জগদ্ধাত্রী। অরুণ? নাঃ—

গোলক। ভালই। ছোঁড়াটাকে দিস নে আসতে। অনেক রকম কানাকানি শুনতে পাই কিনা!

জগদ্ধাত্রী। (তিক্ত কণ্ঠে) শুনলে অনেক জিনিসই শোনা যায় মামা, কিন্তু আমার মেয়ের কথা নিয়ে লোকেরই বা এত মাথাব্যথা কেন?

গোলক। (মৃদু হাসিয়া ধীরভাবে) তা সত্যি বাছা। কিন্তু সময়ে সাবধান না হলে লোকের পোড়া মুখও যে বন্ধ করা যায় না জগো।

জগদ্ধাত্রী ইহারও প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, ঠিক এই সময়েই সন্ধ্যার কাণ্ড দেখিয়া তিনি ভয়ে, বিস্ময়ে ও নিদারুণ ক্রোধে নির্বাক হইয়া গেলেন। সন্ধ্যা পুকুর হইতে স্নান করিয়া খিড়কির দ্বার দিয়া বাড়ি ঢুকিতেছিল, তাহার কাপড় ভিজা, মাথার চুলের বোঝা হইতে জল ঝরিতেছে—এই অবস্থায় পাশ কাটাইয়া সে দ্রুতবেগে ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

গোলক। মেয়ের জ্বর বললিনি জগো? সন্ধেবেলায় নেয়ে এল যে?

জগদ্ধাত্রী। কি জানি মামা।

গোলক। এমন অত্যাচার করলে যে বাড়াবাড়িতে দাঁড়াবে!

জগদ্ধাত্রী। দাঁড়ালেই বা কি করব বলো? ও আমার হাতের বাইরে।

গোলক। (মাথা নাড়িতে নাড়িতে) তা বুঝেছি। আচ্ছা, জিজ্ঞেস করি, এ বাড়ির কর্তাটা কে? তুই, না জামাই, না তোর মেয়ে?

জগদ্ধাত্রী। সবাই কর্তা।

গোলক। তাহলে তাদের বলিস যে পাড়ার মধ্যে দুলে-বাগ্দী প্রজা রাখা চলবে না। তারা এর একটা ব্যবস্থা না করলে শেষে আমাকেই করতে হবে। মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

জগদ্ধাত্রী। (সক্রোধে) সন্ধ্যে, এদিকে আয়!

ঘরের মধ্য হইতে মাথা মুছিতে মুছিতে একটুখানি মুখ বাড়াইয়া সন্ধ্যা কহিল

সন্ধ্যা। কেন মা?

জগদ্ধাত্রী। দুলে মাগীদের সরাবি, না আমাকেই কাল নাইবার আগে ঝাঁটা মেরে তাড়াতে হবে?

সন্ধ্যা। দুঃখী অনাথা মেয়ে দুটোকে ঝাঁটা মারা তো শক্ত কাজ নয় মা, কিন্তু ওরা কি কারও কোন ক্ষতি করেচে?

গোলক। ক্ষতি করে বই কি। পরশু বেড়িয়ে যাবার সময় দেখি পথের ওপর দাঁড়িয়ে ছাগলটাকে ফ্যান খাওয়াচ্চে। ছিটকে ছিটকে পড়চে তো?

জগদ্ধাত্রী। পড়বে বই কি মামা।

গোলক। তবে সেই বল্। না জেনে সাপের বিষ খাওয়া যায়, কিন্তু জেনে তো আর পারা যায় না। (সন্ধ্যার প্রতি) তোমার কাঁচা বয়স নাত্নী, তুমি না-হয় রাত্তিরেও নাইতে পার, কিন্তু আমি তো পারি নে!

সন্ধ্যা। সে জানি ঠাকুর্দা। কিন্তু বাবা যখন ওদের স্থান দিয়েছেন, তখন আর কোথাও একটা আশ্রয় না দিয়েও তো তাঁর অপমান করতে পারি নে।

গোলক। বেশ তো, তারই বা অভাব কি সন্ধ্যা? অরুণের বাড়ির পিছনে তো ঢের জায়গা আছে, তাকেই বল্ না আশ্রয় দিতে। বাগ্দী-দুলে হোক, তবু তারা হিঁদু—তাতে তার জাত যাবে না।

সন্ধ্যা। গেলেই বা কে তার জমা-খরচ রাখচে বলুন? যে জাতই মানে না তার আবার যাওয়া আর থাকা!

গোলক। তোমার সঙ্গে এই সব পরামর্শ চলে?

সন্ধ্যা। (খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া) হায়, হায়, ঠাকুর্দা, সে আপনাদেরই গ্রাহ্য করে না, কুকুর-বেড়ালের সামিল মনে করে, তা আমি! প্রস্থান

। হতভাগী! পরের ছেলের নামে তুই মিথ্যে অপবাদ দিস্! তাকে কে না জানে? সে কখনো একথা বলেনি আমি গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে বলতে পারি।

গোলক। না জগো, আজকালকার ছেলেমেয়েরা সব এমনিই বটে। তা বেশ, না-হয় কুকুর-বেড়ালই হলুম। কিন্তু একটা কথা বলে যাই আজ, আর বিয়ে দিতে মেয়ের দেরি করিস নে। যেখানে হোক দিয়ে ফেলে পাপ চুকিয়ে দে, চুকিয়ে দে।

জগদ্ধাত্রী। দাও না মামা একটা দেখে-শুনে। আর যে আমি ভাবতে পারি নে।

গোলক। (মাথা নাড়িতে নাড়িতে) আচ্ছা, দেখি। কিন্তু কি জানিস মা, এক মেয়ে, দূরে বিয়ে দিয়ে কিছুতে থাকতে পারবি নে, কেঁদে-কেটে মরে যাবি। আমাদের স্বভাবের-ঘরে পাত্রের বয়স দেখতে গেলে চলে না। তবে কাছাকাছি হয়, দুবেলা চোখের দেখাটা দেখতে পাস তো তার চেয়ে সুখ আর নেই।

জগদ্ধাত্রী। (চোখ মুছিয়া করুণ কণ্ঠে) কোথায় পাব মামা এত সুবিধে? তবে ঘর-জামাই—

গোলক। ছি ছি, অমন কথা মুখেও আনিস্ নে জগো, ঘর-জামাইয়ের কাল আর নেই, তাতে বড় নিন্দে। আর যদিও বা একটা গোঁয়ার-গোবিন্দ ধরে আনিস, গাঁজাগুলি আর মাতলামি করেই তোর যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দেবে। বলি, নিজের কথাটাই একটু ভেবে দেখ্ না।

জগদ্ধাত্রী। চিরকালটাই দেখচি মামা, চিরকালটাই জ্বলেপুড়ে মরচি।

গোলক। (মৃদু হাস্য করিয়া) তবে তাই বল। বিনা কাজ-কর্মে বসে বসে খেলেই এমনি হবে। এ কি আর তোর মত বুদ্ধিমতী বুঝতে পারে না?

জগদ্ধাত্রী। বুঝি বই কি, ভেতরে ভেতরে সব বুঝি। কিন্তু আমি মেয়েমানুষ, কোন দিকে চেয়ে যে কুল-কিনারা দেখতে পাই নে।

গোলক। পাবি, পাবি। তাড়াতাড়ি কি—দেখি না একটু ভেবেচিন্তে। কিন্তু আজ যাই।

জগদ্ধাত্রী। মামা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রইলে, একটু বসলে না।

গোলক। তা হোক, আজ আসি মা, সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্চে—আর বিলম্ব করব না।

ধীরে ধীরে সদর দরজার দিকে অগ্রসর—পিছু পিছু জগদ্ধাত্রীও অগ্রসর হলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রামের পথ। প্রাতঃকাল।

বৈষ্ণব বাবাজী গান গাহিতে গাহিতে পথ চলিতেছে

গান

এই ছিল কি মন রে, তোর মনে।
আমারে মজালি মন, না ভজে রাধারমণে ॥
তুই আমার আমি তার, তোর মনে কি মনান্তর,
মনান্তরে রাখলি কেন, আমার মন্মথমোহনে।
যারে চিন্তে বিধি হরে, না চিন্তয়ে চিন্তা হ'রে,
তুই আমায় ডুবালি অন্তে চিন্তাসাগর-জীবনে ॥

গান শেষ করিয়া বাবাজীর প্রস্থান

অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া প্রিয়র প্রবেশ। তাঁহার বগলে চাপা একখানি হোমিওপ্যাথি বই, হাতে তোয়ালে বাঁধা ঔষধের বাক্স, পিছনে থাকিয়া তুলেবৌ (এককড়ি তুলের বিধবা স্ত্রী) আকুতি-মিনতি করিয়া বলিতেছে—

তুলেবৌ। বাবাঠাকুর, তুমি দয়া না করলে আমরা যাই কোথাকে?

প্রিয়র মুখ ফিরাইয়া কথা কহিবার অবকাশ নাই, তিনি বাঁ হাতটা পিছনে নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—

প্রিয়। না, না, না—তোদের আর আমি রাখতে পারব না, তোরা বজ্জ বজ্জাত। কেন তুই ছাগলকে ফ্যান খাওয়ালি?

তুলেবৌ। (বিস্ময় সহকারে) সক্কলের প্যাটা-পেটি তো ফ্যান খায় বাবাঠাকুর।

প্রিয়। (ক্রুদ্ধভাবে) ফের মিথ্যেকথা হারামজাদী! কারুর ছাগল ফ্যান খায় না। ছাগল খায় ঘাস।

তুলেবৌ। ঘাস খায়, পাতা-পত্তর খায়, ফ্যানও খায় বাবাঠাকুর।

প্রিয়। (হাত নাড়িয়া) না, না, তোদের আর আমি রাখব না, তোরা আজই দূর হ। গোলক চাটুয্যে বলে গেছে বামুনপাড়ায় তোরা ছাগলকে ফ্যান খাইয়েছিস। আর তোদের ওপর আমার দয়া নেই—তোরা বড় বজ্জাত।

তুলেবৌ। ফ্যানটুকু কি তবে ফেলে দেব বাবাঠাকুর?

প্রিয়। হাঁ দিবি। তোদের গরু থাকতো খাওয়াতিস, দোষ ছিল না। কিন্তু এ যে ভয়ানক কথা। আজই উঠে যা, বুঝলি? উঃ—বড্ড বেলা হয়ে গেছে—সলফর দেবার সময় বয়ে যায়।

দুলেবৌ। বাবাঠাকুর, কাল চোপর রাত মেয়েটার পেটে লক্ষীর দানাটুকু যায় নি—

প্রিয়। (তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) কেন, কেন? পেট নাবাচ্ছে? গা বমি-বমি করচে?

দুলেবৌ। না বাবাঠাকুর।

প্রিয়। তবে কি? পেট ফুলচে? ক্ষিদে নেই?

দুলেবৌ। ক্ষিদি বড্ড বাবাঠাকুর।

প্রিয়। ওঃ—তাই বল্। সেও যে একটা মস্ত রোগ—স্যাট্রাম, আইয়োডম, আরও ঢের ওষুধ আছে। এতক্ষণ বলিস নি কেন—দেখে শুনে যে একদাগ খাইয়ে দিতে পারতাম। চল্ দেখি—

দুলেবৌ। ওষুধ চাই না বাবাঠাকুর, দুটো চাল পেলে মেয়েটাকে ফুটিয়ে দিই—

প্রিয়। (ক্রুদ্ধভাবে) ওষুধ চাই নে চাল চাই। দূর হ হারামজাদী আমার সুমুখ থেকে। ছোটজাতের মুখে আগুন! (একটু থামিয়া) আবে খেতে পাস নি তো সন্ধ্যের কাছে গিযে বল্‌গে না।

দুলেবৌ। দিদিঠাকরুণকে বলব?

প্রিয়। হাঁ, হাঁ, তাকেই তো বলবি। দেখিস, গিন্নীর কাছে গিয়ে যেন মরিস নে। ঘাটের ধাবে দাঁড়িয়ে থাক গে, দিদিঠাকরুণ এলে বলিস আমার বড় ওষুধের বাক্সে একটা আট আনি আছে দিতে।

দুলেবৌ। আচ্ছা যাই বাবাঠাকুর। পেরনাম।

যাইতে উদ্যত

প্রিয়। কিন্তু খবরদার বলে দিচ্চি, ব্যামো হলে আগে আমাকে ডাকতে হবে। তখন যে বিপ্‌নের কাছে গিয়ে দাঁড়াবি তা হবে না।

দুলেবৌ। না বাবাঠাকুর তাঁর কাছে যাব না। পেরনাম হই বাবাঠাকুর।

দুলেবৌ যেদিক হইতে আসিযাছিল সেই দিক দিয়া প্রস্থান কবিল।

প্রিব ব্যস্তভাবে সম্মুখে অগ্রসর হইতেই ত্রৈলোক্য ও বুড়া ষষ্ঠীচবণ তাঁহার সম্মুখেব পথ দিয়া প্রবেশ কবিযা তাঁহাব পদধূলি লইল।

প্রিয়। কি হে ত্রৈলোক্য নাকি? ষষ্ঠীচরণ যে! বলি বাড়ির সব খবব ভাল তো?

ত্রৈলোক্য। আজ্ঞে হাঁ, আপনার আশীর্বাদে আমাদের খবর সব ভাল। সবাই ভাল আছে।

প্রিয়। ভাল, ভাল। যে দিনকাল পড়েচে, আমার তো নাইবার-খাবার

সময় নেই। ঘরে ঘরে সর্দি কাশী, একটু অবহেলা করেচ কি ব্রঙ্কাইটিস। সকালেই যাওয়া হচ্চে কোথায় ?

ত্রৈলোক্য। আজ্ঞে আপনারই কাছে।

প্রিয়। কেন, কেন, আমার কাছে কেন? এই যে বললে সবাই ভাল আছে?

ত্রৈলোক্য। আজ্ঞে তা নয়। কি জানেন লোকজনের চলাচলের বড় দুঃখ হচ্চে জামাইবাবু, তাই খালটার ওপরে একটা সাঁকো তৈরি করচি। আপনার ঐ বৈকুণ্ঠের দরুণ বাঁশ ঝাড়টা না দিলে তো আর কিছু হয় না।

প্রিয়। (রাগ করিয়া) কিন্তু আমি দিতে যাব কেন ? গাঁয়ে কি আর মানুষ নেই ?

ষষ্ঠীচরণ। যদি অভয় দেন তো বলি জামাইবাবু, এ গাঁয়ে আপনি ছাডা আর মানুষ নেই। আপনি দয়া করেন তো দশজনে চলে বাঁচবে, এই যে আমরা চাষীমানুষ কোথায় পাব বাঁশ কেনবার টাকা ?

প্রিয়। লোকজনের কি কষ্ট হচ্চে নাকি ?

ত্রৈলোক্য। মরে যাচ্চে জামাইবাবু, হাত পা ভেঙে একেবারে মরে যাচ্চে।

প্রিয়। তা তো বুঝলুম, কিন্তু গিন্নী শুনলে যে ভারী রাগ করবে।

ষষ্ঠীচরণ। আপনি দিলে মাঠাকরুণ করবেন কি ? তখন না-হয় সবাই গিয়ে তাঁর পায়ে উপুড় হয়ে পড়ব।

প্রিয়। আচ্ছা, লোকজনেব কি খুব কষ্ট হচ্চে ?

ত্রৈলোক্য। সে আর কি বলব জামাইবাবু, রোজই একটা না একটার হাত-পা ভাঙচে।

প্রিয়। তাহলে আর কি করা যাবে, নাও গে যাও—কিন্তু গিন্নী যেন শুনতে না পায়। উঃ—বড় বেলা হয়ে গেল—রসকে বাগ্দীর পরিবারটা রাত্রে কেমন ছিল কে জানে। ব্রায়োনিয়ার অ্যাকশানটা—নড়লে চড়লে ব্যথা—হতেই হবে। আচ্ছা চললুম—চললুম। দ্রুত প্রস্থান

ষষ্ঠীচরণ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

ত্রৈলোক্য। ক্ষ্যাপাটে লোকে বলে বটে, কিন্তু খুড়ো, পাগলাঠাকুর ছাড়া গরীব-দুঃখীর দরদও কেউ বোঝে না। মন যেন গঙ্গাজলের মত পবিত্র।

ষষ্ঠীচরণ। হুকুম যখন হয়ে গেল ত্রৈলোক্য তখন আর দেরি নয়, এখন কাজটা শেষ ক'রে ফেলা যায় যাতে তার চেষ্টা করা যাক।

ত্রৈলোক্য। সে আর বলতে! তাড়াতাড়ি চল খুড়ো।

যে দিক দিয়া আসিয়াছিল, উভয়ের সেই দিকে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

অরুণের পাঠ-গৃহ। অপরাহ্ন।

একটি টেবিলের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া উপরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অরুণ বসিয়া আছে, তাহার কোলের উপর একখানা মোটা বই খোলা। তাহাকে দেখিলেই মনে হয় সে খুব চিন্তিত ও ক্লান্ত। সন্ধ্যা সদর দরজা দিয়া চুপি চুপি আসিয়া অরুণের সামনে দাঁড়াইয়া কহিল—

সন্ধ্যা। এ কি অরুণদা, এমন অ-বেলায় ঘুমুচ্চ নাকি?

অরুণ। (ক্লান্তভাবে) না ঘুমোই নি, কিন্তু তুমি এখানে? ব'সো।

সন্ধ্যা। আমার বসবার সময় নেই। পুকুরে গা ধুতে এসে তোমার এখানে লুকিয়ে এসেচি। আমাদের একটা মান রাখবে অরুণদা?

অরুণ। (বিস্মিতভাবে) মান? তোমাদের? নিশ্চয় রাখব সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা। তা আমি জানতুম। বাবার কাছে শুনলুম এ কদিন তুমি কাজে যাও নি, বাড়ি থেকে পর্যন্ত বেরোও নি—কেন শুনি?

অরুণ। আমার শরীর ভাল নয়।

সন্ধ্যা। না থাকা আশ্চর্য নয়, কিন্তু তা নয়। বাবা তাহলে সকলের আগে সেই কথাটাই বলতেন। তোমার এখানে বাবা তো প্রতিদিনই একবার আসেন। এখানে এসে তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে তামাক না খেলে তো তাঁর ঘুমই হয় না। তাঁর চোখকে কি ক'রে তুমি ফাঁকি দেবে?

অরুণ। তবে, কি কারণ?

সন্ধ্যা। কারণ আমি জানি অরুণদা

অরুণ। (নিস্পৃহভাবে) ভাল!

সন্ধ্যা। কিন্তু আমাদের বাড়িতে তুমি আর কখনো যেয়ো না।

অরুণ। না—শুধু কেবল তোমাদের বাড়িতে নয়—এ গ্রামের বাস তুলে দিয়ে আর কোথাও যাব কি না, আমি সেই কথাই দিনরাত ভাবচি।

সন্ধ্যা। জন্মভূমি ত্যাগ করে চলে যাবে?

অরুণ। জন্মভূমিই তো আমাকে ত্যাগ করছে সন্ধ্যা। আচারের মর্যাদা বাঁচাতে তোমাকেও যখন মুখের পান ফেলে দিতে হ'লো, তোমারও কাছে আমি যখন এমন অশুচি হয়ে গেছি, তখন এই লাঞ্ছনা সয়েও কি আমাকে তুমি এই গ্রামে থাকতে বল?

সন্ধ্যা। কিন্তু এ লাঞ্ছনা কি তুমি নিজেই টেনে আনো নি অরুণদা?

অরুণ। কি জানি! কিন্তু, আচ্ছা সন্ধ্যা, প্রায়শ্চিত্ত করলে কি এর কোন উপায় হয় বলতে পার?

সন্ধ্যা। হতে পারে, কিন্তু একদিন আত্মমর্য্যাদা হারাবার ভয়ে তুমি রাজি হও নি—আবার আজ যদি নিজেই তাকে বিসর্জন দাও তো, আমি বলি অরুণদা, তুমি আর যাই কর, এখানে আর থেকো না!

অরুণ। কিন্তু তোমার ঘৃণা যে সেখানেও আমাকে টিকতে দেবে না!

সন্ধ্যা। কিন্তু তাতেই বা তোমার কতটুকু ক্ষতিবৃদ্ধি?

অরুণ। সন্ধ্যা! একথা তুমিও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারলে?

সন্ধ্যা। তুমি যে আমার লজ্জার, আমার সঙ্কোচের আবরণটুকু রাখতে দিলে না অরুণদা। আভাসে ইঙ্গিতে তোমাকে কতবার জানিয়েচি সে কিছুতেই হয় না, তবুও তোমার ভিক্ষার জবরদস্তি যেন কোনমতেই শেষ হতে চায় না। বাবা রাজি হতে পারেন, মাও ভুলতে পারেন, কিন্তু আমি তো ভুলতে পারি নে আমি কতবড় বামুনের মেয়ে।

অরুণ। (হতবুদ্ধি হইয়া) আর আমি?

সন্ধ্যা। তুমিও আমার স্বজাতি—কিন্তু তবুও বাঘ আর বেরাল তো এক নয় অরুণদা।

কথা বলিয়া ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধ্যা মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। অরুণ আর কথা কহিল না, কেবল সন্ধ্যার মুখের উপর হইতে নিজের বিস্মিত ব্যথিত চোখ দুটি সরাইয়া লইল। সন্ধ্যা জোর করিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিল—

সন্ধ্যা। তুমি যেখানেই যাও না অরুণদা, আমাকে কিন্তু সহজে ভুলতে পারবে না। অনেককাল তোমার মনে থাকবে, বার বার এত অপমান তোমাকে কেউ করে নি।

অরুণ। (মুখ তুলিয়া) তুমি যে জন্যে এসেছিলে তা তো এখনো বল নি?

সন্ধ্যা। (আত্মবিস্মৃতভাবে) পৃথিবীতে আশ্চর্যের অন্ত নেই। অথচ আমার মান তুমি না রাখলে পৃথিবীতে আর কেউ রাখবার নেই!—এ তোমার বিশ্বাস হয় অরুণদা?

অরুণ। কি বল না।

সন্ধ্যা। এককড়ি দুলের বিধবা স্ত্রীকে আর তার মেয়েকে এককড়ির বাপ তাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমার বাবা তাদের ডেকে এনেছেন। আমি দিয়েছি তাদের আশ্রয়।

অরুণ। কোথায়?

সন্ধ্যা। আমাদের পুরানো গোয়ালঘরে। কিন্তু বামুনপাড়ার মধ্যে তারা থাকতে পাবে না।

অরুণ। কেন ?

সন্ধ্যা। কেন কি ? তারা যে ছুলে! তারা আমাদের পুকুর-ঘাট থেকে খাবার জল নেয়, তারা পথের ওপর ছাগলকে ফ্যান খাওয়ায়—গোলকঠাকুর্দা না জেনে পাছে মাড়িয়ে ফেলেন—মা প্রতিজ্ঞা করেছেন কাল সকালে তাদের ঝাঁটা মেরে বিদায় ক'রে তবে স্নান করবেন। তুমি তাদের স্থান দাও অরুণদা —তাদের কিছু নেই—তারা একেবারে নিরাশ্রয়।

অরুণ। বেশ, কিন্তু কোথায় স্থান দেব ?

সন্ধ্যা। তা আমি জানি নে—যেখানে হোক। তুমি ছাড়া আর আমি কাকে গিয়ে বলব ?

অরুণ। (একটু ভাবিয়া) আমার উড়ে মালিটা বাড়ি চলে গেছে—তার ঘরটাতে কি তারা থাকতে পারবে ? না-হয় একটু আধটু সারিয়ে দেব।

সন্ধ্যা। (উল্লসিতভাবে) খুব থাকতে পারবে।

অরুণ। তাহলে তাদের পাঠিয়ে দাও গে। মালিটা ফিরে এলে তার অন্য ব্যবস্থা করে দেব।

সন্ধ্যা। অরুণদা, এখন তো আমার মুখে পান নেই, তোমাকে একটা প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিই।

গড় হইয়া সন্ধ্যা পায়ের ধুলো লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অরুণ। এর কোন প্রয়োজন ছিল না সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা। প্রয়োজন তোমার ছিল না, কিন্তু আমার ছিল। আমি যাই অরুণদা।

বিদায় লইতে উদ্যত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা মুগ্ধদৃষ্টিতে অরুণের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া সুর করিয়া গাহিল—

বঁধু হে, ছাড়িয়া নাহিক দিব।
হিয়ার মাঝারে রাখিব তোমারে
সদাই দেখিতে পাব॥

গাহিতে গাহিতে সন্ধ্যার প্রস্থান

অরুণ তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রিয় মুখুয্যের বাড়ির দরদালান (দৃশ্যপট পূর্ববৎ)। মধ্যাহ্ন।

জগদ্ধাত্রী পুষ্করিণী হইতে স্নান করিয়া এলো চুলে, হাতে একটি জলপূর্ণ পাত্র লইয়া খিড়কির দরজা দিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, পিছন হইতে রাসমণি আসিয়া কহিলেন—

রাসমণি। জগো, স্নান হয়ে গেল মা? তোর ঐ পাগলী মেয়েটা কি তপিস্যেই করেছিল! আঁ্যা, এ যে স্বপনের অতীত!

জগদ্ধাত্রী। কি হয়েছে মাসি? কি করেছে সন্ধ্যে?

রাসমণি। যা করেছে তা পৃথিবীতে কোন্ মেয়ে করে করেছে শুনি? যা এই ভিজে চুলে গিয়ে শ্রীধরকে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার কর্ গে। কিন্তু আমাকে বাছা, ইষ্টি কবজখানি গলায় ধারণ করতে একটি সরু সোনার গোট তৈরি করিয়ে দিতে হবে, তা কিন্তু আগে থেকে বলে রাখচি।

জগদ্ধাত্রী। কি হয়েচে মাসি? খুলে না বললে বুঝব কি ক'রে?

রাসমণি। (মৃদু হাসিয়া) খুলে বলতে হবে? তবে বলি! তোরা মায়ে-ঝিয়ে ঢের পুণ্যি করেছিলি নইলে এ কখনো হয় না। ভেবে মরছিলি মেয়েটার বিয়ে দিবি কি করে—এখন যা—একেবারে রাজার শাশুড়ী হয়ে বস্ গে।

জগদ্ধাত্রী। এ সব কি বলছ মাসি?

রাসমণি। ঠিকই বলছি মা, ঠিকই বলছি। (জগদ্ধাত্রীর বাম বাহুটা নিজের মুঠার মধ্যে গ্রহণ করিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস ফিস করিয়া) কথাটা গোপনে রাখিস মা, আহ্লাদে এখুনি জানাজানি করে ফেলিস নে—ভাঙচি পড়ে যেতে পারে। আমাকে ছাড়া নাকি চাটুয্যেদাদা আর জন-প্রাণীকে বিশ্বাস করেন না, তাই সকালেই ডেকে আমাকে বললেন, রাসু, জগদ্ধাত্রীকে খবরটা দিয়ে এসো গে দিদি। তার মেয়ের জন্যে আর ভেবে মরতে হবে না—আমার হাতেই সঁপে দিয়ে একেবারে রাজার শাশুড়ী হয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে ঘরে বসুক গে।

জগদ্ধাত্রী। ওঃ, এই কথা! আমি ভাবলেম মাসি বুঝি সত্যি সত্যিই সন্ধ্যের বিয়ের কোন একটা খবর এনেছে! মাসি, গোলকমামা তোমাকে তামাসা করেছেন। এটা বুঝতে পারনি?

রাসমণি। তামাসা কি লো? এতটা বয়স হ'লো তামাসা কাকে বলে জানি নে! তা ছাড়া ভাই-বোনে তামাসা?

জগদ্ধাত্রী। তামাসা বই কি মাসি। এ কি কখনো হতে পারে?

রাসমণি। তা সত্যি বাছা—আমারও প্রথমে তাই মনে হয়েছিল! মনে হয়েছিল, বুঝি-বা স্বপ্নই দেখচি। কিন্তু পরেই বুঝলুম, না, জেগেই আছি। মেয়েটার অদৃষ্ট বটে! নইলে কুলীনের মেয়ের ভাগ্যে এ কেউ কখনো দেখেচে না শুনেচে। আশীর্বাদ করি জন্ম এয়োস্ত্রী হয়ে থাক। আর দেখ্, চাটুয্যেদাদার ইচ্ছেটা, এই সামনের অঘ্রাণের পরেই নাকি এক বচ্ছর অকাল, তাই শুভ কাজে আর দেরি না করাই ভাল। আমারও বাছা তাই মত। আর হবেই না বা কেন বল? মেয়ে যে একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমে। দেখলে মুনির মন টলে যায়, তা আবার গোলক চাটুয্যে! এখন আমি চললুম জগো, বেলা হয়ে গেল—ও বেলা আবার তখন আসব।

সহাস্যে জগদ্ধাত্রীর বাহুর উপর একটু আঙুলের চাপ দিয়া রাসমণি বাহির হইয়া গেলেন। জগদ্ধাত্রী খানিকক্ষণ স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া, টলিতে টলিতে গিয়া দালানের উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িতেই তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সদরের দরজা দিয়া সন্ধ্যা একখানা চিঠি পড়িতে পড়িতে এক পা এক পা করিয়া প্রবেশ করিয়া, কোন দিকে না চাহিয়াই ডাক দিল—

সন্ধ্যা। মা, মা গো?

জগদ্ধাত্রী। (তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া চোখ দুটা মুছিয়া ফেলিয়া ভারী গলায়) কেন মা?

সন্ধ্যা। (চমকিয়া মুখ তুলিয়া) কি হয়েছে মা?

জগদ্ধাত্রী। (সহজ হইবার চেষ্টা করিয়া) কিছুই ত হয় নি মা।

সন্ধ্যা। (নিজের আঁচল দিয়া মায়ের অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া করুণ কণ্ঠে) আবার বাবা কি আজ কিছু করেছেন মা?

জগদ্ধাত্রী। না।

সন্ধ্যা মায়ের কথা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া আস্তে আস্তে তাঁহার পাশে বসিয়া কহিল—

সন্ধ্যা। সংসারে সব জিনিস মানুষের মনের মত হয় না মা। সবাই তো আমার বাবাকে পাগ্লা ঠাকুর বলে ডাকে, তুমিও কেন তাঁকে তাই মনে ভাবো না।

জগদ্ধাত্রী। তারা ভাবতে পারে তাদের কোন লোকসান নেই—কিন্তু আমার মত কাউকে তো জ্বালা পোহাতে হয় না সন্ধ্যে!

সন্ধ্যা। (করুণ সুরে) আমার যদি সাধ্য থাকতো মা, তাহলে বাবাকে নিয়ে আমি বনে-জঙ্গলে কি পাহাড়ে-পর্বতে এমন কোথাও চলে যেতেম, পৃথিবীর কাউকে তাঁর জন্যে আর জ্বালা সইতে হ'তো না।

জগদ্ধাত্রী তাড়াতাড়ি কন্যার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন গ্রহণ করিয়া সস্নেহে বলিলেন—

জগদ্ধাত্রী। বালাই। ষাট। কিন্তু আমি যেন তোর সৎমা। তাঁর অর্ধেকও তুই যদি আমাকে ভালবাসতিস সন্ধ্যে?

সন্ধ্যা। তোমাকে কি ভালবাসিনে মা?

জগদ্ধাত্রী। কিন্তু তাঁর কাছে তোর যেন সারা প্রাণটা পড়ে আছে—পায়ে কাঁকরটি না ফোটে এমনি তোর ভাব। তুই বেশ জানিস তাঁর ওষুধে কিছু হয় না, তবু তুই প্রাণটা দিতে বসেছিস, কিন্তু আর কারও ওষুধ খাবি নে—পাছে তাঁর লজ্জা হয়। এ সব কি আমি টের পাই নে সন্ধ্যে।

সন্ধ্যা দুই হাতে মায়ের গলা জড়াইয়া হাসিয়া বলিল—

সন্ধ্যা। তাই বই কি। বাবার মত ডাক্তার কি কোথাও আছে নাকি?

জগদ্ধাত্রী। নেই, সে কথা সত্যি।

সন্ধ্যা। যাও—তোমাকে ঠাট্টা করতে হবে না। মানুষের অসুখ বুঝি একদিনেই ভাল হয়ে যায়? আমি তো আগের চেয়ে ঢের সেরে উঠেচি। ভাল কথা মা, দুলেবৌরা উঠে গেছে।

জগদ্ধাত্রী। কখন গেল?

সন্ধ্যা। কি জানি। বোধ হয় ভোরে উঠেই চলে গেছে।

জগদ্ধাত্রী। কোথায় উঠে গেল জানিস?

সন্ধ্যা। (তাচ্ছিল্যভরে) অরুণদার ওই পিছনের বাগানটাতে বুঝি। তাঁর উড়েমালীর একটা ভাঙা পোড়ো ঘর ছিল না—তাতেই বোধ হয়।

জগদ্ধাত্রী। অরুণের কাছে কে তাদের পাঠালে? তুই বুঝি?

সন্ধ্যা। অরুণদার কাছে আমি কেন তাদের পাঠাতে যাব মা? আমি কাউকে কারুর কাছে পাঠাই নি।

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি হাতের চিঠিখানা মায়ের চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়া বলিল—

এই নাও পড়।

জগদ্ধাত্রী। কার চিঠি সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা। আসল কথাটাই তোমাকে এখনো বলা হয় নি মা। আমার সন্ন্যাসিনী ঠাকুরমা এবার কাশী থেকে সত্যি সত্যিই আসবেন লিখেছেন। তিনি তো কখনো মিথ্যা বলেন না মা—এবার বোধ হয় তাঁর দয়া হয়েছে।

জগদ্ধাত্রী। মার চিঠি? কবে আসবেন লিখেছেন? আমি যে তাঁকে অনেক করে সেদিন চিঠি লিখে জানিয়েছিলেম তোমার একমাত্র পৌত্রীর

বিবাহে কেবল উপস্থিত হওয়া নয়—কন্যা দান করতে হবে। পড়্ না মা সব চিঠিখানা।

সন্ধ্যা। তোমার চিঠির জবাব তুমিই পড় না মা!

মায়ের হাতে চিঠিখানা দিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান

জগদ্ধাত্রী। পাগলী মেয়ে! বিয়ের কথা আছে ব'লে পড়তে লজ্জা হ'লো!

জগদ্ধাত্রী নিবিষ্টচিত্তে চিঠিখানার উপর আগাগোড়া চক্ষু বুলাইয়া অস্ফুটস্বরে পড়িতে লাগিলেন—

জগদ্ধাত্রী। "কন্যা আমি কিছুতেই দান করিতে পারিব না—তবে আমি উপস্থিত থাকিব।"

এইটুকু পড়িয়া খানিকক্ষণ অতি চিন্তিতভাবে গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকিয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন—

কেন? কেন পারবেন না!

অতি ব্যস্তভাবে সদর দরজা দিয়া প্রিয়র প্রবেশ। কোনদিকে না তাকাইয়া তিনি নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন—

প্রিয়। দুটো দিন যাই নি, দুটো দিন দেখি নি, অমনি হাইপোকণ্ড্রিয়া ডেভেলপ করেচে।

জগদ্ধাত্রী। (শ্রান্ত কণ্ঠে) কার কি হয়েছে?

প্রিয় পিছন ফিরিয়া জগদ্ধাত্রীকে দেখিয়া কহিলেন—

প্রিয়। অরুণের ঠিক হাইপোকণ্ড্রিয়া! আমি যা ডায়াগ্নোস করব, কারুর বাবার সাধ্য আছে কাটে? কৈ বিপ্নে বলুক তো এর মানে কি!

জগদ্ধাত্রী। (উদ্বিগ্ন হইয়া) কি হয়েছে অরুণের?

প্রিয়। ঐ তো বল্লুম গো। বিপ্নেই বুঝবে না তা তুমি! তবু তো সে যা হোক একটু প্রাকটিস-ফ্রাকটিস করে। জিনিসপত্র বাঁধা হচ্ছে—বাড়ি ঘর-দোর-জমি-জায়দাদ বিক্রী হবে—হারাণ কুণ্ডুকে খবর দেওয়া হয়েছে—ভাগ্যে গিয়ে পড়লুম! যেদিকে যাব না, যেদিকে একদিন নজর রাখব না অমনি একটা অঘটন ঘটে বসবে! এমন করে আমার তো প্রাণ বাঁচেনা বাপু। সন্ধ্যে? কোথা গেলি আবার? ধাঁ ক'রে মেটিরিয়া-মেডিকাখানা নিয়ে আয় তো মা, একটা রেমিডি সিলেক্ট ক'রে তারে খাইয়ে দিয়ে আসি!

ঘরের মধ্য হইতে "যাই বাবা" বলিয়া সাড়া দিয়া একখানা মোটা বই হাতে সন্ধ্যা আসিয়া মায়ের কাছে দাঁড়াইল।

জগদ্ধাত্রী। (রাগ করিয়া) পায়ে পড়ি তোমার, খুলেই বল না ছাই কি হয়েছে অরুণের?

প্রিয়। (চমকিয়া উঠিয়া) আহা, হাইপো—মানসিক ব্যাধি! আজ-কালের মধ্যেই সে দেশ ছেড়ে চলে যেতে চায়—হারাণ কুণ্ডুকে সমস্ত বেচে দিয়ে। তা হবে না, হবে না—ওসব হতে আমি দেব না। একটি ফোঁটা দু শ' শক্তির—

জগদ্ধাত্রী। (ব্যাকুল কণ্ঠে) বাড়ি-ঘর বিক্রী ক'রে চলে যাবে অরুণ? সে কি পাগল হয়ে গেল?

প্রিয়। (হাতখানা সুমুখে তুলিয়া ধরিয়া) উঁহুঁ, তা নয়, তা নয়। নিছক হাইপোকণ্ড্রিয়া। পাগল নয়—তাবে বলে ইন্স্যানিটি। তার আলাদা ওষুধ। বিপ্‌নে হলে তাই বলে বসত বটে, কিন্তু—

জগদ্ধাত্রী কটাক্ষে একবার মেয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া সহসা দৃঢ়কণ্ঠে অতি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন—

জগদ্ধাত্রী। তোমার নিজের কথা আমার শোনবার সময় নেই। অরুণ কি দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাচ্চে?

প্রিয়। চাইচে? একেবারে ঠিকঠাক। কেবল আমি গিয়ে—

জগদ্ধাত্রী। ফের্ আমি?—অরুণ কবে যাবে?

প্রিয়। কবে? আজও যেতে পারে, কালও যেতে পারে, শুধু হারাণ কুণ্ডু ব্যাটা—

জগদ্ধাত্রী। হারাণ কুণ্ডু সমস্ত কিনবে বলেচে?

প্রিয়। নিশ্চয়, নিশ্চয়। সে ব্যাটা তো কেবল ঐ চায়। জলের দামে পেলে—

জগদ্ধাত্রী। এ কথা গ্রামের আর কেউ জানে?

প্রিয়। কেউ না, জনপ্রাণী নয়। কেবল আমি ভাগ্যে—

জগদ্ধাত্রী। তোমার ভাগ্যের কথা আমার জানবার সাধ নেই। তুমি শুধু তাকে একবার ডেকে দিতে পারো? বলবে, তোমার খুড়িমা এখ্খুনি একবার অতি অবশ্য ডেকেচেন।

সন্ধ্যা। (দৃঢ়কণ্ঠে) কেন মা তাঁকে তুমি বার বার অপমান করতে চাও? তোমার কাছে তিনি কি এমন অপরাধ করেছেন শুনি?

জগদ্ধাত্রী। (আশ্চর্য হইয়া) কে তাকে অপমান করতে চাইচে সন্ধ্যে?

সন্ধ্যা। না, তুমি কখ্খনো তাঁকে এ বাড়িতে ডেকে পাঠাতে পারবে না।

জগদ্ধাত্রী। ডেকে দুটো ভাল কথা বলতেও কি দোষ ?

সন্ধ্যা। (উত্তেজিতভাবে) ভাল হোক মন্দ হোক, তিনি থাকুন বা যান, বাড়ি বিক্রী করুন বা না করুন, আমাদের সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ যে এ তুমি বলতে যাবে ? এ বাড়িতে যদি তুমি তাঁকে ডেকে আনো মা, আমি তোমারই দিব্যি করে বলচি ওই পুকুরের জলে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে মরব।

বই হাতে দ্রুতবেগে প্রস্থান

দুঃসহ বিস্ময়ে জগদ্ধাত্রী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া রহিলেন, কেবল প্রিয় চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—

প্রিয়। আহা, বইখানা দিয়ে যা না ছাই! বেলা হয়ে গেল, একটা রেমিডি সিলেক্ট ক'রে ফেলি সন্ধ্যা ?

সন্ধ্যা ফিরিয়া আসিয়া হাতের বইটা জগদ্ধাত্রীর পাশে রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল। প্রিয় দালানের উপর উঠিয়া জগদ্ধাত্রীর পাশে বসিয়া বই খুলিয়া নিবিষ্টচিত্তে পড়িতে লাগিলেন। জগদ্ধাত্রী কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া দালান হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত ধীরভাবে স্বামীকে কহিলেন—

জগদ্ধাত্রী। তুমি মেয়ের বিয়ে কি দেবে না ঠিক করেছ ?

প্রিয়। (বইয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া) দেব না ? নিশ্চয়ই দেব।

জগদ্ধাত্রী। কবে দেবে ? শেষে একটা কিছু হয়ে গেলে দেবে ?

প্রিয়। (বই হইতে মুখ না তুলিয়া) কি হয়ে গেলে ?

জগদ্ধাত্রী। তোমার মাথা আর মুণ্ডু! বলি রসিকপুরে যাও না একবার।

প্রিয় খোলা পাতার একটা স্থান আঙুল দিয়া চাপিয়া ধরিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া কহিলেন—

প্রিয়। রসিকপুরে ? কার কি হয়েছে ? কেউ খবর দিয়ে গেছে নাকি ? কখন দিয়ে গেল ?

জগদ্ধাত্রী। হা আমার কপাল! এ রুগীর কথা হচ্ছে না, সন্ধ্যের পাত্রের কথা বলচি। জয়রাম মুখুয্যের নাতি বীরচন্দ্রের সঙ্গে যে বিয়ের একটা কথা হয়েছিল, যাও না, গিয়ে একবার পাত্রটিকে দেখেই এসো না। বাঁড়ুয্যের ছেলে, ঘরও তো ভাল!

প্রিয়। কিন্তু যাই কখন ? দেখলে তো একটা বেলা না থাকলে কি কাণ্ড হয়ে যায়। অরুণের ওই দশা, আবার চাটুয্যেমশায়ের ওখান থেকে খবর দিয়ে গেছে তাঁর শালীর নাকি ভারী অসুখ।

জগদ্ধাত্রী। কার ? জ্ঞানদার ? কি হ'ল আবার তার ?

প্রিয়। অম্বল! অম্বল! খাবার দোষে অজীর্ণ রোগ। কেবল গা বমি-বমি—অরুণের ওখান থেকে ফিরে গিয়ে একটি ফোঁটাই—

জগদ্ধাত্রী। তাঁদের ওষুধ দেবার ঢের লোক আছে। তোমার পায়ে পড়ি একবার যাও রসিকপুরে। পাত্রটিকে একবার দেখে এসে যা হোক ক'রে মেয়েটার একটা উপায় কর।

প্রিয়। (আমতা আমতা করিয়া) কিন্তু পাত্রটি যে শুনি ভারি বকাটে। কেবল নেশা ভাঙ—

জগদ্ধাত্রী আর ধৈর্য রাখিতে পারিলেন না। সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন—

জগদ্ধাত্রী। হোগ গে বকাটে, তবু মেয়েটা দুদিন নোয়া-সিঁদুর পরতে পাবে। তুমি কি? তোমার হাতে আমার বাপ-মা যদি মেয়ে দিতে পেরে থাকেন, তুমিই বা পারবে না কেন?

অঞ্চলে চোখ মুছিতে মুছিতে দ্রুতবেগে প্রস্থান

প্রিয় অবাক হইয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, তাহার পরে বইখানি মুড়িয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রস্থান করিতে করিতে বলিলেন—

প্রিয়। দু-দুটো সাংঘাতিক রুগী হাতে—এমন ধারা করলে কি রেমিডি সিলেক্ট করা যায়!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাতঃকাল

গোলকের বাড়ির ভাঁড়ারঘর। ঘরের পাশ দিয়া একটি বারান্দা চলিয়া গিয়াছে। মেঝের উপর তরিতরকারির দু-তিনটি ডালা। জ্ঞানদা বঁটিতে একটা বেগুন কুটিতেছে। তাহার মুখ চিন্তা ও বিষাদের ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন। চোখ দুটি আরক্ত, তাহাতে অশ্রুর আভাস বিদ্যমান। স্নান, পূজাহ্নিক প্রভৃতি সারিয়া মূর্তিমান ব্রাহ্মণের ন্যায় গোলক খড়ম পায়ে বারান্দা দিয়া যাইতে যাইতে অকস্মাৎ ঘরের মধ্যে জ্ঞানদাকে কুটনা কুটিতে দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

গোলক। অ্যাঁ, এ সব কি হচ্চে বল দিকি ছোটগিন্নী? অসুখ শরীরে গৃহস্থালির ছাই-পাঁশ খাটুনিগুলো কি না খাটলেই নয়? আচ্ছা, দেহ আগে না কাজ আগে?

জ্ঞানদা যেমন কুটনো কুটিতেছিল তেমনি কুটনো কুটিতে লাগিল। কোন উত্তর দিল না—একবার মুখ তুলিয়াও চাহিল না।

ব্যাপার কি? আজ সকালে আছ কেমন?

জ্ঞানদা সামনের বঁটিটার উপর চোখ রাখিয়া বলিল—

জ্ঞানদা। ভালো।

গোলক। (অতিশয় আশ্বস্ত হইয়া) ভালো, ভালো। আমি জানি কিনা, প্রিয় হোক খ্যাপা পাগলা, কিন্তু ওষুধ দেয় যেন ধন্বন্তরী। কিন্তু যেমন বলে যাবে টাইম মত খেতে হবে। তাচ্ছিল্য করলে চলবে না তা কিন্তু বলে যাচ্চি। প্রিয়কে বিশেষ করে বলে দিয়েছি দুটি বেলা এসে দেখে যাবে—সকালে এসেছিল তো?

জ্ঞানদা। (নতমুখে) হাঁ।

গোলক। (মহা খুশী হইয়া) আসবে বৈকি। আসবে বৈকি। সে যে আমার ভারি অনুগত। কিন্তু ঝি বেটি গেল কোথায়? সে যাবে ওষুধ দিয়ে, আর তুমি এদিকে খেটে খেটে শরীর পাত করবে তা আমি হতে দিতে পারব না। বলি, গেল কোথা সব? থাক্ এ সব পড়ে! যাও, তোমার ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম কর গে—মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

যাইতে উদ্যত

জ্ঞানদা। (সজল দৃষ্টি গোলকের মুখের প্রতি স্থির করিয়া অকস্মাৎ গাঢ় কণ্ঠে) তুমি কি প্রিয়বাবুর মেয়ে সন্ধ্যাকে বিয়ে করতে চেয়েচ? আমাকে ঠকিয়ো না, সত্যি বল।

গোলক। আমি? সন্ধ্যাকে? কে বললে?

জ্ঞানদা। যেই বলুক। রাসুদিদিকে তুমি তার মায়ের কাছে পাঠিয়েছিলে? সামনের অগ্রাণেই সব স্থির হয়ে গেছে? ভগবানের দোহাই, সত্যি কথা বল।

গোলক। (শাসাইয়া) বাসি বামনি বলে গেছে? আচ্ছা দেখচি তাকে। আমি—

জ্ঞানদা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) কেন তবে তুমি আমার এ সর্বনাশ করলে? মুখ দেখাবার, দাঁড়াবার যে আর আমার কোথাও স্থান নেই।

গোলক ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে সভয় দৃষ্টিপাত করিয়া হাত তুলিয়া চাপা গলায় বলিতে লাগিলেন—

গোলক। আহা-হা! কর কি, কর কি! লোকজন শুনতে পাবে যে! মিছে—মিছে—মিছে কথা গো! ঠাট্টা—

জ্ঞানদা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) না কখ্খনো ঠাট্টা নয়—কখ্খনো এ মিথ্যে নয়। এ সত্যি! এ সত্যি! তুমি সব পারো! তোমার অসাধ্য কাজ নেই!

গোলক। না না, বলচি এ ঠাট্টা—তামাসা—নাতনী সুবাদে—আহা হা! চুপ কর না—ঝি-চাকর এসে পড়বে যে!

বলিতে বলিতে দ্রুত প্রস্থান

জ্ঞানদার হাতের বেগুন হাতেই রহিল, সে মুখের ভিতর অঞ্চল গুঁজিয়া দিয়া একটা বুকফাটা ক্রন্দনকে প্রাণপণে নিরোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সদুদাসী একটা ঝুড়িতে গোটাকতক কাঁচা তরকারি লইয়া প্রবেশ করিয়া জ্ঞানদাকে তদবস্থায় দেখিয়া কহিল—

সদু। তোমার কি কোন অসুখ করচে মাসিমা? বাবুকে কি খবর দেব?

জ্ঞানদা তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া কহিল—

জ্ঞানদা। না, আমার কোন অসুখ করে নি।

সদু। তাই ভাল। মোনা চাষী এগুলো দিয়ে গেল। আমি চললুম মাসিমা।

সদুর প্রস্থান

জ্ঞানদা বঁটির সম্মুখে নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। খানিকক্ষণ পরে একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকের পশ্চাতে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি লাঠির দ্বারা পথ ঠাওর করিতে করিতে ভিতরে প্রবেশ করিয়াই বলিয়া উঠিলেন—

বৃদ্ধ। আমার মা কোথায় গো ?

জ্ঞানদা চমকিয়া মাথা তুলিয়া উঠিয়া আসিয়া তাঁহার পদতলে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ ঠাওর করিয়া তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া আশীর্বাদ করিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন—

বুড়ো-বুড়িকে এমন ক'রে ভুলে কি ক'রে আছিস মা ?

যে স্ত্রীলোকটি সঙ্গে আসিয়াছিল, সে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল—

স্ত্রীলোক। তা সত্যি বৌদিদি। বুড়ী শাশুড়ী মরে—কেবল মুখে তার 'আমার বৌমাকে নিয়ে এসো—আমার বৌমাকে এনে দাও।' কেমন ক'রে এতদিন ভুলে আছ বল তো ?

জ্ঞানদা নীরবে উদ্গত অশ্রুকে আঁচল দিয়া মুছিতে মুছিতে ঘরের কোণ হইতে একখানা আসন আনিয়া পাতিয়া দিয়া বৃদ্ধের হাত ধরিয়া তাঁহাকে বসাইয়া দিয়া নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধ। চাটুয্যেমশাইকে দুখানা চিঠি দিলাম কিন্তু একটারও জবাব পেলাম না। মনে ভাবলাম তিনি বড়লোক, নানা কাজ তাঁর, আমাদের মত গরীবকে উত্তর দেবার কথা হয়ত তাঁর মনেই নেই।

স্ত্রীলোক। হ'লই বা ভগিনীপতি বড়লোক, তাই বলে ঘরের বৌকে আর কে কতদিন পরের বাড়ি ফেলে রাখতে পারে বৌদিদি ? তা ছাড়া যার সেবা করতে আসা, সেই বোনই যখন মারা গেল! দেখ দেখি এই বুড়ো শ্বশুর কত কষ্ট ক'রে এখানে এসেছেন! আমি বলি—

বৃদ্ধ। থাক্ থাক্ ওসব কথা। বৌমা! তোমার শাশুড়ীঠাকরুণ বড় পীড়িত। আজ দিন ভাল দেখেই পাঠিয়ে দিলেন যে আমার বৌমাকে একবার—

স্ত্রীলোক। বৌদিদি, তোমার জন্যেই বুঝি প্রাণটা তাঁর বেরুচ্চে না। আজ ক'দিন থেকে কেবল বলছেন এনে একবার দেখাও আমার মাকে।

বৃদ্ধ। চাটুয্যেমশায় যে আমার চিঠি দুটো পান নি, তা তো আর আমি জানি নে। আমরা কত কথাই না তোলপাড় করছিলাম। বড় ভাল লোক, সাধু ব্যক্তি। শুনেই বললেন, বিলক্ষণ! আপনাদের বৌ আপনারা নিয়ে যাবেন তাতে বাধা দেবে কে ? তোমার শাশুড়ীর অসুখ শুনে দুঃখ করে বার বার বলতে লাগলেন, আমার বড় বিপদের দিনে জ্ঞানদাকে আপনারা পাঠিয়ে ছিলেন, এখন আপনাদের বিপদের দিনে এমন পাষণ্ড সংসারে কে আছে যে তাকে ফিরে পাঠাতে আপত্তি করবে! এখখুনি নিয়ে যান, আমি পাল্‌কি বেহারাকে খবর দিয়ে দিচ্ছি।

জ্ঞানদা। (বিবর্ণ মুখে) চাটুয্যেমশাই বললেন এই কথা? এখ্‌খুনি পাঠাবেন? —আজই?

স্ত্রীলোক। হাঁ—বললেন বই কি। বরঞ্চ এমনও বলে দিলেন তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়লে তিনটের গাড়ী ধরে অনায়াসে কাল সকাল নাগাদ বাড়ি পৌঁছনো যাবে।

জ্ঞানদা। (হতবাক হইয়া) উনি বললেন পাঠাবেন আজই?

বৃদ্ধ। (মাথা নাড়িয়া) হাঁ মা, আজই বই কি! থাকবার ত জো নেই।

স্ত্রীলোক। আচ্ছা বৌদিদি, শাশুড়ী মরে—যার ঘরের বৌ তিনি নিজে এসেছেন নিতে—কে পাঠাবে না শুনি? ভাল, তোমার ভগ্নিপতিকে জিজ্ঞেসা করেই না-হয় পাঠাও না বৌদিদি?

খট্‌ খট্‌ শব্দ করিতে করিতে অতি ব্যস্তভাবে গোলকের প্রবেশ

গোলক। না মুখুয্যেমশাই, বসে গল্প করলে চলবে না। ওদিকে আবার বারবেলা পড়বে। স্নানাহ্নিক ক'রে আহারাদি সেরে বেরুতেই সময় হয়ে যাবে। এই কথাটাই বলতে এলাম।

বৃদ্ধ। (মৃদু হাসিয়া) আপনার মত ভদ্রলোকেরই যোগ্য কথা। এত বড় অসুখের কথা শুনে কি আর আপনি না পাঠিয়ে থাকতে পারেন! ঐ তো শুনলে মা, এখন তাড়াতাড়ি যাবার ব্যবস্থা ক'রে নাও, চাটুয্যেমশায়ের পাঠাতে এতটুকু আপত্তি নেই জেনো!

গোলক। বিলক্ষণ! পাঠাতে আপত্তি! আমাদের না-হয় একটু কষ্ট হবে, তা ব'লে—সে কি কথা! চিঠি কি একটাও পেলাম! শাশুড়ীঠাকরুণের অত বড় ব্যারাম জানতে পারলে যে আমি নিজে গিয়ে জ্ঞানদাকে রেখে আসতাম—আপনাকে কি আর কষ্ট ক'রে আসতে হয়! যাক, যা হবার হয়ে গেছে! এখন আর দেরি নয় মুখুয্যেমশাই, উঠুন। জ্ঞানদা, একটু চট্‌পট্‌ নাও দিদি—ওদিকে আবার তিনটের গাড়ী ধরাই চাই। গিন্নী স্বর্গীয় হওয়া থেকে কি যে মন হয়েছে মুখুয্যেমশাই, কিছু মনেই থাকে না। মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

প্রস্থান

জ্ঞানদা একটা কথারও জবাব দিল না—কেবল মাথা নত করিয়া পাথরের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধ শ্বশুর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—

বৃদ্ধ। মা, আমি তাহলে বাইরে যাই, তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও।

স্ত্রীলোক। আজ আমার ষষ্ঠী, বৌদিদি, আমি কিছু খাব না বলে দিও।

জ্ঞানদা মাথা তুলিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল—

জ্ঞানদা। বাবা, আমি যাব না।

বৃদ্ধ প্রথমটা চমকিয়া উঠিলেন, তারপর বলিলেন—

বৃদ্ধ। যাবে না? কেন মা, আজ তো দিন খুব ভাল।

স্ত্রীলোক। আমরা যে ভট্‌চায্যিমশায়কে দিয়ে দিন-ক্ষণ দেখিয়ে তবে বাড়ি থেকে বার হয়েচি বৌদি!

জ্ঞানদা। না বাবা, আমি যেতে পারব না।

বৃদ্ধ আশ্চর্য হইয়া খানিকক্ষণ জ্ঞানদার মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—

বৃদ্ধ। বেশ! আমাদের সঙ্গে যদি সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়ে থাকে মনে কর তাহলে আর আমি তোমায় যেতে বলব না। (কাঁদিয়া ফেলিয়া) কিন্তু কাজটা ভাল করলে না মা!

চোখের জল মুছিতে মুছিতে বৃদ্ধ বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন, সঙ্গের স্ত্রীলোকটি জ্ঞানদার দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া বৃদ্ধের হাতটা ধরিল। জ্ঞানদা মাথা নীচু করিয়া পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গোলকের বৈঠকখানা। ফরাসের পাশে একটি চৌকির উপর মৃত্যুঞ্জয় বসিয়া আছে। মধ্যাহ্ন।

গোলকের প্রবেশ

মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার করিল। গোলক তাহা লক্ষ্য না করিয়া ফরাসের উপর উপবেশন করিয়া কহিলেন—

গোলক। তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম মৃত্যুঞ্জয়।

মৃত্যুঞ্জয়। আজ্ঞে, শুনেই তো ছুটে আসছি চাটুয্যেমশাই। কিন্তু এমন অসময়ে যে ডেকে পাঠিয়েছেন?

গোলক। ও, আমার দিবানিদ্রার কথা বলচ? সমাজের মাথা হওয়া যে কি তা তো আর বোঝ না! সব দিন ঘুমোবার ফুরসৎ পাই কোথায়?

মৃত্যুঞ্জয়। তা তো বটে! তা তো বটে! কিন্তু জগো বামনীর মেয়েটার কি আস্পর্দ্ধা বলুন দেখি চাটুয্যেমশাই? রাসুপিসির কাছে শুনে পর্যন্ত রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে।

গোলক। কি কি, ব্যাপারটা কি বল দেখি?

মৃত্যুঞ্জয়। আপনি কি কিছু শোনেন নি?

গোলক। না না, কিছু না। হয়েছে কি?

মৃত্যুঞ্জয়। আপনারও গৃহ শূন্য, ও মেয়েটারও আর বিয়ে হয় না। শুনলাম আপনি নাকি দয়া ক'রে জুটো ফুল ফেলে দিয়ে ব্রাহ্মণের কুলটা রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ছুঁড়ি নাকি তেজ ক'রে সকলের সুমুখে বলেছে—কথাটা উচ্চারণ করতেও মুখে বাধে মশায়—বলেচে নাকি ঘাটের মড়ার গলায় ছেঁড়া-জুতোর মালা গেঁথে পরিয়ে দেব। তার মা-বাপও নাকি তাতে সায় দিয়েচে।

রাগে গোলকের চোখ মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু এক নিমেষে নিজেকে সামলাইয়া হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া কহিলেন—

গোলক। বলেচে নাকি? ছুঁড়ি আচ্ছা ফাজিল তো?

মৃত্যুঞ্জয়। (ক্রুদ্ধ হইয়া) হোক ফাজিল, তাই ব'লে আপনাকে বলবে এই কথা। জানে না সে আপনার পায়ে মালা দিলে তার ছাপ্পান্নো পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে। আপনি বলেন কি।

গোলক। (প্রশান্ত হাসিমুখে) ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষ। রাগ করতে নেই হে মৃত্যুঞ্জয়—রাগ করতে নেই। আমার মর্যাদা সে জানবে কি—জানো তোমরা, জানে দশখানা গ্রামের লোক।

মৃত্যুঞ্জয়। (সংযত কণ্ঠে) ব্যাপারটা কি তাহলে সত্যি নয়? আপনি কি তা হলে রাসুপিসিকে দিয়ে—

গোলক। রাধামাধব। তুমি কি ক্ষেপলে বাবাজী? যার অমন গৃহলক্ষ্মী যায়, সে নাকি আবার—(অকস্মাৎ প্রবল নিশ্বাস মোচন করিয়া) মধুসূদন। তুমিই ভরসা।

মৃত্যুঞ্জয়। আমিও কথাটা তেমন বিশ্বাস করতে পারিনি।

গোলক। তবে কি জান বাবাজী, ছাই-পাঁশ সব কথা মনেও থাকে না কিছু—হয়ত বা মনের ভুলে কাউকে কিছু বলেও থাকব। লোকজনেরা তো দিবারাত্রি খেয়ে ফেললে আমাকে—এঁকে বাঁচান, ওঁকে রক্ষা করুন, অমুকের কুল উদ্ধার করুন,—আমাকে তো জানো, চিরকাল অন্যমনস্ক উদাসীন লোক।

মৃত্যুঞ্জয়। (মাথা নাড়িয়া) সে তো দেখেই আসছি।

গোলক। মধুসূদন তুমিই ভরসা। তুমিই গতি মুক্তি। মনের মধ্যে এই-ই একমাত্র আমার বল মৃত্যুঞ্জয়। এই ভাবেই যে ক'দিন কাটে।

মৃত্যুঞ্জয়। (সবিনয়ে) অভয় দেন তো একটা কথা বলি।

গোলক। বলো না হে, আমার কাছে আবার কুণ্ঠা কেন?

মৃত্যুঞ্জয়। বলছিলাম কি, আমাদের প্রাণকৃষ্ণ মুখুয্যের মেয়েটিকে আপনি পায়ে স্থান দিন। ব্রাহ্মণ বড গরীব, মেয়েটির বয়সও তের-চোদ্দ হ'লো—আর মেয়েটি যেমন লক্ষ্মী, তেমনি স্বরূপা।

গোলক। তুমি পাগল হলে মৃত্যুঞ্জয়। আমার ও-সব সাজে, না ভাল লাগে? তা মেয়েটি বুঝি এরই মধ্যে বছর চোদ্দর হ'লো? একটু বাড়ন্ত গড়ন বলেই মনে হচ্ছে।

মৃত্যুঞ্জয়। আজ্ঞে হাঁ, বেশ বাড়ন্ত। তা ছাড়া যেমন শান্ত তেমনি সুন্দরী।

গোলক। (মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া) হাঁ। আমার আবার সুন্দরী! আমার আবার স্বরূপা! যে লক্ষ্মীর প্রতিমে হারালাম! মধুসূদন! কারও দুঃখই সইতে পারি নে, শুনলে দুঃখই হয়। তের-চোদ্দ যখন বলচে তখন পনেরো-ষোল হবেই! ব্রাহ্মণ বড় বিপদেই পড়েচে বল?

মৃত্যুঞ্জয়। (মাথা নাড়িয়া) তাতে আর সন্দেহ কি।

গোলক। বুঝি সমস্তই মৃত্যুঞ্জয়। কুলীনের কুল রাখা কুলীনেরই কাজ। না রাখলে প্রত্যবায় হয়। কিন্তু একে শোক-তাপের শরীর, বয়সও ধর পঞ্চাশের কাছ ঘেঁসেই আসচে—কিন্তু কি যে স্বভাব, অপরের বিপদ শুনলেই প্রাণটা যেন কেঁদে ওঠে—না বলতে পারিনে।

মৃত্যুঞ্জয়। ব্রাহ্মণকে দয়া করতেই হবে আপনাকে—তার আর-কোন উপায় নেই।

গোলক। (দীর্ঘশ্বাসসহ) এই স্বভাব-কুলীনের গ্রামে সমাজের মাথা হওয়া যে কি ঝকমারি তা আমিই জানি। কে খেতে পাচ্চে না, কে পরতে পাচ্চে না, কার চিকিৎসা হচ্চে না—এ সকল তো আছেই তার ওপর এই সব জুলুম হলে তো আমি আর বাঁচি নে মৃত্যুঞ্জয়। প্রাণকৃষ্ণ গরীব—তা মেয়েটি বুঝি বেশ ডাগর হয়ে উঠেছে? তের-চোদ্দ নয়, পনেরো-ষোলর কম হবে না কিছুতেই—তা ব'লো না-হয় প্রাণকৃষ্ণকে একবার দেখা করতে।

মৃত্যুঞ্জয়। (ব্যগ্রভাবে) আজই—গিয়েই পাঠিযে দেব—বরঞ্চ সঙ্গে করেই না-হয় নিয়ে আসবো।

গোলক। (উদাস কণ্ঠে) এনো, কিন্তু বড় বিপদে ফেললে মৃত্যুঞ্জয়—গরীব ব্রাহ্মণের এ বিপদে না বলবই বা কি করে। মধুসূদন! ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন! যা করাবেন তাই করতে হবে। আমরা নিমিত্ত বই ত না!

মৃত্যুঞ্জয়। তবে এখন উঠি চাটুয্যেমশাই। আমি প্রাণকৃষ্ণকে ডেকে আনি গে তাহলে?

গোলক। গ্যাখো, তোমাকে যে জন্তে ডেকে পাঠিয়েছিলেম তাই এখনো বলা হয় নি। বলচি, মাসটা বড় টানাটানি চলচে, তোমার স্থদের টাকাটা—

মৃত্যুঞ্জয়। (করুণ স্থরে) এ মাসটা যদি একটু দয়া করে—

গোলক। আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে, তাই হবে। আমি কষ্ট দিয়ে এক পয়সাও নিতে চাই নে। কিন্তু বাবাজী, তোমাকেও আমার একটি কাজ ক'রে দিতে হবে।

মৃত্যুঞ্জয়। (উৎফুল্ল হইয়া) যে আজ্ঞে। আজ্ঞা করুন।

গোলক। বলচি, বলচি, সনাতন হিন্দু ধর্মটি বাঁচিয়ে সমাজ রক্ষা ক'রে চলা তো সোজা দায়িত্ব নয় মৃত্যুঞ্জয়। এ মহৎ ভাব যাব মাথার উপব থাকে তার সকল দিকে চোখ কান খুলে রাখতে হয।

মৃত্যুঞ্জয়। নিশ্চয়, নিশ্চয়।

গোলক। দেখ, প্রিয় মুখুয্যের মায়েব সমন্ধে কি একটা গোল ছিল ব'লে শুনেছিলাম।

মৃত্যুঞ্জয। বলেন কি।

গোলক। হাঁ। এখন এই খবরটি বাবা তোমাকে তাদেব গ্রামে গিয়ে অতি গোপনে সংগ্রহ ক'বে আনতে হবে।

মৃত্যুঞ্জয। এ আর বেশী কথা কি।

গোলক। উহুঁ, ব্যাপারটা অতো সহজ নয। হ্যাঁ, সে ছিলেন বটে তোমাব পিতামহ শিরোমণি মহাশয়, বিশ-ত্রিশখানা গ্রামের নাড়ীর খবর ছিল তাব কণ্ঠস্থ—ভূপতি চাটুয্যেব যে দশটি বছব হুঁকো নাপতে বন্ধ ক'রে দিযেছিলাম—ভায়াকে শেষে বাপ বাপ ক'বে গাঁ ছেড়ে পালাতে হ'লো, সে তো তোমার পিতামহের সাহায্যেই, কিন্তু তোমরা বাবা তাঁব কীর্তি বজায় রাখতে পারলে না, এ কথা আমাকে বলতেই হবে।

মৃত্যুঞ্জয়। আপনি দেখবেন চাটুয্যেমশাই, আমি একটি হপ্তার মধ্যেই তাদের পেটের খবর টেনে বার করে আনবো।

গোলক মৃত্যুঞ্জয়ের পিঠ চাপড়াইযা বলিলেন—

গোলক। নাঃ, তুমি পাববে দেখচি। তা হবে না কেন বল? কত বড় বংশের ছেলে। কিন্তু দেখো বাবাজী, এ নিয়ে এখন আর পাঁচ কান করবার আবশ্যক নেই—কথাটা তোমার আমার মধ্যেই গোপন থাক। সমাজের মান-মর্যাদা রক্ষা করতে হলে অনেক বিবেচনার প্রয়োজন। তা গ্যাখো, কেবল স্থদ

কেন তোমার আসল টাকাও আমি বিবেচনা ক'রে দেখব। কষ্টে পড়েছ, এ কথা যদি আগে জানাতে—

মৃত্যুঞ্জয় পুলকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—

মৃত্যুঞ্জয়। যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে,—আমরা আপনার চরণেই তো পড়ে আছি। আমি কালই এর সন্ধানে যাব। এখন আসি তাহলে।

নমস্কার করিয়া গমনোদ্যত

গোলক। অমন কথা মুখেও এনো না বাবাজী। আমি নিমিত্ত মাত্র—তাঁর শ্রীচরণে কীটানুকীটের মত পড়ে আছি।

এই বলিয়া গোলক উপরের দিকে শিবনেত্র করিয়া হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিলেন। মৃত্যুঞ্জয় চলিয়া যাইতেছিল, অন্যমনস্ক গোলক সহসা কহিলেন—

আর দ্যাখো প্রাণকৃষ্ণকে একবার পাঠিয়ে দিতে যেন ভুলো না। ব্রাহ্মণের বিপদের কথা শুনে পর্যন্ত প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠছে। নারায়ণ! মধুসূদন! তুমিই ভরসা।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রিয় মুখুয্যের বাড়ির দরদালান (দৃশ্যপট পূর্ববৎ)। অপরাহ্ণ। দালানের উপর বসিয়া জগদ্ধাত্রী ছাঁচে চন্দ্রপুলি তৈরি করিয়া থালার উপর সাজাইতেছেন, তাঁহারই অনতিদূরে তাঁহার শাশুড়ী বৃদ্ধা কালীতারা কম্বলের আসনে বসিয়া মালা জপ করিতেছেন তাঁহার গায়ে একখানি গেরুয়া রঙের লুই, পরণে সেই রঙে রঞ্জিত বস্ত্র। একটু পরে হাতের কাজ থামাইয়া কালীতারার মুখের দিকে চাহিয়া জগদ্ধাত্রী মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

জগদ্ধাত্রী। সন্ধ্যার যে কি আনন্দ হয়েছে মা তোমাকে পেয়ে, তা আর কি বলব!

কালীতারা। তোমাকে তো পূর্বেই জানিয়েছিলাম বৌমা, যেমন ক'রেই হোক সন্ধ্যার বিয়েতে আমি উপস্থিত থাকব। তাই সেদিন যখন তুমি চিঠিতে জানালে যে জয়রাম মুখুয্যের দৌহিত্র শ্রীমান বীরচন্দ্রের সঙ্গে সন্ধ্যার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে, এই অঘ্রাণের শেষাশেষি হবে, তখন দুদিন থাকতেই চলে এলাম। আচ্ছা বৌমা, কাল তো আশীর্বাদ হবে, বিয়ের দিনটা স্থির ক'রলে কবে?

জগদ্ধাত্রী। আজ নিয়ে ন দিন মাত্র আর বাকী। কাজটা হয়ে গেলে যেন বাঁচি মা। এ পোড়া দেশে কিছুই যেন না হ'লে আর ভরসা হয় না।

কালীতারা। (একটু হাসিয়া) সব দেশেই এই ভয় মা, কেবল তোমাদের গ্রামে নয়। কিন্তু একটা কথা বলি বৌমা, অমন লক্ষ্মীর প্রতিমা মেয়েকে একেবারে জলে ফেলে দিচ্চ ?

জগদ্ধাত্রী। উনি বুঝি তোমাকে বলেছেন মা ?

কালীতারা। না মা, এ আমারই কথা। প্রিয়র কাছে সব শুনে এই ধারণাই আমার হয়েচে। আজ সকালে স্নানের পথে অরুণকে যে আমি নিজে দেখলাম। এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে তোমার পছন্দ হ'লো না বৌমা ?

জগদ্ধাত্রী। কেবল পছন্দই তো সব নয় মা ?

কালীতারা। নয়, মানি বৌমা। কিন্তু ফিরে এসে সন্ধ্যার কাছে তার কথা পেড়ে একটু একটু ক'রে যতটুকু পেলাম, তাতেই যেন দুঃখে আমার বুক ফাটতে লাগল। হাঁ বৌমা, মা হয়েও কি এ তোমার চোখে পড়ল না ?

জগদ্ধাত্রী। (চাপা গলায়) এ সব কথা থাক্ মা। কাজ-কর্মের বাড়ি, কেউ যদি এসে পড়ে তো শুনতে পাবে।

কালীতারা। বেশ মা, তুমি মা হয়ে যদি পেরে থাকো, আমার আর কি বলবার আছে।

জগদ্ধাত্রী। আচ্ছা মা, তুমি কি করে এমন কথা বল ? তোমার এতবড় কুলের মর্য্যাদা ভাসিয়ে দিয়ে কি ক'রে লোকের কাছে মুখ দেখাবে বল তো ? তাছাড়া তার তো জাতও নেই। যারা তার হয়ে তোমার কাছে ওকালতি করেছে, এ কথাটা কি তোমাকে তারা বলেছে ?

কালীতারা। বলেছে বৈকি। কিন্তু তার কিছুই যায় নি বৌমা, সমস্তই বজায় আছে। কেবল তার বিদ্যা-বুদ্ধির জন্যেই বলচি নে। ছোটজাত বলে যে অনাথা মেয়ে দুটোকে তোমরা তাড়িয়ে দিলে, সে তাদেরই বুকে তুলে নিলে। তার জাত ভগবানের বরে অমর হয়ে গেছে বৌমা, তাকে আর মানুষে মারতে পারে না।

জগদ্ধাত্রী। অনাথা বলেই কি হাড়ি-দুলে হয়ে বামুনের ভিটে-বাড়িতে বাস করবে মা ? এই কি শাস্তরে বলে ?

কালীতারা। শাস্তরে কি বলে তা ঠিক জানি নে বৌমা। কিন্তু নিজের ব্যথা যে কত তা তো ঠিক জানি। আমার কথা কাউকে বলবার নয়, কিন্তু এ ব্যথা যদি পেতে তো বুঝতে বৌমা, ছোটজাত বলে মানুষকে ঘৃণা করায়

শাস্তি ভগবান প্রতি-নিয়ত কোথা দিয়ে দিচ্চেন। এই যে কুলের মর্যাদা, এ যে কত বড পাপ, কত বড ফাঁকির বোঝা, এ যদি টের পেতে তো নিজের মেয়েটাকে এমন ক'রে বলি দিতে পারতে না। জাত আর কুলই সত্যি, আর দুটো মানুষের সমস্ত জীবনের সুখ দুঃখ কি এত বড়ই মিথ্যে মা!

জগদ্ধাত্রী। তাহলে কি এই মিথ্যে নিয়েই পৃথিবী চলচে মা?

কালীতারা। (ম্লান হাসিয়া) পৃথিবী ত চলে না বৌমা, চলে কেবল— আমাদের অভিশপ্ত জাতেব। অনেক বয়েস হ লো, অনেক দেখলাম, অনেক দুঃখ পেলাম—আমি জানি যাকে বংশের মর্যাদা বলে ভাবচ, যথার্থ সে কি। কিন্তু কথাটা তোমাকে খুলে বলতেও পারব না, হয়ত বুঝতেও তুমি পারবে না। তবুও এই কথাটা আমাব মনে বেখো মা, মিথ্যাকে মর্যাদা দিয়ে যত উঁচু কবে রাখবে তার মধ্যে তত গ্লানি, তত পঙ্ক, তত অনাচাব জমা হয়ে উঠতে থাকবে। উঠেচেও তাই।

একটা ঘটি হাতে সন্ধ্যা খিড়কিব দ্বাব দিয়া প্রবেশ কবিল এবং ঘটিটা দালানেব উপব রাখিয়া দিল।

জগদ্ধাত্রী। ফুল গাছে জল দেওয়া হ'ল মা? কি বাজে কাজ কবতেই পারিস সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা। বা রে, অত কষ্ট ক'রে গাছ পুঁতলুম আব জল দেব না?

জগদ্ধাত্রী। বেশ, তাই ক'বো। কিন্তু ঠাকুরেব শীতলের জোগাডটা কখন করবি? এদিকে সন্ধ্যে হতেও তো আব দেবি নেই।

সন্ধ্যা। ঠিক সময়ে কবব, তোমায ভাবতে হবে না। ও কি মা?— চন্দ্রপুলি বুঝি? (ঠাকুরমাব দিকে ফিবিয়া) আচ্ছা ঠাকুরমা, সকলের নাড়ু আছে, আমাদের নেই কেন?

কালীতারা। (সস্নেহে হাসিয়া) তা তো আমি জানিনে দিদি।

সন্ধ্যা। বাঃ—তোমার শাশুড়ীকে বুঝি এ-কথা জিজ্ঞেস করো নি?

কালীতারা। কি করে আর জিজ্ঞেস করব ভাই, জন্মে তো কোনদিন শ্বশুরবাড়ির মুখ দেখিনি।

সন্ধ্যা। আচ্ছা ঠাকুরমা, তোমার সবশুদ্ধ কতগুলি সতীন ছিল? একশ? দুশ? তিনশ? চারশ?

কালীতারা। ঠিক জানিনে দিদি, কিন্তু অসম্ভবও নয়। আমার বিয়ে হয়েছিল আট বছর বয়সে, তখনই তাঁর পরিবার ছিল ছিয়াশিটি। তার পরেও

অনেক বিয়ে করেছিলেন কিন্তু কত সে বোধ হয় তিনি নিজেও জানতেন না—তা আমি জানব, কি করে ?

সন্ধ্যা। আহা, তাঁব লেখা তো ছিল ? সেই খাতাখানা যদি কেড়ে রাখতে ঠাকুবমা, তাহলে বাবাকে দিযে আমি খোঁজ কবাতুম তাঁরা সব এখন কে কোথায় আছেন। হয়ত আমাব কত কাকা, কত ভাই-বোন সব আছেন। আচ্ছা ঠাকুরমা, ঠাকুর্দামশাই কালে-ভদ্রে কখনো এলে তাঁকে ক'টাকা দিতে হ'তো ? দব-দস্তুব নিয়ে তোমাদেব সঙ্গে ঝগড়া বেধে যেতো না ?

জগদ্ধাত্রী মিষ্টান্নেব থালা হাতে উঠিযা দাঁড়াইযা রাগত স্বরে কহিলেন—

জগদ্ধাত্রী। জ্যাঠামি বেখে ঠাকুবের শীতলেব জোগাড়টা সেরে ফেল্ গে দিকি সন্ধ্যে।

যাইতে উদ্যত

কালীতারা। সন্ধ্যা তো ঠিকই বলেছে বৌমা, ওব ওপব মিছিমিছি তুমি রাগ কবচ। অথচ এমনি মজা, আজও পর্যন্ত তোমাদের মোহ কাটল না।

জগদ্ধাত্রী। তখনকাব দিনেব কথা জানিনে মা, কিন্তু এখন অত বিয়েও কেউ কবে না, ওসব অত্যাচাবও আব নেই। আব জন-কতক লোক যদি একসময়ে অন্যায কবেই থাকে, তাই বলে কি বংশেব সম্মান কেউ ছেড়ে দেয় মা ? আমি বেঁচে থাকতে তো সে হবে না।

দ্রুত প্রস্থান

কালীতাবা নীরব থাকিযা মালা জপ কবিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা তাঁহার একটু কাছে গিয়া কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা কবিল—

সন্ধ্যা। কিন্তু কেন তাঁবা অমন অত্যাচাব কবতেন ঠাকুবমা ? তাঁদের কি মাযাও হ'তো না ?

কালীতারা সন্ধ্যার হাত ধরিযা তাহাকে পার্শ্বে টানিযা লইযা কহিলেন—

কালীতারা। মাযা কি করে হবে দিদি ? একটি রাত ছাড়া যার সঙ্গে আর জীবনে হযত কখনো দেখা হবে না, তার জন্যে কি কারও প্রাণ কাঁদে ? আব সে অত্যাচার কি আজই থেমে গেছে ? তোমাব উপবে যা হতে যাচ্চে সে কি কারও চেযে কম অত্যাচার দিদি ?

সন্ধ্যা। কিন্তু যে জিনিসটায় এত সম্মান—এতদিন ধরে এমনভাবে চলে আসচে ঠাকুরমা, তাকে কি নষ্ট হতে দেওয়াই ভাল ?

কালীতারা। কিছু-একটা দীর্ঘদিন ধরে কেবল চলে আসচে বলেই তা ভাল হয়ে যায় না দিদি। সম্মানের সঙ্গে হলেও না। মাঝে মাঝে তাকে যাচাই

ক'রে, বিচার ক'রে নিতে হয়। যে মমতায় চোখ বুজে থাকতে চায় সেই মরে। আমার সকল কথা কাউকে বলবার নয় ভাই, কিন্তু এ নিয়ে সমস্ত জীবনটাই নাকি আমাকে অহরহ বিষের জ্বালা সইতে হচ্ছে— (বলিতে বলিতে তিনি চোখ মুছিলেন)

সন্ধ্যা। (ঠাকুরমার একখানি হাত ধরিয়া) যাক্ গে ঠাকুরমা এ-সব কথা। তুমি দুঃখ পাবে জানলে আমি এ প্রসঙ্গ তুলতুম না।

কালীতারা অন্য হাত দিয়া সন্ধ্যাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া নীরবে আপনাকে সংবরণ করিয়া ফেলিলেন, তারপরে সহজ কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

কালীতারা। সন্ধ্যা, দেশের রাজা একদিন শুধু গুণের সমষ্টি ধরেই ব্রাহ্মণকে কৌলিন্য মর্যাদা দিয়ে শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন, তারপরে আবার এমন দুর্দিনও এসেছিল যেদিন এই দেশেরই রাজার আদেশে তাঁদেরই বংশধরদের কেবল দোষের সংখ্যা গণনা করেই মেলবন্ধ করা হয়েছিল। যে সম্মানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ত্রুটি এবং অনাচারের উপর, তার ভিতরের মিথ্যেটা যদি জানতে দিদি, তাহলে আজ যে বস্তু তোমাদের এত মুগ্ধ করে রেখেচে, শুধু কেবল সেই কুল নয়, ছোটজাত বলে যে দুলে মেয়ে দুটোকে তোমরা তাড়িয়ে দিলে তাদেরও ছোট বলতে তোমাদের লজ্জায় মাথা হেঁট হ'তো!

সন্ধ্যা। (চিন্তিতভাবে) সত্যিই কি ঠাকুরমা আমাদের মধ্যে খুব বেশি অনাচার প্রবেশ করেছে?—যা নিয়ে আমরা এত গর্ব করি তার কি অনেকখানিই ভুয়ো?

কালীতারা। এর যে কতখানি ভুয়ো সে যে আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না! আমার সব কথা যে কাউকে বলবার নয়!

সন্ধ্যা। (উত্তেজিতভাবে) কেন বলবার নয়? কাকে ভয়?

উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন থামাইবার চেষ্টা করিতে আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে কালীতারা বলিলেন—

কালিতারা। চুপ কর্ দিদি, চুপ কর্! তোর বিয়েটা কোনরকমে হয়ে গেলেই আমি আবার বাবা বিশ্বনাথের পায়ে ফিরে যাব।

সন্ধ্যা অন্যমনস্কভাবে ঠাকুরমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জ্ঞানদার শয়নকক্ষ। রাত্রি। একটা তক্তপোষের উপর বিছানা পাতা। এককোণে একটা মাটির প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। মেঝের বসিয়া জ্ঞানদা, এবং তাহারই অদূরে বসিয়া রাসমণি হাত-মুখ নাড়িয়া জ্ঞানদাকে বুঝাইয়া বলিতেছেন—

রাসমণি। কথা শোন্ জ্ঞানদা, পাগলামি করিস্ নে। ওষুধটুকু দিয়ে গেছে —খেয়ে ফ্যাল্। আবার যেমন ছিল সব তেমনি হবে, কেউ জানতেও পারবে না।

জ্ঞানদা। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) এমন কথা আমাকে তোমরা কেমন করে বল দিদি। পাপের ওপর এতবড় পাপ আমি কি কবে করব? নরকেও যে আমার যায়গা হবে না!

রাসমণি। (ভৎর্সনা করিয়া) আর এতবড় কুলে কালি দিয়েই বুঝি তুমি স্বর্গে যাবে ভেবেচ? যা রয়-সয় তাই কর্ জ্ঞানদা, আদিখ্যেতা করে এতবড় একটা দেশপূজ্যি লোকের মাথা হেঁট করে দিস্ নে।

জ্ঞানদা। (হাতজোড করিয়া) ও আমি কিছুতে খেতে পারব না— আমাকে বিষ দিয়ে তোমরা মেরে ফেলবে, আমি টের পেয়েচি।

রাসমণি। (মুখখানা বিকৃত করিয়া) তবে তাই বল্, মরবার ভয়ে খাব না। মিছে ধর্ম ধর্ম করিস্ নে।

জ্ঞানদা। কিন্তু ও যে বিষ!

রাসমণি। বিষ তা তোর কি? তুই তো আব মরছিস্ নে। (পরক্ষণেই কণ্ঠ কোমল ও করুণ করিয়া) পাগ্লী আর বলে কাকে! আমরা কি তোকে খারাপ জিনিস খেতে বলতে পারি বোন! এ কি কখনো হয়? রাসী বামনীকে এমন কথা কি কেউ বলতে পারে? তা নয় দিদি—কপালের দোষে যে শত্রুটা তোর পেটে জন্মেছে—সেই আপদ-বালাইটা ঘুচে যাক্—কতক্ষণেরই বা মামলা! তারপরে যা ছিলি তাই হ—খা দা, ঘুরে বেড়া, তীর্থধর্ম বার-ব্রত কর্—এ-কথা কে-ই বা জানবে, আর কে-ই বা শুনবে! (একটু থামিয়া) তাহলে আনতে বলে দি বোন

জ্ঞানদা খানিকক্ষণ অধোবদনে বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—

জ্ঞানদা। না, আমি ওসব কিছুতে খাব না—আমি কখ্খনো তাহলে আর বাঁচব না।

রাসমণি। (ভয়ানক রাগ করিয়া) এ তো তোর ভারী ছিষ্টিছাড়া অন্যায় জ্ঞানদা? খেতে না চাস্‌, যা এখান থেকে! পুরুষমানুষ, একটা অ-কাজ না-হয় করেই ফেলেচে, তা বলে মেয়েমানুষের এমন জিদ ধরলে চলে না। চাটুয্যেদাদা তো বলচেন, বেশ যা হবার হয়েচে, ওকে আমি পঞ্চাশটা টাকা দিচ্ছি ও কাশী-বৃন্দাবনে চলে যাক্‌। তার পরে তো তাঁকে আর দোষ দিতে পারিনে জ্ঞানদা। টাকাটাও তো কম নয়? একসঙ্গে একমুঠো!

জ্ঞানদা। আমি টাকা চাইনে দিদি, টাকা দিয়ে আমি কি করব? আমি যে কাউকে কোথাও চিনিনে—আমি কেমন করে কার কাছে গিয়ে এ মুখ নিয়ে দাঁড়াব?

রাসমণি। এ তোমার জব্দ করার মৎলব নয় জ্ঞানদা? লোকে কথায় বলে কাশী-বৃন্দাবন। এত লোকের স্থান হয় আর তোমারই হবে না?

জ্ঞানদা খানিকক্ষণ নিঃশব্দে বসিযা থাকিযা, গলার স্বব বেশ গাঢ কবিযা, বাসমণিব মুখেব দিকে চাহিযা বলিল—

জ্ঞানদা। বাসুদিদি, আমি সব জানি। ওর প্রাণকৃষ্ণ মুকুয্যের মেযেব সঙ্গে বিয়ে হবে তাও জানি। তাই আমাকে বিষ দিযে হোক্‌, কাশীতে পাঠিযে হোক, বাড়ি থেকে দূব করা চাই।

ঘবেব দ্বাবেব অন্তবাল হইতে গোলক একবাব উঁকি মাবিযা চলিযা গেলেন।

রাসমণি। না না জ্ঞানদা, তা নয। এ তোর ভালর জন্যেই বলা হচ্ছে। চাটুয্যেদাদা তো বে-হিসেবি লোক নন্‌। একটা যখন ঘটে গেছে তখন যাতে তোর মঙ্গল হয় সেই চেষ্টাই তো তিনি করচেন। আমাকে ডেকে বললেন, রাসু, জ্ঞানদাকে বুঝিয়ে বল্‌, যেন সে কিছুতেই এতে অরাজী না হয়। পুরুষ-মানুষ আর কি করবে বল্‌?

জ্ঞানদা। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) ভগবান! ছেলেবেলা থেকে কখনো কোন পাপ করি নি—কিন্তু তুমি তো সব জান এ বিপদ আমার কেমন করে ঘটল। তবে, এর শাস্তির সমস্ত বোঝা কি কেবল আমাব মাথাতেই তুলে দেবে? আর যে পাপিষ্ঠ—

রাসমণি। (ধমক দিয়া) আ-মর্‌! শাপমণ্যি দিস্‌ কেন? কচি খুকি! চোর মরে সাত বাড়ি জড়িয়ে—এ হয়েছে তাই। বলি, তুই আস্কারা না দিলে পুরুষমানুষের সাধ্যি ছিল কি! কই বলুক তো দেখি এমন ব্যাটাছেলে কে আছে রাসী বামনীকে!

জ্ঞানদা নীরবে চোখ মুছিতে লাগিল। রাসমণি অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় আবার বলিতে লাগিলেন—

বেশ তো জ্ঞানদা, ক্যাওরা-বৌয়ের ওষুধ খেতে যদি তোমার ভয় হয়, প্রিয় মুখুয্যেকে তো বিশ্বাস হয়? সেই না-হয় একটা কিছু দেবে যাতে—

জ্ঞানদা অবাক হইয়া খানিকক্ষণ রাসমণির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল—

জ্ঞানদা। তিনি দেবেন?

রাসমণি। দেবে না আবার! চাটুয্যেদাদা বললে দিতে পথ পাবে না। খবর দেওয়া হয়েছে, এসে পড়ল বলে! তখন কিন্তু না বললে আর চলবে না।

নেপথ্যে প্রিয়র কণ্ঠস্বর "আঃ! এখানে একটা আলো দেয় নি কেন? লোকজন সব গেল কোথায়?" দ্বার পর্যন্ত প্রিয়কে পৌঁছাইয়া দিয়া গোলক ফিরিয়া গেলেন।

প্রিয়র প্রবেশ

বগলে চাপা একখানা মোটা হোমিওপ্যাথি বই তক্তপোষের উপর এবং হাতের ওষুধের বাক্সটা মেঝের উপর রাখিতে রাখিতে বলিলেন—

প্রিয়। আজ কেমন আছ জ্ঞানদা? উঁহুঁ—ও চলবে না—ও চলবে না—মাটিতে বসা চলবে না—ঠাণ্ডা লেগে যাবে। এ কে, মাসি যে। কতক্ষণ? মনে আছে তো মাসি কাল আমার মেয়ের বিয়ে—সকাল-বেলাতেই আসা চাই। কাল রুগীগুলোর যে কি হবে তাই কেবল ভাবচি—কাল তো আমি বার হতে পারব না। দেখি জ্ঞানদা তোমার হাতটা একবার।

জ্ঞানদা তাহার হাতটা বাড়াইল না, প্রিয় তাহা লক্ষ্য না করিয়া নিজেই তাহার বাঁ-হাতটা ধরিয়া নাড়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাসমণি। ছুঁড়ির ব্যারামটা কি বল দিকি জামাই?

প্রিয়। ডিস্—গর হজম—অজীর্ণ—অম্বল। অম্বল!

রাসমণি। (শিরশ্চালনা করিয়া) তা নয়।

প্রিয়। (ব্যগ্র হইয়া) কেন, কেন? নয় কেন? বিপ্‌নে এসেছিল বুঝি? কি বললে সে? কৈ, দেখি, কি ওষুধ দিয়ে গেল?

রাসমণি। না বাবা, বিপিন ডাক্তারকে ডাকা হয় নি, পরাণ চাটুয্যেও আসে নি—তোমার কাছে কি আবার তারা? ডাক্তারির তারা জানে কি? এ-কথা চাটুয্যেদাদা যে সকলের কাছে বলে বেড়ায়!

প্রিয়। বলবে না? এ যে সবাই বলবে। বিপ্‌নেকে যে আমি দশ বচ্ছর শেখাতে পারি। সেবার পল্‌সেটিলা দিয়ে—

রাসমণি। তা ছাড়া ছুঁড়ি এমন কাণ্ড করে বসল বাবা, যে আপনার লোক ছাড়া পরকে ডাকবার পর্যন্ত যো নেই।

প্রিয়। (উত্তপ্ত কণ্ঠস্বরে) আমি থাকতে পর ঢুকবে এখানে ডাক্তারি করতে! তবে কি জানো মাসি, এ সব রোগে একটু টাইম লাগে—কিন্তু তাও বলে যাচ্চি, দুটির বেশি তিনটি রেমিডি আমি দেব না। কেমন জ্ঞানদা, গা বমিটা আমার দুটি ফোঁটা ওষুধে সেরেছে কি না?—ঠিক করে বল। নইলে অমনি রেমিডি পালটাব না। যা দিয়ে গেছলুম—

রাসমণি। কিন্তু ব্যামোটা যে তা নয় পিওনাথ। অদিষ্টের ফেরে পোড়া-কপালীর অসুখটা যে হয়ে দাঁড়িয়েচে উল্টো!

প্রিয়। (জ্ঞানদার হাতটা ছাড়িয়া দিয়া) উল্টো নয় মাসি, উল্টো নয়। বিপ্‌নে মিস্ত্রিরের হাতে পডলে তাই হয়ে দাঁড়াত বটে, কিন্তু কিছু ভয় নেই, এ প্রিয় মুখুয্যে!

রাসমণি ললাটে একটুখানি করাঘাত করিয়া বলিলেন—

রাসমণি। তুমি বাঁচাও তো ভয় নেই সত্যি, কিন্তু সর্বনাশী যে এ দিকে সর্বনাশ করে বসেচে! এখন তার মত একটু ওষুধ দিয়ে উদ্ধার না করলে যে কুলে কালি পড়বার জো হ'লো বাবা।

প্রিয়। (বিস্ময়ের সহিত) কি ব্যাপার মাসি?

রাসমণি প্রিয়কে ঘরের একধারে টানিয়া লইয়া গিয়া কানে কানে গুটিকতক কথা বলিতেই তিনি চমকাইয়া উঠিযা বলিলেন—

প্রিয়। বল কি মাসি? জ্ঞানদা—?

রাসমণি। কি আর বলব বাবা, কপালের লেখা কে খণ্ডাবে বল? এখন দাও একটা ওষুধ পিওনাথ, যাতে গোলক চাটুয্যের উঁচু মাথা না নীচু হয়! একটা দেশের মাথা, সমাজের শিরোমণি! পুরুষমানুষ—তার দোষ কি বাবা? কিন্তু তার ঘরে এসে তুই ছুঁড়ি কি ঢলা-ঢলিটা করলি বল দিকি!

প্রিয়র মুখ ফ্যাকাশে হইযা গেল। তিনি একবার জ্ঞানদার মুখখানা দেখিবার চেষ্টা করিলেন. পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—

প্রিয়। তোমরা বরঞ্চ বিপিন ডাক্তারকে খবর দাও মাসি, এ সব ওষুধ আমার কাছে নেই।

হেঁট হইয়া নিজের বাক্সটা ও বইখানা তুলিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

রাসমণি। (আশ্চর্য হইয়া) বল কি প্রিয়নাথ, এ নিয়ে কি পাঁচ কান করা যায়। হাজার হোক তুমি আপনার জন, আর বিপিন ডাক্তার পর—শূদ্দুর—বামুনের মান-মর্যাদা কি তারে বলা যায়?

অকস্মাৎ গোলক প্রবেশ করিয়া প্রিয়র বাঁ হাতটা চাপিয়া ধরিয়া মিনতি করিয়া কহিলেন—

গোলক। বিষের ভয়ে ও যে কারও ওষুধ খেতে চাইচে না বাবা, নইলে এত রাত্রে কষ্ট তোমাকে দিতাম না। এ বিপদটি তোমাকে উদ্ধার করতেই হবে প্রিয়নাথ!

প্রিয়। (হাত ছাড়াইয়া লইয়া) না না, ওসব নোংরা কাজের মধ্যে আমি নেই। আমি রুগী দেখি, রেমিডি সিলেক্ট করি, ব্যস্! বিপিন-টিপিনকে ডেকে পরামর্শ করুন—আমি ওসব জানি-টানি নে।

গমনোদ্যত

গোলক বাঁ-হাতটা পুনরায় নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া প্রায় কাঁদ কাঁদ গলায় কহিতে লাগিলেন—

গোলক। যেও না প্রিয়নাথ, বুড়োমানুষের কথাটা রাখো বাবা। সম্পর্কে আমি তোমার শ্বশুরই হই—রাখবে না জানলে যে তোমাকে আমরা বলতাম না। দোহাই বাবা, একটা উপায় করে দাও—হাতে ধরচি তোমার—

প্রিয়। (হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া) সম্পর্কে শ্বশুর হন বলে কি আপনার কথায় জীবহত্যা করব? আচ্ছা লোক তো আপনি! পরলোকে জবাব দেব কি?

গোলক দ্বারের কাছে সরিয়া গেলেন। তাঁহার মুখের চেহারা, চোখের ভাব, গলার স্বর সমস্তই যেন অদ্ভুত যাদুবলে এক নিমেষে পরিবর্তিত হইয়া গেল। কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—

গোলক। এত রাত্রে তুমি ভদ্রলোকের বাড়ির ভেতর ঢুকেচ কেন? এখানে তোমার কি দরকার?

প্রিয়। (হতবুদ্ধি হইয়া) কি দরকার? বাঃ—বেশ তো! চিকিৎসা করতে কে ডেকে পাঠালে? বাঃ—

গোলক। (চীৎকার করিয়া) বাঃ—? চিকিৎসার তুই কি জানিস্ হারামজাদা নচ্ছার। কে তোকে ডেকেচে? কোথা দিয়ে বাড়ি ঢুকলি? খিড়কির দরজা কে তোকে খুলে দিলে? (জ্ঞানদার প্রতি) হারামজাদী! তাই অন্ধ শ্বশুর কেঁদে কেঁদে ফিরে গেল, যাওয়া হ'লো না? বুড়ো শাশুড়ী মরে—আমি নিজে কত বললুম, জ্ঞানদা যাও, এ সময়ে তাঁর সেবা কর গে। কিছুতে গেলি নি এই জন্যে? রাত দুপুরে চিকিচ্ছে করাবার জন্যে? দাঁড়া হারামজাদী, কাল যদি না তোর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গ্রামের বার করে দিই তো আমার নাম গোলক চাটুয্যেই নয়! (রাসমণির প্রতি) রাসু, চোখে দেখলি তো

এদের কাণ্ড ? আমি দশখানা গ্রামের সমাজের কর্তা, আমার বাড়িতে পাপ ? এ যে বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা হল রে !

রাসমণি। হলই তো দাদা !

গোলক। কিন্তু সাক্ষী রইলি তুই।

রাসমণি। রইলুম বই কি। আমি বলি, রাত্তিরে তো একটু হাত আজাড় হ'লো—দেখে আসি জ্ঞানদা কেমন আছে, দেখি না, বেশ দুটিতে বসে হাসি-তামাসা খোস-গল্প হচ্চে।

গোলক। গল্প করাচ্ছি এবার। (প্রিয়র গলায় সজোরে একটা ধাক্কা মারিয়া) বেরো ব্যাটা পাজি নচ্ছার আমার বাড়ি থেকে।

প্রিয় খানিকটা দূরে গিয়া প্রায় পড়িয়া যাইবার মত হইলেন। জ্ঞানদা কাঁপিতে কাঁপিতে মেঝেতে পড়িয়া গিয়া সংজ্ঞা হারাইল।

কি বোল্‌ব, তুই রামতনু বাঁড়ুয্যের জামাই, নইলে জুতিয়ে আজ আধমরা ক'রে তোকে থানায় চালান দিতাম। হাঁ ক'রে দেখছিস্ কি রে হারামজাদা —বেরো আমার বাড়ি থেকে। (পুনশ্চ একটা ধাক্কা দিলেন)

প্রিয় যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন—

প্রিয়। বাঃ—বেশ মজা তো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরুণের পাঠ-গৃহ। রাত্রি। ঘরের মধ্যে জ্যোৎস্নার আলো পড়িয়াছে। অরুণ টেবিলের উপর মাথাটা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। দূর হইতে সানাইয়ের সুর ভাসিয়া আসিতেছে।

শিবুর প্রবেশ

শিবু। বাবু ? (সাড়া না পাইয়া) বাবু ?

অরুণ ক্লান্তভাবে মাথাটা তুলিয়া বলিল—

অরুণ। কি রে শিবু ?

শিবু। রাত যে প্রায় এগারটা বাজল, আপনি খেতে আসচেন না দেখে আমি ডাকতে এলাম।

অরুণ। আজ আমার খেতে ইচ্ছে নেই শিবু।

শিবু। (উদ্বিগ্নভাবে) শরীরটা কি ভাল নেই ?

অরুণ। না, শরীর আমার ভালই আছে। কেমন যেন খেতে ইচ্ছে করছে না। হ্যাঁ রে, আমি না খেলে তোর কষ্ট হয় ?

শিবু। এ কথা আপনি জিজ্ঞাসা করচেন ! আপনার একার রান্নার জন্যেই

আমি আছি, আর আপনি যদি না খান তাহলে কষ্ট হবে না বাবু?—আচ্ছা বাবু একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

অরুণ। কি?

শিবু। বলছিলুম কি, মুখুয্যেমশাই প্রতিদিন তো আমাদের এখানে এসে তামাক খান, কত গল্প করেন, আজ ওঁর মেয়ের বিয়ে, উনিও আপনাকে নেমন্তন্ন করলেন না?

অরুণ। মুখুয্যেমশায়ের দোষ কি শিবু? আমি একঘরে। আমাকে উনি কি করে নেমন্তন্ন করবেন? তাহলে ওঁর বাড়িতে কি আব কেউ খাবে—আমারই মত ওঁকেও তাহলে একঘরে হয়ে থাকতে হবে। দেখচিস না, গ্রামে আজ এতগুলো বিয়ে, কিন্তু কেউ আমাকে নেমন্তন্ন কবতে সাহস পায় নি।

শিবু। বাবু, আপনি কলকাতায় চলুন, সেখানে এমন একঘবে হয়ে কাককে থাকতে হয় না। আপনি তো জানেন আমি কতবড ব্যারিষ্টারের বাডি রান্না করতুম। কৈ তিনিও তো ব্রাহ্মণ, তিনিও তো বিলেত গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে তো কেউ একঘরে করে নি।

অরুণ। (ম্লান হাসিয়া) এটা যে পাডার্গাঁ, এর নিয়মের সঙ্গে তো কলকাতার নিয়ম মিলবে না শিবু।

শিবু। বেশ, তাই যদি হয় তবে এখানে আপনার থাকবার কি দরকার? আব এদের জন্যে আপনিই বা এত করেন কেন? এই সেদিন স্কুলবাডির জন্যে আপনি দুশ টাকা দিলেন। কেন দিতে গেলেন?

অরুণ। (হাসিয়া) বেশ, এবার কেউ টাকা চাইতে এলে তুই তাকে ফিরিয়ে দিবি।—বুঝ্‌লি?

শিবু। তামাসা নয় বাবু! এদেব জন্যে আপনার কিছু করা উচিত নয়। যারা মানুষ চেনে না, তাদের জন্যে আবার—

সদব দবজায় করাঘাত। শিবু তাড়াতাড়ি ছুটিযা গেল। পর মুহূর্তেই ঝড়ের মত সন্ধ্যা প্রবেশ কবিযা অরুণেব পাযেব কাছে উপুড় হইযা পডিল। তাহাব পবিধানে রাঙা চেলি। গাযে গহনা। ললাটে ও কপোলে চন্দনেব পত্রলেখা। অরুণ শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইযা একটু সবিযা আসিযা হতবুদ্ধির ন্যায় খানিকক্ষণ তাহাব দিকে চাহিয়া থাকিযা জিজ্ঞাসা কবিল—

অরুণ। ব্যাপার কি সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা মাথা তুলিল। তাহাব দুই চক্ষু অশ্রুতে জলজল করিতেছে। সে গদ্‌গদকণ্ঠে কহিল—

সন্ধ্যা। অরুণদা, আমি পিঁড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি তোমাকে নিয়ে

যেতে। আজ আমার লজ্জা নেই, ভয় নেই, মান-অপমানের জ্ঞান নেই—তুমি ছাড়া আজ আর আমার পৃথিবীতে কেউ নেই—তুমি চল।

অরুণ। কোথায় যাব?

সন্ধ্যা। যেখান থেকে এইমাত্র একজন উঠে গেল—সেই আসনের উপরে।

অরুণ। (সস্নেহ ভৎর্সনার কণ্ঠে) ছিঃ—তোমার নিজের আসা উচিত হয়নি সন্ধ্যা। এমন তো এদেশে প্রায়ই ঘটে—তোমার বাবা কিংবা আর কেউ তো আসতে পারতেন।

সন্ধ্যা। বাবা? বাবা ভয়ে কোথায় লুকিয়েছেন। মা পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন, তাঁকে ধরা-ধরি ক'রে তুলেছে। আমি সেই সময়ে তোমার কাছে ছুটে এসে পড়েচি। উঃ—এত বড় সর্বনাশ কি পৃথিবীতে আর কারও হয়েচে?

অরুণ। কিন্তু আমাকে দিয়ে তো তোমাদের কুল রক্ষা হবে না সন্ধ্যা, আমি যে ভারি ছোট বামুন। দেশে আবও অনেক কুলীন আছে—তোমার বাবা হয়ত এতক্ষণ সেই সন্ধানে গেছেন।

সন্ধ্যা। (কাঁদিয়া) না, না অরুণদা—বাবা কোথাও যান নি, তিনি ভয়ে কোথাও লুকিয়েছেন। আমাকে আর কেউ নেবে না—কেউ বিয়ে করবে না। কেবল তুমি ভালবাস—কেবল তুমিই আমার চিরদিন মান রাখো।

অরুণ সন্ধ্যাব হাত ধরিযা তাহাকে তুলিবাব চেষ্টা কবিযা কহিল—

অরুণ। তুমি স্থির হও সন্ধ্যা, উঠে বোসো।

সন্ধ্যা। না, আমি উঠব না—তোমার পায়ের কাছেই পড়ে থাকব। তুমি কুল রক্ষা হবে না বলছিলে, না? কিন্তু কার কুল অরুণদা? আমি তো বামুনের মেয়ে নই—আমি নাপিতের মেয়ে। তাও ভাল মেয়ে নই। আজ আমার ছোঁয়া জল কেউ খাবে না।

অরুণ। কি বকছ পাগলের মত। চল, আমি তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাই।

সন্ধ্যা গড় হইযা প্রণাম কবিযা তাহাব পাযেব ধুলো মাথায় লইযা বলিল—

সন্ধ্যা। চল। তুমি যে যাবে সে আমি জানতুম। কিন্তু আমার সমস্ত কথা শুনে তবে চলো।

অরুণ। বেশ, তাই বলো। কিন্তু এ-কথার প্রমাণ কি? কে এ-কথা প্রমাণ করলে?

সন্ধ্যা। কেন! গোলক চাটুয্যে। সে যে আমায় বিয়ে করতে চেয়েছিল—শোন নি? (অরুণ বিস্ময়ান্বিত হইয়া চাহিয়া রহিল) আচ্ছা, থাক্ তবে সে কথা। শোন, মা আমাকে সম্প্রদান করতে বসেছিলেন, আমার ঠাকুরমা

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এমনি সময়ে মৃত্যুঞ্জয় ঘটক দুজন লোক সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হ'ল। একজন তাঁকে ডেকে বললেন, তারাদিদি, আমাদের চিনতে পারো? আর একজন আমার ঠাকুরমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তাঁকে বললে, তুমি ছেলের বিয়ে দিয়ে এই বামুনের মেয়ের জাত মেরেচ—আবার কেন নাতনীর বিয়ে দিয়ে বরের জাত মারচ? তার পরে, বাবাকে দেখিয়ে সবাইকে ডেকে বললে, তোমরা সবাই শোনো, এই যাকে তোমরা পরম কুলীন প্রিয় মুখুয্যে বলে জানো—সে বামুন নয় সে হিরু নাপ্‌তের ছেলে!

অরুণ। এ সমস্ত তুমি কি বকে যাচ্ছ সন্ধ্যা, এ কি কখনো সত্যি হতে পারে?

সন্ধ্যা। সত্যি, সত্যি অরুণদা, এ সব সত্যি। মৃত্যুঞ্জয় ঘটক গঙ্গাজলের ঘটটা তুলে নিয়ে ঠাকুরমার হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, বলুন সত্যি কি না? বলুন ও কার ছেলে? মুকুন্দ মুখুয্যের না হিরু নাপিতের? বলুন?…অরুনদা, আমার সন্ন্যাসিনী ঠাকুরমা মাথা হেঁট করে রইলেন, কিছুতেই মিথ্যা বলতে পারলেন না।

অরুণ। বল কি!

সন্ধ্যা। হ্যাঁ, হ্যাঁ অরুণদা। তখন একজন সমস্ত ঘটনা খুলে বললে। সে তাদের গ্রামের লোক। বললে, আট বছর বয়সে ঠাকুরমার বিয়ে হয়, তারপরে চোদ্দ-পোনের বছর পরে একজন এসে জামাই ব'লে মুকুন্দ মুখুয্যে ব'লে পরিচয় দিয়ে বাড়ি ঢোকে। পাঁচ টাকা আর একখানা কাপড় নিয়ে সে দুদিন বাস ক'বে চলে যায়!

অরুণ। তার পর?

সন্ধ্যা শূন্য দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিল—

সন্ধ্যা। হাঁ, হাঁ—মনে পড়েচে। তার পর থেকে লোকটা প্রায় আসত। ঠাকুরমা বড় সুন্দরী ছিলেন—লোকটা আর টাকা নিত না। একদিন সে হঠাৎ ধরা পড়ে গেল—তখন বাবা জন্মেছেন! উঃ—আমি মা হলে গলা টিপে মেরে ফেলতাম—বড় হতে দিতাম না।

উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে সন্ধ্যা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তারপর একটু প্রকৃতিস্থা হইয়া কহিল—

ধরা পড়ে কি বললে জানো? বললে, এ কুকাজ সে নিজের ইচ্ছেয় করে নি, তার মনিব মুকুন্দ মুখুয্যের আদেশেই করেছে। একে বুড়ো মানুষ, তাতে পাঁচ-সাত বছর থেকে বাতে পঙ্গু, তাই অপরিচিত স্ত্রীদের কাছ থেকে টাকা

আদায়ের ভার তার উপরে দিয়ে বলেছিলেন, হিরু, তুই বামুনের পরিচয় মুখস্থ কর, একটা পৈতে তৈরি করে রাখ, এখন থেকে যা কিছু রোজগার করে আনবি তার অর্দ্ধেক ভাগ পাবি।

অরুণ। (চমকিয়া) এ কাজ সে আরও করেছিল নাকি ?

সন্ধ্যা। হাঁ, আরও দশ-বারো জায়গা থেকে সে এমনি করে প্রভুর জন্যে রোজগার করে নিয়ে যেত। সে বলেছিল, এ কাজ নূতনও নয়, আর তার মনিবই কেবল একলা করেন না—এমন অনেক ব্রাহ্মণই দূরাঞ্চলে বথরার কারবারে অপরের সাহায্য নিয়ে থাকেন।

অরুণ। (ক্রোধে গর্জন করিয়া) খুব সম্ভব সত্যি। নইলে ব্রাহ্মণকুলে গোলকের মত কসাই বা জন্মায় কি ক'রে ? তার পরে ?

সন্ধ্যা। তার পরে ঠাকুরমা আমার বাবাকে নিয়ে কাশী চলে গেলেন। সেই অবধি তিনি সন্ন্যাসিনী—সেই অবধি কোথাও মুখ দেখান না। অরুণদা, তাই সেদিন আমার ঠাকুরমা তোমার কথায় কেঁদে বলেছিলেন, সন্ধ্যা, জাতে কে ছোট, বড়, সে কেবল ভগবান জানেন—মানুষ যেন কাউকে কখনো হীন বলে ঘৃণা না করে। কিন্তু তখন তো ভাবি নি তার মানে আজ এমন ক'রে বুঝতে হবে! কিন্তু রাত যে বেশী হয়ে যাচ্চে—আমাকে নিয়ে তোমাকে কখনো দুঃখ পেতে হবে না অরুণদা, তোমার মহত্ত্ব, তোমার ত্যাগ আমি চিরজীবনে ভুলব না। (নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিল)

অরুণ। (সঙ্কোচের সঙ্গে) কিন্তু এখন তো তোমার সঙ্গে আমি যেতে পারি নে সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা। (চমকাইয়া) কেন ? তুমি সঙ্গে না গেলে আমি দাঁড়াব কোথায় ?

অরুণ। (অত্যন্ত ধীরে ধীরে) আজ আমাকে ক্ষমা কর সন্ধ্যা—আমাকে একটু ভাবতে দাও।

সন্ধ্যা। ভাবতে ?

সন্ধ্যা অবাক্ হইয়া একদৃষ্টে অরুণের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—

আচ্ছা ভাবো। বোধ হয় একটু নয়—আজীবনই ভাববার সময় পাবে। এতদিন আমিও ভেবেচি—দিনরাত ভেবেচি। আজ আবার তোমার ভাববার সময় এল। আচ্ছা চল্লুম !

তাহার অঙ্গের সুদীর্ঘ অঞ্চল স্খলিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেল। তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে যথাস্থানে স্থাপিত করিতে গিয়া, নিজের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিয়া কহিল—

ভগবান। এই রাঙা চেলি, এই গায়ের গহনা, এই আমার কপালের কনে চন্দন—এসব পরবার সময় এ কথা কে ভেবেছিল। (কাঁদিয়া ফেলিয়া) আমি বিদায় হলাম অরুণদা।

গড় হইয়া প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান

অরুণ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ধ্যা দৃষ্টির বাহিরে অন্তর্হিত হইতেই যেন তাহার চমক ভাঙিয়া গেল। ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে ডাক দিয়া বলিতে লাগিল—

অরুণ। শিবু, যা যা, সঙ্গে যা। (বলিতে বলিতে সে নিজেই তাহার অনুসরণ করিল)

তৃতীয় দৃশ্য

প্রিয় মুখুয্যের বাড়ির দরদালান। (দৃশ্যপট পূর্ববৎ)। রাত্রি। দালান অন্ধকার। পাশের একটি ঘর হইতে বাঁ-হাতে একটি আলোযুক্ত মাটির প্রদীপ লইয়া অতি সন্তর্পণে প্রিয়র প্রবেশ। তারপর এদিক-ওদিক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া, তিনি গায়ের চাদরের ভিতর হইতে এক টুকরা কাপড় ও একটি ছোট হোমিওপ্যাথি বাক্স ও প্রদীপটি মেঝের উপর রাখিয়া, উপুড় হইয়া বসিয়া বাক্স হইতে কয়েকটি ঔষধের শিশি বাছিয়া বাছিয়া টুকরো কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া তাহা বাঁধিতে লাগিলেন। এমন সময় সন্ধ্যা সেই ঘর হইতে চুপি চুপি আসিয়া তাঁহার দিকে খানিকক্ষণ করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া ডাকিল—

সন্ধ্যা। বাবা?

প্রিয়। (শশব্যস্তে ঔষধের পুঁটুলিটা হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কে সন্ধ্যা? এই যে মা যাই—আর দেরি হবে না—

সন্ধ্যা। (অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে) কি করছিলে বাবা?

প্রিয়। (থতমত খাইয়া) আমি? কই না—কিছুই তো নয় মা

সন্ধ্যা। (পুঁটুলিটা দেখাইয়া) ওতে কি বাবা?

প্রিয় অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া, কতকটা মিনতির স্বরে কহিলেন—

প্রিয়। গোটা কতক—বেশী নয় মা, রেমিডি সঙ্গে নিলাম—আর (বগলের ভিতর হইতে একটা ছেঁড়া বই দেখাইয়া) এই মেটিরিয়া মেডিকাখানা—বড়টা নয় মা, ছোটটা—ছিঁড়ে খুঁড়েও গেছে—অচেনা জায়গা—যা হোক্ একটু প্র্যাক্‌টিস করতে হবে তো? তাই ভাবলাম—

সন্ধ্যা। মা কি তোমাকে এটুকুও দিতে চায় না বাবা?

প্রিয়। (ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া) এ্যাঁ! না, না, না—

সন্ধ্যা। তুমি কোথায় প্র্যাক্‌টিস করবে বাবা?

প্রিয়। বৃন্দাবনে। সেখানে কত যাত্রী যায় আসে—তাদের ওষুধ দিলে কি মাসে চার-পাঁচ টাকাও পাব না সন্ধ্যে? তাহলেই তো আমার বেশ চলে যাবে।

সন্ধ্যা। খুব পাবে বাবা, তুমি আরও ঢের বেশি পাবে। কিন্তু সেখানে তো তুমি কাউকে জান না! পরশু শেষরাত্রে ঠাকুরমা যখন কাশী চলে গেলেন, তুমি কেন তাঁর সঙ্গে গেলে না বাবা?

প্রিয়। মার সঙ্গে? কাশীতে? না মা! আর আমি কাউকে জড়াতে চাইনে! আমার জন্যে তোমরা অনেক দুঃখ পেলে। পরশু সমাজের ষোল-আনার বিচারে তোমার মাকে যে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হ'লো তার জন্যে দায়ী তো আমি মা! না মা, আর আমি কাউকে দুঃখ দেব না। যতদিন বাঁচব ঐ অচেনা জায়গায় একলাই থাকব।

সন্ধ্যা। বাবা! ষোল-আনার বিচারে মায়ের কি লাঞ্ছনা হ'লো তা মা-ই জানে, কিন্তু তোমার যে দুর্গতি চোখে দেখেছি, তার জন্যে দায়ী কি তুমি?

প্রিয়। থাক্ মা থাক্, ওসব কথা থাক্!

সন্ধ্যা। মায়ের নিজের বাড়ি আছে বলেই তো আজ তোমাকে একলা চলে যেতে হচ্চে—

প্রিয়। (হাত নাড়িয়া) থাক্ মা থাক্, চুপ কর্। তোমার মা শুনতে পাবে! আমি যাই মা, আর দেরি করব না, তাহলে বারটার গাড়ি ধরতে পারব না।

সন্ধ্যা পিতার বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া তাঁহার হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল—

সন্ধ্যা। কিন্তু আমি তো তোমাকে একলা থাকতে দেব না বাবা, আমি যে তোমার সঙ্গে যাব।

প্রিয় ধীরে ধীরে নিজের হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া কন্যার মাথার উপর রাখিয়া হাসিয়া কহিলেন—

প্রিয়। দুর্ পাগ্‌লি, সে কখনো হয়? আমার সঙ্গে কোথায় যাবি মা—তোমার মায়ের কাছে থাকো। আর আমার নাম করে যারা ওষুধ চাইতে আসবে তাদের ওষুধ দিও। আর দ্যাখ্ সন্ধ্যা, আমার বইগুলো যদি তোর মা দেয় তো বিপিনটাকে দিয়ে দিস্। সে বেচারা গরীব, বই কিনতে পারে না বলেই কিছু শিখতে পারে না।

সন্ধ্যা। (মাথা নাড়িয়া) না বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাবই—তুমি

বারণ করতে পারবে না। এই দেখ না (অঞ্চলের ভিতর হইতে একটি গামছা-বাঁধা পুঁটুলি বাহির করিয়া) আমার পরণের কাপড় দুটি আমি গামছায় বেঁধে নিয়েচি।

প্রিয় খানিকক্ষণ কন্যাব মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন—

প্রিয়। তোর যে বড় কষ্ট হবে মা! আর তোর মা তাহলে কাকে নিয়ে থাকবে? সে যে বড্ড দুঃখ পাবে সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা। (বার বার মাথা নাড়িয়া) না বাবা, আমি কিছুতেই থাকব না, আমি যাবই। আমি সঙ্গে না থাকলে কে তোমাকে দেখবে? কে তোমাকে রেঁধে দেবে?

এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি বাবার হাত হইতে পুঁটুলি ও বইখানা লইয়া মেঝের উপর উপুড় হইয়া বসিয়া বাক্সটি তুলিয়া লইয়া সব একসঙ্গে পুঁটুলির মধ্যে বাঁধিয়া সেটি হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল—

সন্ধ্যা। চল বাবা।

প্রিয় নীরবে অগ্রসর হইলেন। সন্ধ্যা মায়ের বন্ধ ঘরের চৌকাঠের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া কহিল—

সন্ধ্যা। মা আমরা চল্‌লুম। কেবল দুখানি পরণের কাপড় ছাড়া আর কিছুই নিইনি। (অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে) মা, লাঞ্ছনা আর ঘৃণার সমস্ত কালি মুখে মেখেই আমরা বিদায় নিলাম—তোমাদের সমাজে এর বিচার হবে না—কিন্তু যাদের মহাপাতকের বোঝা নিয়ে আজ আমাদের যেতে হ'ল তাদের বিচার করবার জন্যেও অন্ততঃ একজন আছেন, সে কিন্তু একদিন টের পাবে।

এই বলিয়া সে পিতার কাছে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

চতুর্থ দৃশ্য

ষ্টেশনের পথ। জ্যোৎস্না-রাত্রি। পথের এক পার্শ্বে গাছের সারি। একটি গাছতলায় অরুণ দাঁড়াইয়া। অদূরে আর একটি গাছের তলায় জ্ঞানদা সর্বাঙ্গে চাপা দিয়া বসিয়া আছে। তাহাকে সম্পূর্ণ দেখা যাইতেছে না।

প্রিয় ও সন্ধ্যার প্রবেশ

অরুণ প্রিয়র সম্মুখে আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইতে, প্রিয় তাহাকে ঠাওর করিয়া চিনিতে পারিয়া কহিলেন—

প্রিয়। কে, অরুণ নাকি?

অরুণ। আজ্ঞে হাঁ কাকাবাবু। আজ আপনি বারোটার গাড়ীতে যাবেন শুনে দেখা করবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি—এই পথ দিয়েই তো ষ্টেশনে যেতে হবে।

প্রিয়। (কুন্ঠিত হইয়া) কি দরকার ছিল বাবা এত কষ্ট করবার ?

অরুণ। আমার একটু প্রয়োজন আছে।

প্রিয়। (ব্যস্ত হইয়া) প্রয়োজন ? বেশ, বেশ, বল না ?

অরুণ। সন্ধ্যা যে আপনার সঙ্গে যাবে তা আমি ভাবি নি !

প্রিয়। এই দেখ না মুস্কিল বাবা, মেয়েটা কিছুতেই ছাড়লে না, সঙ্গ নিলে। আমি কোথায় যাই, কোথায় থাকি—দেখ দিকি এর পাগলামি।

অরুণ। (সন্ধ্যার প্রতি) সন্ধ্যা, সেদিন রাত্রে আমি কিছুতেই মনস্থির করতে পারি নি কিন্তু আজ নিশ্চয় করেছি, তোমার কথাতেই রাজী হব সন্ধ্যা।

প্রিয় বুঝিতে না পারিয়া শুধু সন্ধ্যার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

সন্ধ্যা। (শান্ত কণ্ঠে) সেদিন আমি বড়ই উতলা হয়ে পড়েছিলাম অরুণদা, কিন্তু আজ আমারও মন স্থির হয়েছে। মেয়েমানুষের বিয়ে করা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন কাজ আছে কি না, আমি সেইটে জানতেই বাবার সঙ্গে যাচ্চি।

অরুণ। কিন্তু এই দুঃখের সময়ে তোমার মাকে ছেড়ে চললে ?

সন্ধ্যা। কি করব অরুণদা, এতদিন বাপ-মা দুজনকেই ভোগ করবার সৌভাগ্য ছিল, কিন্তু আজ একজনকে ছাড়তেই হবে। পরন্তু ষোল-আনার বিচারে মায়ের তো একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে—একটা প্রায়শ্চিত্ত করলেই নাকি তাঁদের আর কিছু বলবার থাকবে না। অতএব মাকে দেখবার তো আর লোকের অভাব হবে না, কিন্তু আমি ছাড়া আমার বাবাকে সামলাবার যে আর কেউ নেই সংসারে। তুমি ফিরে যাও অরুণদা, পারো তো আমাকে ক্ষমা ক'রো। চল বাবা, আর দাঁড়িয়ো না।

উভয়েই গমনোদ্যত

অরুণ। সন্ধ্যা, আমার সব কথা যে তোমায় বলা হ'লো না, তুমি যেও না—

সন্ধ্যা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—

সন্ধ্যা। তোমার পায়ে পড়ি অরুণদা, তুমি ফিরে যাও,—কারুর কোন কথা আর আমার শোনবার সময় নেই। তুমি মিথ্যে চেষ্টা ক'রো না অরুণদা। চল বাবা !

উভয়ের অগ্রসরণ

অরুণ কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে বিপরীত পথ দিয়া বাহির হইয়া গেল। পরক্ষণেই দুজন মধ্যবয়সী লোক পান চিবাইতে চিবাইতে প্রবেশ করিল। তাহাদের মধ্যে একজন ঢেকুর উদ্গার করিতেই, প্রিয় কন্যার হাত ধরিয়া একপার্শ্বে সরিয়া গিয়া তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিলেন। দ্বিতীয় লোকটি বলিল—

দ্বিতীয় লোক। কি হে হীরু খুড়ো, খাওয়াটা একটু চাপ হয়েছে নাকি?

প্রথম লোক। বলি, তোমার হয় নি? রসগোল্লার পর রসগোল্লা টপাটপ কতগুলো চালিয়ে দিলে বল তো?

দ্বিতীয় লোক। (ভ্রূকুঞ্চন করিয়া) গুনেছিলে নাকি?

প্রথম লোক। গুনিনি আবার? খুব কম পনেরোটা হবে।

দ্বিতীয় লোক। এটি কিন্তু তোমার বানানো কথা খুড়ো। বলি, তুমি গোনবার সময় পেলে কোথায়?

প্রথম লোক। (উচ্চহাস্য করিয়া) যা বলেছ—সময় পেলুম না। কিন্তু তুমি পনেরোটা খাও নি?

দ্বিতীয় লোক। (হাত দুটা নাড়িয়া) বলি, কে খায় নি? পরাণ মোড়লের খাওয়াটা একবার দেখলে তো? ব্যাটা যেন রাক্ষস!

প্রথম লোক। যা বলেছ। আর চাটুয্যেমশাইও খাওয়াতে জানেন।

দ্বিতীয় লোক। হাঁ, তা ঠিক। এতগুলো গ্রামের মধ্যে ঐ একটা লোকই আছেন।

প্রথম লোক। তা যা বলেছ। সমাজপতি হবার যোগ্য লোক বটে। সদাই মুখে "হরি" "মধুসূদন" লেগেই আছে। শুনলুম, বিয়ে নাকি আগে করতেই চান নি। বলেছিলেন, বয়স হয়ে গেছে, আর বিয়ে করা সাজে না। শেষে সবাই অনেক ধরাধরি করাতে তবেই রাজী হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় লোক। (মাথা নাড়িয়া) দয়ার শরীর কিনা, ব্রাহ্মণের দায় উদ্ধার না করে কি থাকতে পারেন? চল খুড়ো, একটু পা চালাও—ষ্টেশনের পথটুকু পেরুতেই তো রাত কাবার হবে দেখচি।

প্রথম লোক। চল, চল।

উভয়ের প্রস্থান

প্রিয় কন্যার হাত ধরিয়া আবার পথে নামিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে বলিলেন—

প্রিয়। আজ গোলক চাটুয্যে মশায়ের বৌভাত কিনা, তাই লোকজন খাওয়া দাওয়া ক'রে ফিরছে। কাজে-কর্মে চাটুয্যে মশাই খাওয়ান ভাল। শুনলাম পাঁচখানা গ্রাম বলা হয়েছে—বামুন শূদ্দুর কেউ বাদ পড়েনি।

সন্ধ্যা। (অবাক হইয়া) কার বৌভাত বাবা? গোলক ঠাকুরদার?

প্রিয়। হাঁ, প্রাণকৃষ্ণের মেয়েটাকে সেদিন বিয়ে করলেন কিনা?

সন্ধ্যা। (দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে) হরিমতি? তার বৌভাত?

প্রিয়। হাঁ, হাঁ, হরিমতিহ নাম বটে। গরীব বামুন বেঁচে গেল—মেয়েটা বড় হয়ে—

সন্ধ্যা। (শিহরিয়া উঠিয়া) থাক্ বাবা ও-কথা, চল, চল—দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সন্ধ্যা পিতার হাত ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া হঠাৎ পথিপার্শ্বে জ্ঞানদার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় থমকিয়া দাঁড়াইল এবং মিনিট-খানেক নিঃশব্দে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া সবিস্ময়ে বলিল—

সন্ধ্যা। জ্ঞানদাদিদি, তুমি যে এখানে!

জ্ঞানদা কোন উত্তর না করিয়া সন্ধ্যার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। সন্ধ্যা তাহার খুব সন্নিকটে আসিয়া কহিল—

সন্ধ্যা। কি হয়েছে জ্ঞানদাদিদি? এমন ক'রে এখানে ব'সে আছ কেন?

জ্ঞানদা মুহূর্তে দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সন্ধ্যার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। প্রিয় একেবারে বিবর্ণ হইয়া উঠিলেন। ইহার পরে খানিকক্ষণ কেহই কোন কথা কহিতে পারিল না। এক সময়ে প্রিয় অনেক চেষ্টায় স্বর বাহির করিয়া কহিলেন—

প্রিয়। তুমি কোথায় যাবে জ্ঞানদা? তোমার কি টিকিট কেনা হয়েছে?

জ্ঞানদা। (অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে) না! আপনি কোথায় যাবেন?

প্রিয়। বৃন্দাবনে।

জ্ঞানদা। সন্ধ্যাও কি সঙ্গে যাবে?

প্রিয়। হাঁ।

জ্ঞানদা অঞ্চলের গ্রন্থি হইতে কতকগুলো টাকা প্রিয়র পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া বলিল—

জ্ঞানদা। টিকিটের দাম কত আমি জানি নে, কিন্তু এই পঞ্চাশটি টাকা আমার আছে—আমাকেও একখানি বৃন্দাবনের টিকিট কিনে দিন। কেবল এই পথটুকু আমাকে সঙ্গে নিন, তার বেশি আর আমি পৃথিবীতে কারও কাছে কিছু চাইব না।

প্রিয় ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে আস্তে আস্তে বলিলেন—

প্রিয়। আচ্ছা, চল আমাদেরই সঙ্গে। কিন্তু টাকাগুলো আঁচলে বেঁধে রাখো।

সন্ধ্যা টাকাগুলো তুলিয়া জ্ঞানদার আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে ধরিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। প্রিয় কহিলেন—

প্রিয়। অনেক দেরি হয়ে গেল, একটু তাড়াতাড়ি সব এস।

প্রিয় আগাইয়া গেলেন, সন্ধ্যা ও জ্ঞানদা তাঁহাকে অনুসরণ করিল।

যবনিকা

শুভদা

নাট্যরূপ : শ্রীশচীন মুখোপাধ্যায়

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বৈশাখের দ্বিপ্রহর—কালো মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। এই সময় হারাণবাবুর বাটীর রন্ধনশালার বারান্দায় তাঁহার স্ত্রী ও বড় কন্যা ললনা মুখোমুখি হইয়া বসিয়া আছে। দুজনেরই মুখ শুষ্ক, আজ একাদশী—ললনা বালবিধবা, আর তাহার জননী এখনও পর্য্যন্ত কিছুই আহার করেন নাই।]

ললনা। না, আজও বোধহয় বাবা আসবেন না। মেঘ করে আসছে, যদি জল হয় তাহলে রান্নাঘরে দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না। তুমি কেন একটু কিছু খেয়ে নাও না।

শুভদা। আরও একটু দেখি, তিনদিন আসেন নি, আজ যদি না আসেন ?

ললনা। কি আর করবে বল মা।

মালা ফিরাইতে ফিরাইতে নিকটে আসিয়া চীৎকার করিয়া কথা বলিতে বলিতে রাসমণির প্রবেশ।

রাসমণি। বৌ এখনও পর্য্যন্ত খাসনি ?

শুভদা। আরও একটু দেখি।

রাসমণি। আমার পিণ্ডি—আরও একটু দেখে কি হবে ? ড্যাক্‌রা আজ এতবেলায় কি আর আসবে ? দেখ্‌গে যা—গাঁজা খেয়ে কোথায় পড়ে আছে। মুখপোড়া কবে যে মরবে—আমাদের হাড় জুড়োবে।

ললনা। পিসিমা, একাদশীর দিন গাল দিচ্ছ কেন ?

রাসমণি। একাদশীর দিন গাল দিচ্ছ কেন ? (দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিয়া) তুই সেদিনকার মেয়ে, বুড়ো মাগীকে একাদশী-দ্বাদশী শেখাতে আসিস্‌ নে। তোরই বাপ হয়, আমার কি কেউ হয় না ? (বলিতে বলিতে চক্ষু সজল হইল) বাছা আমার তিনদিন বাড়ী আসেনি—বুকের ভেতর কি যে কচ্ছে তা ইষ্টি দেবতাই জানতে পাচ্ছেন। (অঞ্চল দিয়া অশ্রু মুছিল) আমি বুড়ো মানুষ, যদি একটা কথা বলি তা হলে তোরা চোখে আঙুল দিয়ে তার ভুল দেখিয়ে পাঁচটা কথা শুনিয়ে দিস্‌। কাজ নেই মা, আমি তোমাদের কোন কথায় থাকব না। তবে না খেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে বৌটা মরে যাবে তাই দুকথা বলা।

ললনা। (লজ্জিত হইয়া) এমন কথা আর কখনও বলব না, আমায় ক্ষমা কর পিসিমা। [প্রস্থান

বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ। তাহাকে দেখিতে পাইয়া

রাসমণি। বিন্দু এদিকে আর আসো না, কি ব্যাপার ?

বিন্দু। তুমিই বা কোন্ আমাদের ওদিকে যাও দিদি ?

রাসমণি। যাবার কি আর যো আছে বোন। ছোট ছেলেটার ব্যারাম নিয়ে এক পা কোথাও নড়বার সাধ্য নেই।

বিন্দু। কি হয়েছে তার ?

রাসমণি। জ্বর, পিলে, পেটের অসুখ—কিছুই আর বাকী নেই।

বিন্দু। (শুভদাকে দেখিয়া) বৌ তোর সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে।

রাসমণি। তোরা গল্প কর, আমি একটু ছেলেটাকে দেখে আসি।

[প্রস্থান

বিন্দু। (শুভদা কাছে আসিলে) হ্যাঁরে বৌ, হারাণদার খবর কিছু জানিস্ ?

শুভদা। কিছু জানি না। আজ তিনদিন তিনি বাড়ী আসেন নি। তুমি কি কিছু জানো বোন ? কি হয়েছে তাঁর ?

বিন্দু। অত উতলা হচ্ছিস কেন ? সেই বলতেই ত এসেছি। (একটু চুপ করিয়া)······ ইচ্ছে থাকলেও সব কথা মিষ্টি করে বলা যায় না। হারাণদা আজ তিন চারদিন বাড়ী আসেন নি,—মনে কর তার সম্বন্ধে যদি কোন অশুভ কথা বলি।

শুভদা। তবে কি তিনি বেঁচে নেই ?

বিন্দু। বালাই, বেঁচে থাকবেন না কেন ? কে বললে বেঁচে নেই ?

শুভদা। (দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িয়াছিল, উঠিয়া) বেঁচে আছেন ?

বিন্দু। বেঁচে আছেন, সুস্থ শরীরে আছেন।

শুভদা। তবে কি ?

বিন্দু। সেই কথাই বলতে এসেছি, কিন্তু তুই অমন করলে কেমন করে বলি ?

শুভদা। অমন আর করব না। কি হয়েছে বল।

বিন্দু। তিনি চুরি করেছেন বলে নন্দীরা হাজতে দিয়েছে।

শুভদা। হাজতে দিয়েছে ?······তবে কি হবে ?

বিন্দু। কি আর হবে? খালাস করে আনতে হবে।

শুভদা। কি করে খালাস করে আনা হবে?

বিন্দু। যেমন করে বলি—তেমন করে কাজ কর, তবেই তাঁকে আনতে পারবি।

শুভদা স্থির নেত্রে বিন্দুর দিকে চাহিয়া রহিল

জানিস্ তো, বাবা ইচ্ছে করলে এসময় তোর অনেক উপকার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি আগের কথা মনে করে তা করবেন না। তাই আমিই এসেছি তোকে সব বলে দিতে। কিন্তু আমি যা বলব তা করতে পারবি?

শুভদা। পারব।

বিন্দু। যতই শক্ত হোক্?

শুভদা। হ্যাঁ।

বিন্দু। তবে শোন্, দুশো, না তিনশো টাকা চুরি করেছেন বলে নন্দীরা তাঁর নামে নালিশ করেছে।

শুভদা। দুশো, তিনশো টাকা। না, না, না—

বিন্দু। না করে থাকেন ভালই, কিন্তু সে কথায় আমাদের কাজ নেই। এই টাকাটা নন্দীদের দিযে খুব অনুনয় বিনয় কবলে বোধ হয় ছেড়ে দিতে পারেন।

শুভদা। কিন্তু, তা কেমন করে হবে? এত টাকা? এত টাকা আমি কোথায় পাব?

বিন্দু। সে কথা আমি বলছি। বৌ এখন লজ্জার সময় নয়, তুই আমার এই বালা দু'গাছা নিয়ে আজ রাত্রে নিজেই ভগবানবাবুর কাছে যা, তারপর যা ভাল বুঝবি করিস্।

শুভদা। তোমার বালা দু'গাছা?

বিন্দু। হ্যাঁ, আমার বালা দুগাছা। এর দাম তিন চারশো টাকা হবে; এই দিয়ে সাধ্য সাধনা করলে ছেড়েও দিতে পারেন।

শুভদা। কিন্তু বিন্দু—

বিন্দু। কিন্তু আবার কি? আগে স্বামীকে বাঁচা তারপর কিন্তু করিস্। এখন কি সঙ্কোচ করবার সময় বৌ? আর টাকা শোধ দেবারই বা ভাবনা কি; তোর ছেলে বড় হয়ে শোধ দেবে।

শুভদা। আজই যাব?

বিন্দু। হ্যাঁ—আজই।

শুভদা। কার সঙ্গে যাব ?

বিন্দু। দেখ্‌, তুই এক কাজ কর, একলাই যা সন্ধ্যার পর। একটা ময়লা কাপড় প'রে মুখ ঢেকে যাস্‌। কাল এমনি সময় এসে আমি খবর নেবো।

শুভদার চোখের জল পড়িতে লাগিল, সস্নেহে বিন্দু তাহা মুছাইয়া দিল

ঈশ্বর করুন, সব যেন মঙ্গল হয়। তা না হলে অন্য উপায়ও আছে, তুই কিছু ভাবিস্‌ না।

তারপর শুভদার হাতে পাঁচটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া

বৌ, আমি তোর মার পেটের বোনের মতন। আমাকে লজ্জা নেই। আপাততঃ এই টাকা নে, ছেলেটাকে কিছু কিনে দিস্‌। তা, হ্যাঁরে বৌ, ললনা কোথায় ?

বিধবার বেশে ললনার প্রবেশ

হ্যাঁরে ললনা, কি কচ্ছিলিস্‌ ?

ললনা। মাধুকে ওষুধ খাওয়াচ্ছিলাম।

তারপর তাহাকে প্রণাম করিল

বিন্দু। থাক্‌ থাক্‌, আর পেন্নাম করতে হবে না। আজ চলিরে, আবার আসবো।

তাহার চিবুক ধরিয়া করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল

শুভদা। হা ভগবান !

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বৃষ্টির জলে শুভদার বস্ত্র সিক্ত। পথশ্রমে দেহ ক্লান্ত, কোনক্রমে অবগুণ্ঠন রক্ষা করিয়া ভগবান নন্দীকে অনুসরণ করিয়া তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিল। মন্দিরে সন্ধ্যারতি করিয়া নন্দী মহাশয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দামী আসবাব পত্রে সুসজ্জিত কক্ষটি; সম্মুখে মসলন্দ পাতা তাকিয়া দেওয়া বসিবার স্থান। তাহাতে উপবেশন করিলেন। শুভদা দুঃখক্লিষ্ট হইলেও তাহার রূপের দিকে অনেকক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া কহিলেন।

ভগবান। দেখ তোমার ভুল হয়েছে; বিনোদবাবুর সঙ্গে তুমি বোধ হয় দেখা করতে চাও।

শুভদা। বিনোদবাবু কে ?

ভগবান। বিনোদবাবু ভগবানবাবুর ছোট ভাই।

শুভদা। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই না।

ভগবান। তবে কি ভগবানবাবুর নিকট দরকার আছে ?

শুভদা। হ্যাঁ।

ভগবান। ভগবান নন্দী আমারই নাম ; আমি তোমায় কখনও দেখেছি ব'লে ত মনে হচ্ছে না।

শুভদা। না।

ভগবান। তবে আমার কাছে কি দরকার থাকতে পারে ?

শুভদা কথা বলিল না

আমি ভেবেছিলাম রাত্রে স্ত্রীলোকের প্রয়োজন বিনোদের কাছে থাকতে পারে। কিন্তু আমার কাছে তোমার যে কি প্রয়োজন তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

শুভদা তখনি কোন উত্তর করিল না

আচ্ছা তোমার বাড়ী কোথায় ?

শুভদা। হলুদপুরে।

ভগবান। হলুদপুরে ? আমাব কাছে দরকার ? তুমি কি হারাণের স্ত্রী ?

শুভদা। হ্যাঁ।

ভগবান। তবে বল কি দরকার।

শুভদা অঞ্চল হইতে বালা দুগাছি খুলিয়া ধীরে ধীরে ভগবানেব পাযে রাখিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল

শুভদা। তাঁকে ছেড়ে দিন।

বালা দুগাছি হাতে লইয়া বেশ পরীক্ষা করিয়া

ভগবান। তবুও সুখী হলাম যে সে তোমাকে এটাও দিয়েছিল। (বালা দুটি নীচে রাখিয়া) তুমি এটা ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ের হাতের বালা নিতে চাই না। ছেড়ে দিতে হয় এমনিই দেব, বিশেষ করে সে আমার যা নিয়েছে তাতে এ অলঙ্কাব নিয়ে দেওযাও যা, না নিয়ে ছেড়ে দেওয়াও তা, একই কথা।

শুভদা। (চক্ষু মুছিয়া) তাঁকে ছেড়ে দেবেন তো ?

ভগবান। ইচ্ছা ছিল না। সে যে রকম দুশ্চরিত্র তাতে তার শাস্তি পাওয়াই উচিৎ ছিল। তবুও তোমার জন্যে ছেড়ে দেব।

শুভদাব দুই চক্ষু বহিযা জল পড়িতে লাগিল। সে উঠিযা দাঁড়াইল যাইবাব জন্য

এখুনি বাড়ী যাবে ?

শুভদা। হ্যাঁ।

ভগবান। তোমার সঙ্গে কোন লোক আছে ?

শুভদা। না।

ভগবান। সে কি? তবে এত রাত্রে একা যেও না। একজন লোক বরং সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি।

শুভদা। আপনার অশেষ দয়া। আমি একাই যেতে পারব।

ভগবান। এই গোবিন্দ!

তৃতীয় দৃশ্য

[সময় রাত্রি—হারাণের ঘর। মাধু শায়িত। ললনা মাধুর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহাকে গল্প শুনাইতেছিল।]

মাধু। দিদি, বাবা এখনও পর্য্যন্ত এল না কেন? আমার ডালিম কখন নিয়ে আসবে?

ললনা। আর একটু পরেই আসবে। সদাদা খবর দিয়ে গেছে যে জমিদারীর কাছারী থেকে কাজ সেরে বাবার ফিরতে একটু হয়ত দেরী হবে।

মাধু। বাবা ত কদিন থেকে আসছে না। কবে থেকে বাবা বলেছে ডালিম নিয়ে আসবে। এখনও আনল না।

ললনা। বাবার যে অনেক কাজ জমিদারের কাছারীতে, তাই আসতে পারেন নি আজ ক'দিন।

মাধু। হ্যাঁরে দিদি, বাবা খুব বড় কাজ করে—না?

ললনা। অনেক বড় কাজ। বাবা যদি একটু ছোট কাজ করত তাহলে আমাদের দুঃখ থাকত না। আমরা আনন্দে থাকতাম।

ছলনার প্রবেশ

ছলনা। দিদি তুই এখানে; আমি তোকে খুঁজছিলাম।

ললনা। কেন রে?

ছলনা। এমনি, বিন্দু মাসীর সঙ্গে পিসিমার দেখা হয়েছিল, বলে গেছে বাবা এক্ষুনি আসছে, মা যেন না ভাবে।

ললনা। হ্যাঁ, সদাদাও তাই বলে গেল।

ছলনা ললনার পাশে আসিয়া বসিল

ছলনা। দিদি, আমার রঙটা কি আগের চেয়ে কালো হয়ে গেছে?

ললনা। কালো হবে কেন রে?

ছলনা। হয়নি ? আচ্ছা দিদি আমাদের গাঁয়ে কেউ গুণতে জানে কি ?

ললনা। কেন ?

ছলনা। আমি হাত দেখাব।

ললনা। কেন ?

ছলনা। তারা গুণে বলে দেবে আমার গয়না হবে কি না।

ললনা। (চোখে জল আসিয়া পড়িল) হবে দিদি হবে ; তুই রাজরাণী হবি।

ছলনা। যাঃ আমি খালি জিজ্ঞেস করছি গয়না হবে কি না (একটু চুপ করিয়া) আচ্ছা দিদি, আমাদের কিছু নেই কেন ?

ললনা। আমরা দুঃখী তাই।

ছলনা। কেন দুঃখী দিদি ? গাঁযে কে আমাদের মত এমন করে থাকে, এমন করে কষ্ট পায় ?

ললনা। ভগবান যাদের যা করেছেন, তাদের তেমন করেই থাকতে হয় ভাই।

ছলনা। এমনি করেই তবে চিরকাল কাটবে ? কখনও কি সুখ হবে না ?

ললনা। তা কেন ভাই ; দুর্দ্দিন কেটে গিয়ে আবার সুদিন আসবে (ছলনার হাত দুইটি সস্নেহে নিজের হাতের মধ্যে লইয়া) দেখিস্ তোর কত সুখ হবে, কত ঐশ্বর্য্য, কত দাসদাসী—তুই রাজরাণী হবি।

ছলনা। আর দিদি তুই ?

ললনা। আমিও সুখে থাকবো বোন। আমি একবার মার কাছে যাই, তুই মাধুর কাছে বোস্।

ধীরে ধীরে হারাণের সঙ্গে রাসমণি ও শুভদার প্রবেশ

রাসমণি। এতদিন কোথায় ছিলি ? (ছলনাকে দেখিতে পাইয়া) ছলনা যা তুই বাইরে যা, আমি বসছি মাধুর কাছে

ছলনার প্রস্থান

খুলেই বল হারাণ—তোর কি হয়েছিল ?

হারাণ। (গম্ভীর মুখে হঠাৎ হাস্য করিয়া) নষ্টচন্দ্রের কলঙ্কের কথা জান ? আমার তাই হয়েছিল। চুরি করেছি বলে নন্দীরা আমাকে—না, আমার নামে নালিশ করেছিল।

রাসমণি। নালিশ করেছিল ?

হারাণ। হাঁ নালিশ করেছিল; কিন্তু মিছে কথা কতক্ষণ থাকে? কিছুই প্রমাণ হল না—আজ মকদ্দমা জিতে বাড়ী আসছি।

ঘোমটার আড়ালে শুভদা চক্ষু মুদিল

রাসমণি। কিন্তু ওরা চাকরীতে তোকে রাখবে কি?

হারাণ। চাকরীতে রাখবে মানে? আমি করলে তবে ত রাখবে? হারামজাদা ভগবান নন্দীর আমি আর এজন্মে মুখ দেখব? যদি বেঁচে থাকি ত এর প্রতিশোধ নেব—

রাসমণি। তাহ'লে—কিন্তু খরচ-পত্রের—

হারাণ। ও তুমি কিছু ভেব না দিদি—বেটাছেলে আমার ভাবনা কি? কালই দেখনা একটা চাকরী জুটিয়ে নেব।

রাসমণি। দেখ্, যা ভাল বুঝিস্। [প্রস্থান

হারাণ মাধুর নিকট গেল। তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল

হারাণ। কেমন আছ মাধব?

মাধু। আজ ভাল আছি, বাবা। তুমি এতদিন আসনি কেন? তুমি আমার জন্যে ওষুধ আনতে গিয়েছিলে, ওষুধ এনেছ, ডালিম এনেছ?

হারাণ। (শুষ্কমুখে) এনেছি।

মাধু। দাও।

হারাণ। (একটু ইতস্ততঃ করিয়া) এখন নয়, সব রাত্রে খেও।

শুভদার নিকট গিয়া

আমাকে একটা টাকা দিতে পারবে?

শুভদা। আমার কাছে কিছু নেই।

হারাণ। তোমার লক্ষ্মীর ভাঁড়ার কখনও খালি থাকে? দেখি লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে কি আছে?

শুভদা। ওতে মাত্র শেষ সম্বল একটা টাকা আছে, নিও না।

হারাণ। আমি ধার চাইছি, কালই এ শোধ করে দেব। একটার বদলে দুটো দেব। আমায় বিশ্বাস কর, কালই শোধ করে দেব।

শুভদা। আচ্ছা নাও, কিন্তু এখন কোথাও যেও না।

লক্ষ্মীর ঝাঁপি হইতে সিঁদুর মাখানো টাকাটা মাথায় ছোঁয়াইয়া হারাণকে দিল

হারাণ। কি বল তুমি? আমার কি এখন বসে থাকার সময়? রাজ্যের কাজ এখন আমার মাথার ওপর। এত বড় সংসার আমার ওপর নির্ভর

করছে, এখন কি একদণ্ড চুপ করে বসে থাকতে পারি? দাও দাও, আমার চাদরটা দাও, চট্ করে একটা কাজ সেরে এখুনি আসছি। তুমি কিছু ভেব না।

হারাণের ক্ষিপ্রপদে প্রস্থান

শুভদা। (লক্ষ্মীর ঝাঁপি মাথায় ঠেকাইয়া) ঠাকুর! আমার স্বামীর মতিগতি ভাল করে দাও। তাকে মানুষের মত মানুষ করে দাও ঠাকুর।

বলিতে বলিতে ঠাকুরের পায়ের কাছে মাথা নত করিল।

চতুর্থ দৃশ্য

[বুড়োশিবতলা। অশ্বত্থ গাছের নীচে বাঁধান চাতালে গাঁজার আড্ডা। গঞ্জিকা সেবীর দল বেশ জমাইয়া বসিয়া আছে। সামনে কতকগুলো বাড়ী পড়িয়া আছে জুয়া খেলার জন্য এবং নেশার আনুষঙ্গিক সব মজুত।]

গোঁসাই। ব্যোম মহাদেব।

গাঁজার কলকেতে একটা টান দিয়ে

মোড়ল। দাও হে চরণ গোঁসাই, আর টেনো না। আমাদেরও একটু দাও।

গোঁসাই। তুমি ত ভারী বেরসিক লোক, একটা টান শেষ করতে না করতেই চাইছ। দাঁড়াও একটু—মৌতাত আসুক, চোখ বুজে একটু ত্রিভুবন দেখি।

হারু। বুঝলে গোঁসাইজি, আমাদের মোড়লের ওই রোগ। গাঁজার ধোঁয়া নাকে গেলে আর স্থির থাকতে পারে না।

মোড়ল। তুমি কি বুঝবে হারু, যেমন চেহারা—তেমনি বুদ্ধি। আরে বাবা, যারা ওর রস বোঝে তারা ও জিনিষ দেখলে স্থির থাকতে পাবে না।

হারু। দেখলে ত গোঁসাই, আবার রসের কথা আমায় মনে করিয়ে দিলে। আজ ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বৌ দিব্যি করিয়ে নিয়েছে রস খেয়ে বাড়ীতে না ঢোকার জন্যে। অনেক ভেবে-চিন্তে রসের বন্ধুদের আড্ডা ছেড়ে গাঁজার বন্ধুদের কাছে এলাম রসকে ভুলতে। কিন্তু মোড়ল সে কথা মনে করিয়ে দিলে। কি আক্কেল বল দেখি মোড়লের, না জোর করে পাঠিয়ে দিলে। যাই উঠে পড়ি। রস পেটে না পড়লে কি স্থির থাকতে পারি! বৌ লাথি, ঝাঁটা যাই মারুক না কেন, কি করব অভ্যেসের দাস। (উঠিয়া পড়িল) আসিগে,

মোড়লের মত আমিও স্থির থাকতে পারছি না। হ্যাঁ-হ্যাঁ বাবা, এই হল নামের মহিমা।

গোঁসাই। ঠিক বলেছ হে, সবই নামের মহিমা। কালী ঠাকুরের নামের এক মহিমা—কেষ্ট ঠাকুরের আর এক মহিমা—আবার ব্যোম্ মহাদেবের আর এক মহিমা। [জোরে আর একটান

হারুর প্রস্থান

মোড়ল। কর কি, কর কি গোঁসাই! নিজের গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে মাল তৈরী করে নিয়ে এলুম তোমার কাছে পেসাদ করে নেবার জন্যে—তা দেখছি তুমিই সবটা পেটে পুরলে।

গোঁসাই। ওরে বাবা, যখন গোঁসাইএর কাছে নিয়ে এসেছ পেসাদ করে দিতে তখন কিচ্ছু চিন্তা করো না। যা করে দিচ্ছি তাতেই দেখবে অন্ধকার। ব্যোম্ মহাদেব!

মোড়ল। গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে মাল তোমার হাতে দিয়ে আমি শুধু বসে বসেই অন্ধকার দেখছি। দাও দাও, আগে একটা টান দিই।

গোঁসাই। নাও বাবা নাও (বলিয়া আর একটা টান দিল) ব্যোম মহাদেব!

মোড়ল। দুত্তোর-নিকুচি ব্যোম্ মহাদেবের

বলিয়া একরকম জোর করিয়া কলকে কাড়িয়া লইল

গোঁসাই। নাও নাও মোড়ল, নাও। এখনও অনেক ধোঁয়া আছে। দূরে ফেলে শরীরটাকে একটু চাঙ্গা করে নাও। জানত, মশা তাড়াতে ঘরেতে ধুনোর ধোঁয়া দেয়, ঠিক তেমনি শরীরের ভেতর থেকে অপকারী জীবাণু তাড়াতে হলে গাঁজার ধোঁয়া মহৌষধ।

মোড়ল। ব্যোম্ মহাদেব! (একটা টান দিয়া) ঠিক বলেছ গোঁসাই, দুটো টান দিতেই শরীরটা যেন চাঙ্গা হল।

ছিদামের হাতে কল্কেটা দিল

ছিদাম। আরে বাবা—তা না হ'লে দিনের পর দিন লোকে নেশা করত না। সরকারও তাই ঠিকমত সব নেশারও ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তা আর ওটা আমাকে দিচ্ছ কেন? ওতে আর কোন পদার্থ আছে না কি? রেখে দাও গোঁসাইএর ঝুলিতে।

গোঁসাই। আরে বেটা ছিদে তোর কিছুতেই মনঃপূত হবে না।

হাতেখড়ি হল আমার কাছে আর এখন আমার অনেক ওপরে চলে গেছিস্। জমিদার বাড়ীতে থেকে ত বেশ দু পয়সা কচ্ছিস্, তা বাবুদের একটা বিলিতি বোতল নিয়ে আয় না—একদিন সবাই মিলে একটু ভাল করে বসা যাবে।

ছিদাম। রক্ষে কর ঠাকুর—শেষকালে হারাণ মুখুজ্জের মত সব যাক্। ওতে আমার দরকার নেই। ছাপোষা মানুষ, একটু নেশাটা আশটা করি, তা বাবুদের পেসাদেই আমার মিটে যায়। আমার আর বেশীতে দরকার নেই। শেষে হারাণ মুখুজ্জের মত জেলে যাব।

মোড়ল। আচ্ছা গোঁসাই, তুমি ত চিরকাল পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গেই কাটালে—এবার একটু নিজেও কিছু ছাড়।

ছিদাম। তাতে ঠাকুর যদি সব ছাড়তে হয় ছাড়বে। নিজের গ্যাঁটের এককাণা কড়িও বের করবে না। ঠাকুর পরকে ডোবাতে ওস্তাদ—নিজে ঠিক ভেসে থাকবে।

গোঁসাই। ত্যাখ্ মোড়ল—ত্যাখ্ ছিদে, আমি কাঁঠাল ভাঙ্গি পরের মাথায়, তোরা ঠিক বলেছিস্, কিন্তু ভাঙ্গি কাদের মাথায় জানিস্? যাদের মাথা বেশ শক্ত। এই ধর হারাণ মুখুজ্জের কথা—সে যে জমিদারকে ফাঁক করে সব কাতুমাগীর ঘরে তুলছিল, তাই কিছুটা আমিও জুয়ায় তুলে নিলাম।

মোড়ল। হ্যাঁ—তা তুমি ঠিকই করেছ। দু' চারজন কাপ্তেনবাবু না থাকলে আমাদের আড্ডা চলে কেমন করে বলত?

এদিক দিয়া হারাণ যাইতেছিল, তাহাকে দেখিয়া

গোঁসাই। আরে মুখুজ্জে জামাই যে—কি খবর, এস, এস, বস।

হারাণ। না ভাই এখন বসব না—একটু কাজ আছে। এখন যাই।

গোঁসাই। বল কি জামাই—তোমার জন্যে আমরা বসে আছি কখন আসবে বলে—আর তুমিই চলে যাবে। নাও একটু জিরোও, তারপর যাবে। নে, নে ছিদে—জামাইএর হাতে একটু সেজে দে কল্কেটা। মোড়ল একটু মাল বের করে দাও তোমার কৌটো থেকে! জামাই বাবাজীর শরীরের ওপর দিয়ে বড্ড ঝড় চলে যাচ্ছে। আমরা হলুম ওর বন্ধুলোক—আমরাই ওকে সৎপরামর্শ দেব। কি বল?

মোড়ল। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—বস বস মুখুজ্জে, পরে কাজে যেও।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও হারাণ বসিল

হারাণ। তা দাও—যখন বলছ—একটা টান দিয়েই যাই। নেশা না করলে মানুষ দুঃখ ভুলতে পারে না। দাও কল্কেটা।

গোঁসাই। ঠিক বলেছ মুখুজ্জে জামাই—নেশা না করলে দুঃখ ভোলা যায় না। নেশাই দুঃখের মধ্যে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, না হলে দুঃখের জ্বালায় জ্বলে জ্বলে মানুষগুলো মরেই যেত অনেক আগে। তাই আমি বলি নেশাই হল পৃথিবীর মধ্যে এমন একটা সঙ্গী যে কখনও কারও সঙ্গে বেইমানি করেনি কোনদিন। এই ধরনা মদ—দুঃখের সময় তুমি পেটে ঢাললে, দেখবে সে নিজের কাজ করে তোমার দুঃখটাকে হাল্কা করে দেবে। তারপর ধর গাঁজা—এর মহিমা অসাধারণ। এর ধোঁয়া যদি ব্যোম্ মহাদেব বলে একবার শরীরে ঢুকিয়ে ফেলতে পার দেখবে মন থেকে একেবারে সব উড়ে গেছে। তখন মনে হবে তুমিই ধোঁয়ার সঙ্গে আকাশে উড়ে যাচ্ছ—তোমাকে আর কি বলব, জ্ঞান দিচ্ছি ছিদে ব্যাটাকে—মোড়লকে—ব্যোম্ মহাদেব!

ছিদে মোড়লের কৌটো হইতে গাঁজা বাহির করিয়া হারাণকে কল্কে সাজিয়া দিল।

হারাণ। (গাঁজা সেবন করিয়া) আর কিছুই ভাল লাগে না গোঁসাই। ভাবছি কোথাও চলে যাব। দেশের ভিটে তুলে দেব।

গোঁসাই। কেন হে জামাই—জমিদারীতে কাজ করে বেশ ত দু' পয়সা গুছিয়ে নিয়েছ—তাহলে দেশ ছাড়বে কেন?

হারাণ। তোমরা ত বলবেই—বল যা খুসী তাই বল, আমি আর কিছু বলব না।

গোঁসাই। যাক এখন ওসব কথা ছাড়—তা এক বাজী হবে নাকি?

ছিদে। ওঁর কাজ আছে, ছেড়ে দাও না গোঁসাই ঠাকুর—এখন ওঁর মন ভাল নেই।

গোঁসাই। তুই চুপ কর ব্যাটা। মন ভাল করবার জন্যেই ত গাঁজার কল্কে ধরিয়ে দিলাম। কি হে জামাই বাবাজী, হবে এক হাত?

হারাণ। এখন কিছু নেই ভাই।

গোঁসাই। তোমার কাছে কিচ্ছুই নেই বললেও কিছুত নিশ্চয়ই আছে—বসবে ত বস—একবার তোমার ভাগ্য পরীক্ষা হয়ে যাক্।

হারাণ। যা আছে তা দিয়ে খেলা যাবে না—ছেলেটার ওষুধ কিনতে হবে।

গোঁসাই। আরে বাবা যদি জিততে পার চারগুণ ওষুধ কিনে নিয়ে যেতে পারবে। আর হারলে তোমার যে ঘরের লক্ষ্মী আছেন ঠিক চালিয়ে দেবেন। বুঝলে কিনা জামাই বাবাজী, অনেকদিন তুমি ছিলে না—আর ঠিকমত খেলাও

হয়নি ; তাই তোমায় দেখে ভাবলাম আবার আড্ডাটা জমে উঠবে, কিন্তু তুমিই দেখছি তা ভেঙে দিচ্ছ।

কড়ি হাতে করিয়া হারাণের দিকে দিল। হারাণও বসিয়া পড়িল এবং ট্যাঁক হইতে টাকাটি বাহির করিল

হারাণ। দাও হে ছিদে আর এক ছিলিম বানিয়ে দাও।

গোঁসাই আর এক ছিলিম গাঁজা তৈয়ার করিয়া তাহাকে দিল, তারপর কড়ি লইয়া দুজনে খেলা শুরু করিল। প্রথমে হারাণ কয়েকবার জিতিল কিন্তু পরে দু আনা চার আনা করিয়া হারিতে লাগিল

গোঁসাই। না জামাই বাবাজী—সত্যি তোমার ভাগ্যটা খারাপ দেখছি।

হারাণ। এখন আমার ভাগ্যটা খারাপ বলেইত তোমার ভাগ্যটা ভাল হয়েছে। আমার ট্যাঁকের পয়সা তোমার ট্যাঁকে উঠল।

গোঁসাই। তাত সত্যি, খেলায় একজন জিতবে একজন হারবে—এইত নিয়ম।

হারাণ। ঠিকইত। আজ তাহলে উঠি—হ্যাঁ, আর একটা ছিলিম দিতে পারবে গোঁসাই, না হেরে গেছি বলে ওটাও ফুরিয়ে গেছে।

গোঁসাই। কি যে বল জামাই বাবাজী—তুমি হলে আমাদের পাড়ার জামাই। দেরে ব্যাটা ছিদে, কল্কেটা একবার ওর হাতে।

ছিদে। কি আর দেব। ওতে আর কিছু আছে নাকি? দিতে হলে খালি কল্কেটায় বাড়িয়ে দিতে হয় ; বল ত তাই দিই।

হারাণ। থাক্ থাক্—এবার আসি তাহলে গোঁসাই ঠাকুর—

হারাণ উঠিয়া পড়িল

গোঁসাই। আরে ব্যাটা ছিদে যা পড়ে আছে তাই দিয়েই একটা টান দিই। কল্কের ন্যাকড়া একটু ফিরিয়ে দে।

মোড়ল। আচ্ছা গোঁসাই, তোমার চোখে কি একটুও চামড়া নেই?

গোঁসাই। (হাসিয়া) তা তুমি বুঝবে না মোড়ল। সব হচ্ছে তাঁর খেলা।

ছিদের হাত হইতে নিঃশেষিত কল্কেটায় একটান দিয়া

সবই তাঁর খেলা, পরে বুঝতে পারবে। ব্যোম্ মহাদেব!

পঞ্চম দৃশ্য

[জমিদার ভগবান নন্দীর কাছারী বাড়ী—ঢালা ফরাস পাতা—কয়েক জন সরকার আপন মনে কাজে ব্যস্ত।]

ভগবান। নায়েব মশায়, হারাণ মুখুজ্জের খবরটা নিয়েছিলেন ?

নায়েব। আজ্ঞে হ্যাঁ, নিয়েছিলাম।

ভগবান। কি খবর নিলেন, বলুন।

নায়েব। কি আর বলব হুজুর, আপনার তহবিল ভাঙ্গলো আর আপনি তাকে ছেড়ে দিলেন। হাজত থেকে ছাড়া পেয়েই বাড়ী গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া মারধোর করে গাঁজার আড্ডায় গিয়ে ঢুকে পড়লো। সেখান থেকে রাত্রে বাড়ী ফেরে নি। শুনি নাকি তার রক্ষিতা আছে—সেখানেই রাত কাটায়।

ভগবান। হুঁ, আপনি যা বলছেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে একবার আমায় নিজেই ওর সঙ্গে দেখা করতে হয়। আচ্ছা নায়েব মশাই, বলতে পারেন ও লোকটা আগে খুবই ভাল ছিল কিন্তু কেন অমন হল ? শুনেছি ওর পোষ্যও নাকি অনেক—সংসার খুব বড়।

নায়েব। আজ্ঞে হ্যাঁ—স্ত্রী, দুই কন্যা, একটি বাল-বিধবা, একটি অনূঢ়া, একটি পুত্র, এক বিধবা ভগ্নী—এই তার সংসারের পোষ্য।

ভগবান। এতগুলি পোষ্য কিন্তু তার মাসিক আয় ছিল কেবলমাত্র সাত টাকা। আজ এতদিনে বুঝতে পারলাম কেন সে চুরি করেছিল।

নায়েব। আজ্ঞে হুজুর, যার যা স্বভাব, উপার্জন কম বা বেশী হলেও তা সে তাই করবে। মাসিক আয় বাড়লেও হারাণ মুখুজ্জে তার আনুষঙ্গিক দোষগুলি কাটাতে পারতো না। হুজুর, ওর জেল হওয়াই ভাল ছিল। তবে যদি ওর শিক্ষা হত।

ভগবান। চুপ করুন নায়েব মশাই, তার কি হলে ভাল হত তা আমি ভাল করে জানি।

নায়েব। বেয়াদপি মাফ করবেন হুজুর, আমি শুধু তার সংসারের দুঃখের কথা চিন্তা করেই বলেছিলাম।

ভগবান। দুঃখ যে আপনাদের কতখানি তার পোষ্যদের প্রতি তা আমি ভাল করেই জানি—তা আর বোঝাবার চেষ্টা করবেন না।

নায়েবের প্রস্থান

সরকার। শহর থেকে উকিলবাবু এসেছেন, আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চান।

ভগবান। ডেকে নিয়ে এসো এইখানে।

সরকারের প্রস্থান এবং নায়েবের প্রবেশ

নায়েব। হুজুর, আপনি বলেছিলেন চুয়াল্লিশ সালের হরিহর লাটের খাতা দেখবেন, নিয়ে আসব ?

ভগবান—থাক, ওটা পরে হবে। উকিল বাবুকে বলুন এখানে আসার সময় যেন সব কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে আসেন।

নায়েব চলিয়া গেল—উকিলেব প্রবেশ

উকিল। নমস্কার।

ভগবান—আসুন, আসুন উকিলবাবু, তারপর কি খবর ?

উকিল। আপনার কথামত সমস্ত কাগজপত্র তৈরী করে এনেছি। আপনি দেখে নিলেই আগামী সোমবার কাছারীতে দাখিল করা হবে।

ভগবান। আগে বসুন, তারপর কাজের কথা হবে।

উকিলবাবু বসিলেন

উকিল। এবার আপনার নায়েব মশায় ত ইউনিয়ন বোর্ডের ইলেকসানে দাঁড়াচ্ছেন।

ভগবান। হ্যাঁ, তাইত শুনছি। জানেন উকিলবাবু, আজকাল হ'ল নায়েবদেরই যুগ। আসল মালিকের চেয়ে এরাই হল সাধারণ মানুষের কাছে প্রবল প্রতাপশালী। রাজার চেয়ে মন্ত্রীর কদর এখন অনেক বেশী।

উকিলবাবু। ঠিকই বলেছেন নন্দীমশায়। প্রজারা এখন মালিকের চেয়ে তাঁব নায়েবকেই বেশী সমীহ করে, ভয় করে—যুগ পাল্টে গেছে। প্রজারা আজ ধারণা করে বসে আছে জমিদার অত্যাচারী—উৎপীড়ক। কিন্তু তারা তো জানে না এই অত্যাচার উৎপীড়নের মূলেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আছে এই নায়েব গোষ্ঠীর দল। যাকগে, তারপর আপনার পারিবারিক সব মঙ্গল ত ?

ভগবান। একরকম মঙ্গল। বুঝলেন উকিলবাবু, আমি ঠিক করেছি হরিহরপুরের মামলাটা তুলে নেব।

উকিল। আপনার যেমন ইচ্ছে।

নায়েবের প্রবেশ

নায়েব। হুজুর, হরিহরপুর মামলাটা তুলে নিলে আমাদের ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে।

ভগবান। লাভ ত বংশানুক্রমিক বহুদিন ধরে করে আসছি, আজ একটু ক্ষতি হয় হোক না।

নায়েব। আপনার জিনিষ আপনি যেমন আদেশ করবেন তাই হবে। কিন্তু এতদূর এগিয়ে গিয়ে পেছিয়ে পড়লে আমরা আর ওদিকের আশেপাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব না। সবাই খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেবে বলে ভয় দেখাবে।

ভগবান। বলেছি ত নায়েব মশায়, যদি এতে ক্ষতি হয় সে ক্ষতি আমি স্বীকার করে নেব……বহুদিন ধরেই আপনি আমাদের স্টেটের নায়েবী করে আসছেন। পূর্বে কর্তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে এসেছেন, এখন আমার ইচ্ছামত কাজ করে যান, তার যা ফল আমিই ভোগ করব। নায়েব মশায় একটা কথা আজ বলে রাখি, সেটা মনে রাখবেন—এখন সময় পাল্টে গেছে, সেই সময়েরই দাম দিতে হবে।

নায়েব। হুজুরের যেমন আদেশ—তাই হবে।

উকিল। তাহলে আমি এখন আসি। [প্রস্থান

সরকারের প্রবেশ

সরকার। হুজুর, একজন প্রজা একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ভগবান। পাঠিয়ে দাও।

প্রজার প্রবেশ

প্রজা। (দূর হইতে সেলাম করিয়া) হুজুর, আমি নন্দীগ্রামে থাকি, আমার নাম সোরাব আলী, আমার বাপ বড় কর্তার আমলে এখানে সহিসের কাজ করত।

ভগবান। ও হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, তা কি ব্যাপার বল।

প্রজা। আজ্ঞে হুজুর, তিন সন খাজনার দায়ে আমার ভিটে মাটিতে কাল নীলামের ঢ্যাডা পড়ে গেছে। আমার স্ত্রী যক্ষায় ভুগছে, ছেলেটা আজ দুমাস থেকে নিরুদ্দেশ, হুজুর যদি রেয়াৎ না করেন আমার বৌটা মরে যাবে—আমি সর্বস্বান্ত হব।

কাঁদিয়া ফেলিল

ভগবান। নায়েব মশায়, কি ব্যাপার ?

একটু থামিয়া

নায়েব। হ্যাঁ হুজুর, সোরাবের তিন সনের খাজনা বাকী, গত তিন বছর

ফসল ভালই হয়েছিল, চাষবাস করে যা পেয়েছিল নেশাভাঙ্গ করে সব উড়িয়ে দিয়েছে, খাজনা বাবদ এক পয়সাও দেয় নি।

ভগবান। আচ্ছা তুমি যাও, আমি দেখছি।

প্রজার প্রস্থান

ভগবান। না না নায়েবমশায়, ও ভিটে-মাটি নীলামের ব্যবস্থা করা আপনার ঠিক হয়নি।

নায়েব। যা কর্তাদের আমলে নিয়ম অনুযায়ী হত, তাই করেছি হুজুর।

ভগবান। আপনি নীলাম বন্ধ করে দিন।

নায়েব। যে আজ্ঞে হুজুর।

ভগবান। নায়েব মশায়, আপনারা বড় কঠিন, শুধু চোখের জল ফেলাতেই জানেন মোছাতে জানেন না।

ষষ্ঠ দৃশ্য

[খোড়ো বাড়ীর একটী সাধারণ ঘর। একপাশে একটি তক্তপোষ। কাতু শুইয়া আছে। বাহির হইতে দরজায় ধাক্কা শোনা গেল।]

হারাণ। (নেপথ্যে) কাতু, বলি কাতু বাড়ী আছ? ......(চীৎকার করিয়া) বলি বাড়ী থাক ত দরজাটা খুলে দাও।

কাতু। কে?

হারাণ। আমি—আমি।

কাতু। আমার বড় শরীর অসুখ—উঠতে পারব না।

হারাণ। তা হবে না, উঠে খুলে দাও।

দোর খুলিয়া দিল

কাতু। উঃ মরি—যে পেটে ব্যথা, অত ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন?

হারাণ। চেঁচাই কি সাধে? দোর না খুললেই চেঁচামেচি করতে হয়।

কাতু। না বাপু অত আমার সইবে না। আসতে হয় একটু সকাল সকাল এসো। রাত্তির নেই দুপুর নেই, যখন তখন যে অমনি করে চেঁচাবে তা হবে না। অত গোলমাল আমার ভাল লাগে না।

হারাণ ভিতরে প্রবেশ করিয়া অর্গলবদ্ধ করিলেন

হারাণ। আহা, পেটে ব্যথা হয়েছে—তা ত আমি জানিনা।

কাতু। তুমি কেমন করে জানবে? জানে পাড়ার পাঁচজন। কাল থেকে এখনও পর্য্যন্ত পেটে একবিন্দু জলও যায়নি, তা এত রাত্তিরে কেন?

হারাণ। একটু কাজ আছে।

কাতু। কাজ আবার কি?

হারাণ। বলছি। তুমি একটু তামাক সাজ দেখি।

কাতু বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া ঘরের একটা কোণ দেখাইয়া দিল

কাতু। তামাক খেতে হয় নিজে সেজে খাও। আমাকে আর জ্বালাতন করো না—আমি একটু শুই।

হারাণ। আচ্ছা আচ্ছা তুমি শুয়ে থাক, আমিই সেজে নিচ্ছি।

হারাণ তামাক সাজিয়া হুঁকা হাতে কাতুর পাশে বিছানায় আসিয়া বসিল, তারপর উহা সেবন করিয়া বিনম্র গলায় বলিল।

কাতু, আজ আমাকে গোটা দুই টাকা দিতে হবে। (কাতু নীরব) বলি শুনলে? ঘুমুলে নাকি?

কাতু। মিথ্যে ভ্যান ভ্যান করো না, টাকা আমার নেই।

হারাণ। বড় দরকার কাতু, আজ এ দয়া আমাকে করতেই হবে।

কাতু। থাকলে ত দয়া করব। এরকম অনেকবার আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেছ, আজ পর্য্যন্ত শোধ দাও নি। তোমাকে দেবার মত টাকা আমার নেই।

হারাণ। টাকার অভাবে বাড়ীতে আমার সব অনাহারে রয়েছে, আমার রোগা ছেলের মুখের খাবার কেড়ে খেয়েছি। লজ্জায় ঘৃণায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কাতু আজ আমাকে বাঁচাও।

কাতু। তোমাকে বাঁচাবার ক্ষমতা আমার নেই।

হারাণ। কেন নেই? এত টাকা দিলাম আর অসময়ে দুটো টাকাও বেরোয় না?

কাতু। না বেরোয় না। যখন টাকা দিয়েছিলে তার বদলে যা চেয়েছিলে তাই পেয়েছ। তার ত হিসেব চুকে গেছে, তুমি ত টাকা এমনি দাওনি। বেশী বকিয়ো না—তুমি যাও। আমার শরীর ভাল নেই, এখন একটু ঘুমুবো, তুমি যাও, দরজা বন্ধ করে দি।

হারাণ। কাতু এমন নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার করছ! কোনদিনই কি আমায় ভালবাসনি?

কাতু। যতদিন তুমি আমায় টাকা দিয়েছিলে ততদিন আমিও তোমায়

ভালবেসেছিলাম। তুমিও আমায় তাই টাকা দিয়ে ভালবেসেছিলে। আজ টাকা ফুরিয়েছে, ভালবাসাও ফুরিয়েছে। এই আমাদের দস্তর। আমি তোমার ঘরের স্ত্রী নই যে পেটে ছুরি দিলেও ভালবাসব। যেখানে টাকা সেইখানেই আমাদের প্রেম, ভালবাসা। যাও যাও, এত রাত্তিরে আর বিরক্ত করো না।

হারাণ। তবে কি সব শেষ হল?

কাতু। হ্যাঁ তাই। এতদিন চক্ষুলজ্জায় কিছু বলিনি। আজ যখন কথা পাড়লে তখন স্পষ্ট করেই বলি।

হারাণ। কি বলতে চাও তুমি?

কাতু। তোমার স্বভাবচরিত্র খারাপ, আমার এখানে আর এসো না। বাবুদের টাকা চুরি করে জেলে যাচ্ছিলে—চাকরী বাকরি নেই, কোনদিন আমার কি সর্বনাশ করে ফেলবে। তার চেয়ে আগে ভাগে পথ দেখাই ভাল। এখানে আর ঢুকো না।

হারাণ। তাই হবে। এখানে আর আসব না, তোমার জন্যে আমার সব হল। তোমার জন্যে আমি চোর, লম্পট; তোমার জন্যে আমি স্ত্রী-পুত্র দেখি না, আর শেষকালে কিনা তুমি—(একটু চুপ করিয়া) আজ আমার চোখ ফুটলো—।

কাতু। (একটু নরম হইয়া, একটু কাছে আসিয়া বসিয়া) ঠাকুর করুন, তোমার যেন চোখ ফোটে। আমরা নীচ মেয়েমানুষ, মুখ্যু; কিন্তু এটা বুঝি যে আগে স্ত্রী-পুত্র বাড়ীঘর তারপর আমরা, আগে পেটের ভাত, পরবার কাপড় তারপর সব নেশা ভাঙ। তোমার অহিত চাইনে, ভালোর জন্যেই বলি, এখানে আর এসো না। গাঁজা গুলির আড্ডায় আর ঢুকো না—বাড়ী যাও, ঘর বাড়ী স্ত্রী-পুত্র দেখ গে, একটা চাকরী বাকরি কর, ছেলেমেয়ের মুখে দুটো অন্ন দাও। তারপর প্রবৃত্তি হয় এখানে এস।

সিন্দুক হইতে দশটা টাকা আনিয়া হারাণের সম্মুখে রাখিল

হারাণ। না, আর টাকার দরকার নেই, ও টাকা আর আমি নেব না।

কাতু। আমার কাছে আর অভিমান করো না। আমি সব জানি, লুকিয়ে গিয়ে আমি সব দেখে এসেছি তোমার সংসারের অবস্থা।

হারাণ। কেন গিয়েছিলে আমার সংসারের খবর নিতে?

কাতু। কেন গিয়েছিলাম—তোমার মত বোকা, মেয়েমানুষ হলেও আমরা অত বোকা নই। তোমাদের স্ত্রী-পুত্র আত্মীয় আছে। একবার

ঠকলে আর একবার উঠতে পারো, কিন্তু আমাদের কেউ নেই—একবার পড়ে গেলে আর উঠতে পারবো না। আমরা না খেতে পেয়ে মরে গেলেও কেউ দেখবে না। লোকে বলে যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন। আমাদের সে ভরসাও নেই। তাই সমস্ত জিনিষ খুব সাবধানে, নিজে দেখে শুনে না চললে কি আমাদের চলে? বুঝেছ?

হারাণ। কিন্তু .....

কাতু। আর কিন্তুতে কাজ নেই। এই টাকাগুলো তোমার স্ত্রীর হাতে দিও—তবুও কদিন স্বচ্ছন্দে চলবে। নিজের কাছে কিছুতেই রেখ না। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি তুমি যেন ভাল হও, আজ থেকে সত্যিই যেন তোমার চোখ ফোটে।

টাকাগুলি হারাণের হাতে গুঁজিয়া দিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[অপরাহ্ণ আকাশে মেঘ করিয়া আছে—ললনা গঙ্গার ঘাট হইতে কলসী কাঁকালে জল লইয়া ফিরিতেছিল। সম্মুখে এক মন্দির সংলগ্ন আটচালায় সদানন্দকে দেখিতে পাইল। সদানন্দ আপন মনে রামপ্রসাদী গান গাহিতেছিল। ললনাকে দেখিতে পাইয়া গান থামাইল।]

ললনা। সদাদা এখানে বসে আছ যে ?

সদানন্দ। এমনি। আচ্ছা ললনা মেঘের উপর পদ্ম ফোটে তুমি দেখেছ ?

ললনা। (সহাস্যে) কই না, তুমি দেখেছ ?

সদানন্দ। হঁ্যা দেখেছি।

ললনা। কবে দেখলে ?

সদানন্দ। প্রায়ই দেখি, যখন আকাশে মেঘ হয় তখনই দেখতে পাই।

ললনা। (সদানন্দর গম্ভীর মুখ দেখিয়া তাহার হাসি আসিল। মুখে কাপড় চাপা দিয়া বলিল) তা কি হয় ?

সদানন্দ। কেন হবে না ? পদ্ম ত জলেই ফোটে, মেঘেতে ত জলের অভাব নেই—তবে সেখানে ফুটবে না কেন ?

ললনা। মাটি না থাকলে শুধু জলেতে কি পদ্ম ফোটে ?

সদানন্দ। (ললনার মুখপানে অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া বলিল) তাই বটে, সেই জন্যেই শুকিয়ে যাচ্ছে। (কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া) ললনা, সারদা আর তোমাদের বাড়ীতে যায় না ?

ললনা অন্যদিকে মুখ ফিরাইল

ললনা। না।

সদানন্দ। কেন ?

ললনা। তা বলতে পারি না।

সদানন্দ। হুঁ বুঝতে পেরেছি, কেন সে তোমাদের বাড়ী যায় না।

দ্রুতবেগে প্রস্থান

ললনা। সদাদা, বিশেষ জরুরী কথা আছে, শোন, শোন একটা কথা শোন।

কোন প্রত্যুত্তর পাইল না

সারদার প্রবেশ

সারদা। এই যে ললনা।

ললনা। হ্যাঁ তোমার কাছেই আমার একটা দরকার আছে, তাই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

সারদা। এতদিন পর হঠাৎ তোমার কি প্রয়োজন পড়লো যে আজ এখানে তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ?

ললনা। সেই কথা বলবার জন্যই ত তোমাকে এখানে আসতে বলেছি। স্থির হয়ে ওখানে বস, সব বলছি।

সারদা। বেশ বল।

চাতালের উপর বসিল, অনেকক্ষণ তাহারা দুজনেই চুপ করিয়া রহিল।

ললনা। আগে তুমি আমায় ভালবাসতে, এখনো বাস কি?

সারদা। এ কথা কেন?

ললনা। কাজ আছে।

সারদা। যদি বলি এখনো ভালবাসি।

ললনা। তাহলে আমায় বিবাহ করবে?

সারদা। (পিছাইয়া আসিয়া) না।

ললনা। কেন করবে না?

সারদা। তোমায় বিয়ে করলে জাত যাবে।

ললনা। গেলেই বা।

সারদা। খাব কি?

ললনা। খাবার ভাবনা করতে হবে না।

সারদা। কিন্তু বাবার মত হবে না।

ললনা। হবে। তুমি তাঁর একটিমাত্র সন্তান, ইচ্ছে করলে মত করে নিতে পারবে।

সারদা। (কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া) তবুও হয় না।

ললনা। কেন?

সারদা। অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ বাবার মত হলেও তোমাকে বিয়ে করলেই জাত যাবে। জাত খুইয়ে হলুদপুরে তিষ্ঠান আমাদের সুখের হবে না; আর আমার এমন অর্থও নেই যে তোমাকে নিয়ে বিদেশে থাকতে পারি। আর দেখ, যা ফুরিয়ে গিয়েছে তা ফুরিয়েই যাক। এ আমার ইচ্ছেও বটে, মঙ্গলের কারণও বটে।

ললনা। (কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া) তবে তাই হোক; কিন্তু আমার একটা উপকার করবে?

সারদা। বল, সাধ্য থাকে ত করব।

ললনা। তোমার সাধ্য আছে, কিন্তু করবে কিনা বলতে পারি না।

সারদা। বল, সাধ্যমত চেষ্টা করে দেখব।

ললনা। আমার ছোট বোন ছলনাকে বিয়ে কর।

সারদা। কেন তার কি পাত্র জুটছে না?

ললনা। কই জুটছে? আমরা গরীব—গরীবের ঘরে কে সহজে বিবাহ করবে?

সাবদা। আমি বাবার মত না নিয়ে কোন কথাই বলতে পারব না।

ললনা। বেশ, তবে মত নাও।

সারদা। আমি যতদূব জানি, এ বিয়েতে তাঁর মত হবে না। তিনি অর্থপিপাসু। আমার বিয়ে দিয়ে তিনি বেশ কিছু অর্থ লাভ করতে চান।

ললনা। আমরা গরীব কোথায কি পাব? আব তোমাদের অর্থের কি প্রয়োজন? যথেষ্ট ত আছে?

সারদা। সে কথা আমি বুঝি, কিন্তু তিনি বুঝবেন না।

ললনা। তুমি বুঝিযে বললে নিশ্চয়ই বুঝবেন। ছলনার মত মেযে তুমি সহজে পাবে না। সে সুন্দবী, বুদ্ধিমতী, কর্মিষ্ঠা, তাছাড়া একজন গরীবেব যথেষ্ট উপকার হবে আর আমি চিরদিন তোমার কাছে কেনা হয়ে থাকব। বল এ বিবাহ তুমি কববে।

সারদা। পিতা যা বলবেন তাই করব।

ললনা। আজ তোমাকে সব কথা বলি; হয়ত এ জন্মে আর কখনও বলবার সময় হবে না। তোমাকে কখনও লজ্জা করিনি, আজও করব না। সমস্ত খুলে বলে যাই। তোমাকে চিরদিন ভালবেসে এসেছি, এখনো বাসি। এ কথা আগে একবার বলেছিলাম, আজ বহুদিন পরে আর একবার শেষ বললাম। তুমি আমার একমাত্র অনুরোধ—বোধহয় এই শেষ অনুরোধ রাখলে না।

সারদা। (ললনাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া) বাবাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করব। জানত আমি স্বাধীন নই। যদি কিছু করতে পারি তোমাকে জানাব। আমাকে ভুল বুঝ না।

চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সারদাব প্রস্থান।

ললনা কলসী-কাঁকালে তুলিয়া কয়েকপদ অগ্রসর হইতেই দেখিল নায়েব মশায় তাহার সম্মুখে গাছের আড়াল হইতে বাহির হইল।

নায়েব। হেঁ, হেঁ, হেঁ, তুমি ত হারাণ মুখুজ্জের বড় মেয়ে?

ললনা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

নায়েব। তোমাকে কয়েকটা কথা বলার আছে।

ললনা। তা এখানে কেন? আমাদের বাড়ী ত কাছেই। সেখানে গিয়েই ত বলতে পারেন।

নায়েব। হেঁ, হেঁ, সে কথা কি সবার সামনে বলা যায়? সে হল গোপন কথা।

ললনা। আপনার কোন কথা শোনবার আমার সময় নেই। (যাইতে উদ্যত হইলে নায়েব পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল) পথ ছাড়বেন কি না?

নায়েব। পথ তোমার খোলাই আছে—তা আর ছাড়তে হবে কেন?

ললনা। দেখুন আপনি বেশী বাড়াবাড়ি করবেন না, তা হলে এখুনি অনর্থ করব।

নায়েব। আহা, অত রাগ করছ কেন? কি বলতে এসেছিলাম, না শুনেই তুমি আমার উপর চটে গেলে। আমি তোমাদের সুহৃদ। তোমার বাবাকে আমিই ছাড়িয়ে এনেছি হাজত থেকে। বাবুর মোটেই ইচ্ছা ছিল না—অনেক করে অনুনয় বিনয় করে তোমার বাবাকে ছাড়াতে পেরেছি। জান ত চক্কোত্তি নায়েবের কথা বাবু ফেলতে পারেন না।

ললনা। তার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

নায়েব। তার পরের কথাটা শোন।

ললনা। বলুন, কিন্তু আমার খুব তাড়াতাড়ি আছে।

নায়েব। তা তাড়াতাড়ি করলে চলবে কেন?

ললনা। আমার কাজ আছে। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে; যা বলার চট্ করে বলুন।

নায়েব। তুমি যখন সংক্ষেপে বলতে বলছ তা সংক্ষেপেই বলছি শোন—বলছিলাম কি—মানে—তোমাদের সংসারের অবস্থা ত আমি সবই জানি; তোমার বাবার চাকরী গেছে, আর তিনিও সংসারী নন—সংসারের প্রতি মোটেই টান নেই। মাতাল, গাঁজাখোর, জুয়াড়ী বদ সংসর্গে গিয়ে পড়ে রয়েছেন—

ললনা। দেখুন, আপনি আমার বাবার সম্বন্ধে আমার কাছে নিন্দে করবেন না—আমি তা শুনতে চাই না। (যাইতে উদ্যত হইল)

নায়েব। আহা, আহা, আমি কি তার নিন্দে করছি? তোমাদের যে কি দুঃখ—তাই বলছিলাম। যাক্‌গে ওসব কথা থাক। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, সদানন্দ কি তোমাদের বন্ধুলোক?

ললনা। আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি আমাদের সকলের বড উপকারী বন্ধু। এ গ্রামে তাঁর মত পরোপকারী বন্ধু আর কেউ নেই।

নায়েব। থাকগে—অন্যের কথা থাক, নিজের কথাই বলি। আমি বলছিলাম কি, তোমার ত বিশেষ বয়স হয় নি—এই অল্প বয়সে স্বামী হাবিয়েছ, এত কষ্ট পাচ্ছ—তাই বলছিলাম যে এখন ত অনেক বিধবার বিবাহ হচ্ছে আর তা সমাজে আইন করে প্রচলিত হয়েছে—তা তুমি ইচ্ছে করলে অনায়াসে বিবাহ কবে সুখী হতে পারো। আর আমারও ভাঙ্গা সংসারখানা জোড়া লাগে।

ললনা। আপনার কথা এতক্ষণে বেশ ভাল করে বুঝতে পারলাম। একটা কথা বলি নায়েব মশায়, আপনি আমার বাবার সহকর্মী, আমি আপনার মেয়ের মত। আমার কাছে এ প্রস্তাব করতে জিভে আটকালো না? ছিঃ ছিঃ, আপনি যে এত ছোট তা আমি ভাবতেই পারিনি।

নায়েব। তুমি যাই বল না কেন ললনা, আমার প্রস্তাবে রাজী হলে তোমাদের সংসারের কাজে বড হয়েই থাকতাম। আর একটু আগেই নিজের কানে শুনলাম তুমিই সারদাচরণকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করছিলে। তাই আমিও এ প্রস্তাব করে অন্যায় করিনি।

ললনা রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে কলসী লইযা কযেক পদ অগ্রসব হইল।

দেখ তোমাদের উপোস-করা মা, বাপ, ভাই-বোনদের কথা ভেবেই নিজে থেকে উপকার করতে এসেছিলাম, আর সঙ্গে কিছু টাকাও এনেছি, দরকার হলে নিতেও পারো। যতই কেন না বড়াই কর, এ সময় তোমাদের টাকার বিশেষ দরকার; তাই বলছিলাম এটা এখন নিয়ে যেতে পারতে। তাবপর ভেবে চিন্তে আমার প্রস্তাবে তোমার মতামতটা পরে জানিও। তার জন্যে না হয় একটু অপেক্ষা করতে পারি।

ললনা। আপনার মত ইতর জীবনে দেখিনি। আর বেশী যদি একটা কথাও বলেন তাহলে চেঁচিয়ে লোক জড় করে আপনা উচিত ব্যবস্থা করে দেব।

নায়েব পথ ছাড়িল—ললনা চলিযা গেল।

নায়েব। চালটি আমার ভুল হয়ে গেল। নাঃ তাড়াতাড়িতে বড্ড বেশী এগিয়ে গিয়েছি। আচ্ছা দেখা যাক কে জেতে কে হারে?

হারাণ। পাত্র দিয়ে কি হবে? আজ উপায় নেই বলে এই প্রশ্ন। অথচ দেখি যখনই বাড়ী আসি তুমি না খেয়ে বসে আছ আমার জন্যে ভাত নিয়ে। কিন্তু কোথা থেকে যে জুটছে তা জানতে চাই না; শুধু খেয়েই চলে যাই। একবার জিজ্ঞেসও কৰ্‌রি না তোমাদের জন্যে কিছু আছে কি না।

শুভদা। তুমি চুপ করবে কি না? এই অবস্থায় তুমি আসছ, আগে বিশ্রাম নাও, তারপর সব বোলো।

হারাণ। আর কিছু বলার নেই আমার। আমি আমার বিবেক, বুদ্ধি সব হারিয়ে ফেলে আমি যে কত নীচে নেমে গেছি তা আমিই জানি।

শুভদা। ওগো তোমার পায়ে পড়ি তুমি চুপি কর, আর বোলো না, চুপ কর।

হারাণ। বলতে দাও শুভদা, আজ বলতে দাও। যতখানি তুমি আমায় শ্রদ্ধা কর, ভক্তি কর, তা পাবার মোটেই আমি উপযুক্ত নই। তুমি যদি শ্রদ্ধা, ভক্তির বদলে আমায় তিরস্কার করতে তাহলে বোধ হয় আমার সংশোধন হত। নিজের ছেলে মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারি না বলে আমি চোরের মত পালিয়ে বেড়াই। ভগবান যে কত বড় সাজা আমায় দিচ্ছেন তা আমিই জানি।

শুভদা। ছিঃ, ওসব কথা মুখে আনতে নেই। আমরা গরীব, দুঃখী—দুঃখ দারিদ্র্য আমাদের জীবনের প্রধান সম্বল। একে আমাদের সহ্য করতেই হবে। কোন কটু কথা যদি তোমায় বলে থাকি তা জানবে সেটা অভাবের তাড়নায় বলেছি। তোমার ওপর রাগ বা অভিমান করে বলিনি।

হারাণ। তুমি একটা পাত্র নিয়ে এস।

শুভদার প্রস্থান ও পরে পাত্র লইয়া প্রবেশ করিল—হারাণ কোঁচার খুঁট হইতে চাল ঢালিয়া দিল পাত্রে। চাল একরকমের নয় সরু মোটা মেশানো।

শুভদা। কোথায় পেলে এ চাল? নানা রকমের চাল ডাল মেশানো—এ চাল। না—না এ চাল আমি নেব না, এ চাল আমি সেদ্ধ করতে পারব না। এ চাল আমি আমার ছেলেমেয়েদের মুখে তুলে দিতে পারবো না। সবাই উপোষ করে থাকবে সেও ভাল কিন্তু এই ভিক্ষে করা চাল আমি আমার সন্তানদের মুখে নিজে হাতে করে তুলে দিতে পারব না। তোমার এই চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি যে সারাদিন ভিক্ষে করে এই চাল, ডাল, তরীতরকারী যোগাড় করেছ। কেন তুমি এ কাজ করতে গেলে। না—না, ও ছোঁব না। ভগবান, ভগবান শেষকালে এইখানে নামালে। [প্রস্থান

শুভদা চলিয়া গেলে পাত্র হইতে চালগুলি কাপড়ে বাঁধিয়া হারাণ আবার উঠিয়া পড়িল।

তৃতীয় দৃশ্য

[গ্রাম্য পথ। চালের পুঁটলী লইয়া হারাণ যাইতেছিল। সেই পথেই নায়েব তাহাকে দেখিতে পাইল।]

নায়েব। এই যে হারাণবাবু কোথায় যাচ্ছেন?

হারাণ। নায়েব মশায়, আমায় চার আনা পয়সা দিতে পারেন?

নায়েব। যার কাছে মুঠো মুঠো টাকা এক নিমেষে শেষ হয়ে যায় তার চার আনা পয়সা দিয়ে কি হবে?

হারাণ। বাড়ীতে অভাব অনটন চলছে।

নায়েব। অভাব অনটন চলছে? কিন্তু তোমার বড় মেয়েটার কথার ঝাঁজ দেখে ত তা মনে হয় না। সেদিন আমি নিজে সেধে তোমাদের অভাব অভিযোগের কথা তাকে জিজ্ঞেস করতে গেলাম যাতে তোমাদের দুঃখ ঘোচে—সংসারের সুরাহা হয়; ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে নিত্য উপোস করে থাকতে না হয়, তার ব্যবস্থার কথা বলতে গেলাম, তা ছুঁড়ি আমাকে যাচ্ছেতাই অপমান করে থর থর করে চলে গেল। আর আজ তুমি চার আনা পয়সা চাচ্ছ?

হারাণ। দয়া করে যদি দেন, কালই শোধ করে দেব।

নায়েব। তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না। পয়সার যদি প্রয়োজন থাকে তাহলে তোমার সেই ঝাঁজওয়ালা মেয়েটাকেই পাঠিয়ে দিও আমার কাছে। সেই তোমার সংসারের সুরাহা করে দিতে পারবে—তুমি ভিক্ষে করেও সংসারের দুঃখ কিছু ঘোচাতে পারবে না। [প্রস্থান

হারাণ। নায়েব আজ আমার অবস্থার সুযোগ নিয়ে প্রকারান্তরে জানিয়ে গেল কন্যাকে বন্দকী রাখতে। বাপের সামনে এত বড় কথা বলতেও তার বাধলো না। হায়রে দুর্ভাগা জীবন, তোমায় শত ধিক্। ভগবান, এই পাপমুখে তোমার নামও উচ্চারণ করতে পারি না, কিন্তু জিজ্ঞেস করি আর কত দুঃখ দেবে, কত সহ্য করতে হবে? আমায় যত শাস্তি দাও তা আমি মাথা পেতে নিচ্ছি; কিন্তু আমার স্ত্রী, কন্যা, পুত্রদের তা থেকে মুক্তি দাও ঠাকুর, মুক্তি দাও।

গোঁসাইয়ের প্রবেশ

গোঁসাই। এই যে জামাই বাবাজী। কি ব্যাপার, পুঁটলি নিয়ে কোথায় চলেছ? তোমার এরকম চেহারা দেখে ত মনে হচ্ছে যেন কিছু হয়েছে।

হারাণ। আর নতুন করে কিছু হবার নেই। পাপের সাজায় আজ আমি দগ্ধে মরছি। আজ সবার কাছে চোর, জোচ্চোর, দুশ্চরিত্র নেশাখোর। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সবার কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস নেই—সবার কাছে ঘৃণার পাত্র। আমার কৃতকর্মের ফল আমি এমনি করে ভোগ করছি। গ্রামে, গ্রামে ভিক্ষে করে এই চাল সংগ্রহ করে বাড়ী নিয়ে গিয়ে স্ত্রীর হাতে দিলাম অনাহারী ছেলেমেয়েগুলোর মুখে তুলে দিতে; কিন্তু সে ঘৃণায়, লজ্জায়, দুঃখে, তা ফিরিয়ে দিল।

গোঁসাই। বড় দুঃখেই ফিরিয়ে দিয়েছে বাবাজী। তা কি আর করবে, চল আমার সঙ্গে। সেখানে গিয়ে বরং পাঁচজনের মধ্যে দুঃখটা ভুলতে পারবে। তোমার আমার মত লোক সংসারের উপযুক্ত নই। আমাদের জীবনের সমস্তটাই নষ্ট হয়ে গেছে, আর ভাল হবার মত কিছু নেই। সবায়ের কাছেই আমরা অপাংক্তেয়। সবাই আমাদের দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। সমাজের মাঝে ঢুকতে দিতে চায় না। তা আর এ নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। বুঝলে বাবাজী, সংসারের দুঃখটা আমিও কম পাইনি। অনেক ভেবে দেখেই ঠিক করেছি ওটা ভুলে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ; আর ওটা ভোলার জন্যেই এই গাঁজা ধরেছি। এই আমার সঙ্গী; এর একটানে আমার সব দুঃখ একেবারে হাল্কা করে দিই।

হারাণ। তা ঠিকই বলেছ। সংসারের কথা ভেবে ভেবে কষ্ট পাওয়া ছাড়া আর কোন লাভ নেই। যখন আমার কোন ক্ষমতা নেই, কিছু করার উপায় নেই, তখন মিথ্যে মনে করে দুঃখ পাওয়া ছাড়া কোন লাভ নেই; চল আড্ডায় যাই। চালগুলো বিক্রী করে দিই।

গোঁসাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছিদে মুদির দোকানে ওগুলো বিক্রী করে যা হোক কিছুক্ষণের জন্যে ব্যোম্ মহাদেব বলে ভগবানের নাম করা যাবে। আর যদি চাও দু' চার দান খেলাও যেতে পারে। চল বাবাজী চল। [উভয়ের প্রস্থান

কাঁসার ঘটি হাতে ললনার প্রবেশ

ললনা। এই শেষ সম্বল ঘটিটা বাঁধা রেখে চাল কিনে নিয়ে যাবো তাও ঘটিটা কেউ রাখতে চায় না। আজ সদাদা থাকলে যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা হোত। দিনের পর দিন স্বেচ্ছায় সে কত সাহায্যই না করেছে। আমি নিতে কুণ্ঠিত হয়েছি তবু জোর করে হাতে গুঁজে দিয়েছে। আর একটা জিনিষ রেখে কিছু চালও যোগাড় করতে পারছি না।

কাতুর প্রবেশ

কাতু। তোমার নাম ললনা? তুমিই ত হারাণ মুখুজ্জে মশায়ের বড় মেয়ে নয়?

ললনা। হ্যাঁ—কিন্তু—আপনি?

কাতু। বামুনপাড়ায় আমার বাড়ী, তোমার বাবাকে আমি অনেক দিন থেকেই জানি।

ললনা। বাবাকে জানেন—তার মানে?

কাতু। কোথায় থাকেন, কি করেন তাও আমি জানি। সে কথা বলে লাভ নেই। আমি তোমাদের বাড়ী যাচ্ছিলাম; কিন্তু যেতে পারলাম না সাহস হল না বলে।

ললনা। আমাদের বাড়ীতে—কেন?

কাতু। কেন সে কথা নাই বা শুনলে। তুমি বরং এই টাকা ক'টা আর এই পুঁটলিটা রাখ।

ললনা। [উহা না লইয়া] কিন্তু—আপনি—তুমি—

কাতু। কিন্তুর কোন প্রশ্ন আসে না। আগে খেয়ে বাঁচ, তারপর অন্য কথা। আর এসব তোমার বাবারই দেওয়া—এ না নেওয়ার কোন কারণ নেই—নিঃসঙ্কোচে নিতে পারো।

ললনা। বাবার দেওয়া জিনিষ তা আপনি.......

কাতু। আমি আজই কলকাতায় চলে যাচ্ছি। সেখানেই থাকব। রোজগারের অনেক পথ সেখানে খোলা আছে। পেট চালাতে হবে ত। রূপ না থাকলেও দেহটা এখনও আছে ত। এই ভাঙ্গিয়ে ভবিষ্যৎটা দেখতে হবে। কলকাতায় কুপথে পেট চালানো সোজা মা।

ললনা। আমি আপনার কোন কথাই বুঝতে পারছি না।

কাতু। না পারাই ভাল। এসব কথা বোঝা মানেই নিজের জীবন নষ্ট করা।

কাতুর প্রস্থান—ললনা বিস্ময়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—নায়েবের প্রবেশ

নায়েব। এই যে ললনা, তোমার বাবা কিছু পয়সা চাইছিলো। আমার াছে তখন ছিল না। বললাম, দাঁড়াও; কিন্তু কোথায় যে চলে গেল দেখতে াচ্ছি না। তা তুমিই এ টাকাটা নিয়ে যেতে পারো।

ললনা। বাবা চেয়েছিলেন, বাবাকেই দেবেন।

নায়েব। তা সত্যি কথা বলতে কি, তোমার বাবাকে এড়িয়েই

গিয়েছিলাম। তোমার বাবাকে দেওয়া মানে নেশার ইন্ধন যোগান। তোমার বাবার হাতে দুচার আনা দিয়েও বিশ্বাস করা যায় না। আর তোমার হাতে সব কিছু তুলে দিয়েও বিশ্বাস করা যায়।

ললনা। নায়েব মশায়, আমি আপনার মেয়ের মত। আপনার এই ঘৃণিত কথাগুলো আমার কাছে বলতে আপনার জিভে আটকায় না? আপনি মনে করেন আপনার এই ইঙ্গিতগুলো আমি বুঝতে পারি না?

নায়েব। বুঝতে যখন পেরেছ তখন ত আর কোন প্রশ্নই নেই। তোমাব সংসারের ভালর জন্যে, তোমার সুখের জন্যে আমি সব দিতে প্রস্তুত—সেটা কি খুব মন্দকথা, না অশোভনতা? আমার কথাটা একটু ভাল করে ভেবে দেখ। তোমার অনাহারক্লিষ্ট মা, বাবা, ভাই, বোন, দুবেলা পেট ভরে খেতে পাবে। তুমি আহ্লাদে সব করতে পারবে, সুখে থাকবে, আনন্দে থাকবে। এটা কি কম কথা। তার বদলে শুধু চাই তোমার কাছ থেকে

ললনা। ইতর ছোটলোক কোথাকার।

নায়েব। কি, এত বড সাহস, আচ্ছা আমিও দেখছি।

চলিযা গেল।

চতুর্থ দৃশ্য

[শুভদা গৃহকর্মে ব্যস্ত, ললনা দাওযাব উপব বসিযা আছে। সদানন্দ বাহিব হইতে "মা"—"মাগো" বলিযা ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ কবিল. সদানন্দেব সহিত একটি লোক, তাহাব মাথায ধামাতে কবিযা বৃহৎ পবিমাণে চাল, ডাল, মশলা প্রভৃতি।]

সদানন্দ। এই যে গো মা জননী, তুমি এইখানেই—যাক্ ভালই হয়েছে।

শুভদা। এস বাবা এস, তা এসব কি ব্যাপার?

ললনা। সদাদা এসব কি করেছ? এত জিনিষপত্র?

সদানন্দ। সব বলছি। সব বলছি। একটু দাঁড়া, আগে ঠিক করে সাজিয়ে নি ওগুলো, তারপর বলছি [সদানন্দ জিনিষগুলি নামাইল] শোন রে মুদীর-পো, তেলটা, আর ঘিটা চট করে দিয়ে যাবি, দেরী করিস নি। এইবার স্থির হয়ে বসে সব বলছি। ললনা-ভাই, এক গ্লাস জল এনে দেত।

ললনা জল আনিতে গেল

শুভদা। তা বাবা এত জিনিষপত্র সব আনতে গেলে কেন? জানি আমাদের অভাবের সংসার, তুমি আজ পর্য্যন্ত কত সাহায্যই না করেছ।

সদানন্দ। ছিঃ মা—তুমি যে আমার মা হওগো। আমি যে তোমার ছেলে। পেট থেকে না পড়লে আর ছেলে হওয়া যায় না গো। আমি তোমার আগের জন্মে ছেলে ছিলুম গো। তাই ত তোমার কাছে আদর খেতে আসি।

ললনাব জলেব গ্লাস হাতে প্রবেশ

ললনা। এই নাও জল, সদাদা।

সদানন্দ। দে, দে, বড্ড তেষ্টা পেযেছে। (জল খাইয়া) কিরে জিজ্ঞেস কবছিলি এত সব জিনিষ কেন? মাগো, তুমিও ভুলে গেছ দেখছি। গেল বছবে মাধুর জন্মদিনে আমাকে পায়েস কবে খাইয়েছিলে। এবারে আমি তোমার হাতে তৈবী-পিঠে খাব, আগামী কাল মাধুর জন্মদিনে।

শুভদা। বাবা তোমাব কথা শুনে বুকেব ভেতরটায যেন কিসের একটা শিহরণ জাগে তা মুখে বলে বোঝান যায না। আশীর্বাদ করি তুমি সুখে থাক, বড হও, সমাজের মাথা হও।

সদানন্দ শুভদাব পাযেব ধুলো মাথায নিল

সদানন্দ। আজ চলি মা, বেশ বাত হয়ে গেল। চলিবে ললনা, কাল সকালে আসব।

শুভদা। বাবা, এ বেলা দুটি খেয়ে গেলে হয় না?

সদানন্দ। মাগো, আজ আব কিছু খাব না। পেট খালি করে বাখব কাল তোমার হাতেব রান্না খাবার জন্যে।

শুভদা। পাগল ছেলে।

সদানন্দ চলিযা গেলে ললনাও ধ রে ধীবে প্রস্থান কবিল।

বাত্রি বাডিযা উঠিল। হাবাণ প্রবেশ করিল। তাহাব চোখ লাল। গাঁজাব নেশাব ছাপ চোখে-মুখে। পরণে মযলা জীর্ণ পবিচ্ছদ, মাথার চুল রুক্ষ, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। গাযেব জামাটা খুলিয়া রাখিল। হাবাণেব পদশব্দে শুভদা প্রবেশ কবিল। কিন্তু হাবাণ নেশাব ঘোবে তাহাব অবস্থান বুঝিতে পারিল না।

হারাণ। ওঃ তুমি এখানে, যাক্ ভালই হয়েছে। শোন, কাল তুমি কিছু টাকা চেয়েছিলে না?

শুভদা। [ভাবিয়া] কই না।

হারাণ। চাওনি, আমি ভেবেছিলাম চেয়েছিলে। কাল না চেয়ে থাক দুদিন বাদে ত চাইতে পার। আমার পকেটে গোটা কয়েক টাকা আছে, তা থেকে গোটা পাঁচেক তুমি নাও।

শুভদা। এ টাকা তুমি কোথায় পেলে?

হারাণ। [বক্র হাসিয়া] গায়ে গতরে খেটে।

শুভদা। গায়ে গতরে খেটে! ও টাকার প্রয়োজন নেই।

হারাণ। নেবে না?

শুভদা। না—না, নেব না।

হারাণ। কেন?

শুভদা। ভিক্ষের টাকা, অসৎ উপায়ে উপার্জনের টাকা আমি নিই না।

হারাণ। এ আমার ভাগ্যফলের টাকা—আমার জিতের টাকা।

শুভদা। জিতের টাকা?

হারাণ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, জিতের টাকা। জুয়ায় জিতেছি—সেই জিতের টাকা।

শুভদা। জুয়ায় জেতা টাকা। সেই টাকা আমায় হাতে করে তুলে নিতে বলছ? ছিঃ ছিঃ, তুমি এত নীচে দিনের পর দিন নেমে যাচ্ছ। নেশা-ভাঙ কর, এখানে ওখানে যাও—তাও এতদিন আমি লজ্জায় কিছু বলতে পারিনি। আজ সে লজ্জার বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। আজ বলতে ইচ্ছে করছে হয় তুমি যাও, নয় আমি যাই পৃথিবী থেকে। আর যে আমি কারুর সামনে মুখ দেখাতে পারিনা তোমার জন্যে, সেটাও কি তুমি বুঝতে পার না?

নিজেকে সামলাইয়া

না—না—না আরও কটু কথা বলে ফেলব। তোমার সম্মুখে আর থাকব না—যাই।

দ্রুতপদে প্রস্থান

হারাণ। শুভদা, তুমি আমায় তিরস্কার কর। আরও কঠিন ভাষায় তিরস্কার কর; আরও জোরে আঘাত কর, তা না হলে আমার বুকের ভেতর জমা-করা শাস্তি হাল্কা হবে না।

শুভদাব প্রস্থানের পর হারাণ কিছুক্ষণ চাবিদিকে চাহিয়া লইয়া, নিজের চোখটা দুই হাতে মুছিয়া, জামা গায়ে দিয়া চোরের মত পলাইয়া যাইবে কিন্তু ছলনার চীৎকাবে যাইতে পারিল না। অপবাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল।

ছলনাব প্রবেশ

ছলনা। দিদি, মা, পিসীমা, বাবা পালিয়ে যাচ্ছে।

ললনাব প্রবেশ

ললনা। ছিঃ তোর একটুও বুদ্ধি নেই। কাকে কি বলতে হয় জানিস্ না।

ছলনা। বাপের মত বাপ হ'লে তাকে কিছু বলতে নেই। কিন্তু অমন-

ধারা বাপকে সব বলতে আছে। কার বাপ মেয়েকে দেখে অমন চোরের মত পালিয়ে যায়? কার বাপ এমন গাঁজা গুলি খেয়ে পড়ে থাকে? দিনের পর দিন বাড়ী আসে না? নিজের ছেলে-মেয়েদের খাওয়াতে পারে না, পরাতে পারে না—আমি খুব বলব, আরও বলব।

ললনা। তুই এখান থেকে চলে যা—চলে যা বলছি। আজকাল তুই যাকে যা না তাই বলতে সুরু করেছিস্। খুব মুখরা হয়ে গেছিস্। তোকে যে লোকে নিন্দে করতে সুরু করেছে তা তুই নিজেও মানিস্ না।

ছলনা। ত্যাখ্ বেশী গিন্নীপনা করতে আসিস না আমার কাছে। আগে নিজের নিন্দে সামলা—তারপর আমায় শিক্ষা দিতে আসিস্।

ললনা। কিসের জন্যে লোকে আমায় নিন্দে করেছে বল? কার কি ক্ষতি করেছি?

ছলনা। জমিদারের নায়েব তোর সম্বন্ধে কি বলে গেছে তা পুকুরঘাটে গেলেই শুনতে পাবি।

ললনা। (ছলনার হাত ধরিয়া) কি বলে গেছে তোর মুখেই শুনব, বল।

ছলনা। আমি কিছু বলতে পারব না।

ললনা। বলতেই হবে।

ছলনা। তবে শোন, তোর নামে কুৎসা রটেছে।

ললনা। কি বললি, কুৎসা রটেছে আমার নামে!

ছলনা রাগের মাথায় কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া ললনাকে দেখিয়া বুঝিল বলা ঠিক হয় নি, তাই চলিয়া গেল।

ভগবান তুমি শেষকালে এই করলে। এত দুঃখ দিয়েছ, আমার সুখ শান্তি সব থেকে বঞ্চিত করেও তুমি আমায় নিস্তার দিলে না। শেষে মিথ্যা কুৎসা রটল আমার নামে। বুঝেছি, তোমার ইচ্ছা নয় যে আমি সকলের কাছে মুখ দেখাই। বেশ তাই হবে—তাই হবে।

মুখে আঁচল দিয়া কান্না চাপিতে চাপিতে দ্রুতবেগে ললনার প্রস্থান। হারাণ অপরাধীর মত এক কোণে দাঁড়াইয়া রহিল।

পঞ্চম দৃশ্য

[রাত্রি গভীর হইতে চলিয়াছে। জীর্ণ তক্তাপোষে মাধু শুইয়া আছে। গৃহের কাজ কর্ম শেষ হইয়াছে। ললনা মাধুর কাছে বসিল।]

মাধু। দিদি তুমি বলেছিলে আজ সেই গল্পটা বলবে।

ললনা। কোন্ গল্পটা ?

মাধু। আমরা যেখানে যাব—সেই গল্পটা।

ললনা। ওঃ হ্যাঁ। সেইটাই বলব বলে তোর কাছে এসেছি।

মাধু। বল দিদি কখন যাওয়া হবে ?

ললনা। আমি কাল যাব।

মাধু। কাল যাবে ? আর আমি ?

ললনা। আগে আমি যাই, তারপর তো তুই যাবি।

মাধু। চলনা একসঙ্গে যাই।

ললনা। না, তাহলে মা কাঁদবেন।

মাধু। কাঁদুকগে।

ললনা। ছিঃ তাই কি হয় ?

মাধু। আবার কবে আসবে ?

ললনা। তুই যেদিন যাবি ; সেদিন আবার আসব।

মাধু। তার মধ্যে আর আসবে না ?

ললনা। না।

মাধু। আমি কবে যাব ?

ললনা। আমি যেদিন নিতে আসব।

মাধু। আসবে ?

ললনা। হ্যাঁ।

মাধু। তুমি গেলে মা কাঁদবে ?

ললনা। বোধ হয়।

মাধু। তবে গিয়ে কাজ নেই দিদি।

ললনা। কেন রে ?

মাধু। মা কাঁদবে বলে আমার ওখানে যেতে ইচ্ছে হয় না।

ললনা। তবে তুই যাবি না ?

মাধু। (কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া) হ্যাঁ যাব।

ললনা। আমাকে দেখতে না পেলে তুই কাঁদবি ?

মাধু। কবে আমাকে নিতে আসবে ?

ললনা। আর কিছুদিন পরে।

মাধু। তবে যাও, আমি কাঁদব না।

মাধুর অলক্ষ্যে ললনা চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। তাহার পর সস্নেহে তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল।

ললনা। আমি গেলে মাকে এসব কথা বোলো না—কেমন।

মাধু। আচ্ছা।

ললনা। মা যখন যা বলবে শুনো—কিছুতে যেন মার মনে কষ্ট না হয়; ঠিক সময়ে ওষুধ খেয়ো।

মাধু। খাব।

ললনা। শোন—সদাদা যদি তোমাকে দেখতে আসেন—তাহলে বোলো যে দিদি চলে গেছে। কেউ যখন না থাকবে তখন বোলো।

মাধু। আচ্ছা।

এই সময় ভিতর হইতে শুভদা বলিল—অনেক রাত হয়েছে শুয়ে পড় মা ললনা

ললনা। আলো নিভিয়ে দিচ্ছি। ঘুমিয়ে পড় মাধু।

মাধু। আচ্ছা।

ললনা ধীরে ধীরে আলো কমাইয়া দিল। তাহার পর মাধুর বিছানায় উঠিয়া শুইয়া পড়িল। মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল। রাত্রি আরও গভীরতর হইলে ললনা উঠিয়া পড়িল। আলোটা একটু বাড়াইয়া দিল। এই ক্ষীণ আলোকে দেওয়ালে শুভদার ছবিটিকে একবার দেখিল। গণ্ড বাহিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আলনা হইতে একখানা শাড়ী ও গৃহকোণ হইতে ঘড়া লইয়া ধীরে মাধুর নিকট আসিল। তাহার পর মাধুর গায়ে সন্তর্পণে খোলা চাদরটি ঢাকিয়া দিল এবং পুনরায় মায়েব ছবিটির নিকট যাইয়া তাহাতে প্রণাম করিল।

ললনা। মাগো চললাম। তুমি খুব কষ্ট পাবে জানি কিন্তু আর আমি সহ্য করতে পারছি না; তাই তোমাদের সকলের কাছ থেকে আজ বিদায় নিচ্ছি। আমায় ক্ষমা কোরো মাগো।

ঘড়া লইয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে-দ্রুতপদে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বজরার ভিতরের একটি কক্ষ। জয়াবতী গান গাহিতেছিল। সুরেন্দ্রনাথ তাকিয়ায় হেলান দিয়া গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া শুনিতেছিল। কিন্তু মন তাহার স্থির ছিল না। গান শেষ হইতেই বাদকেরা উঠিয়া পড়িল।]

সুরেন্দ্র। আচ্ছা জয়া আজ কেন বলত মনটাকে স্থির রাখতে পারছি না।

জয়া। (হাসিয়া) তোমার মনের খবর তুমিই ভাল করে জান। আমি কি করে বলব।

সুরেন্দ্র। (হাসিয়া) মনের এত কাছে তোমায় টেনে এনে রাখলাম আর তুমি বলতে পারছ না সেটায় কি হচ্ছে। যাকগে এক কাজ কর—কাল যে মেয়েটিকে তুমি জল থেকে উদ্ধার করেছ তাকে ডেকে দাও।

জয়া। যো হুকুম। [হাসিয়া চলিয়া গেল

ললনার প্রবেশ

কিছুক্ষণ উভয়ে চুপ করিয়া থাকিয়া প্রথমে সুরেন্দ্রনাথ কথা বলিল। ললনার রূপ দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ দিশেহারা হইয়া গিয়াছিল। ললনা অশ্রুসিক্ত চোখে দরজায় হেলান দিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সুরেন্দ্র। হ্যাঁ, তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি কয়েকটা কথা বলার জন্য।

মালতী। বলুন।

সুরেন্দ্র। জয়ার কাছ থেকে তোমার কথা কিছু কিছু শুনেছি। তোমার নাম ত মালতী ?

মালতী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুরেন্দ্র। তোমার বাবার নাম কি ?

মালতী। হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সুরেন্দ্র। তিনি বাড়ীতেই আছেন ?

মালতী। (একটু চিন্তা করিয়া) না তিনি নেই।

সুরেন্দ্র। ওঃ বাড়ীতে আর কে আছে ? (মালতী নিরুত্তর রহিল) আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি কাল যখন বজরার মাঝিরা তোমাকে নিয়ে এল,

তোমার কথাবার্তায় পাগলিনী ভেবেছিলাম। তারপর যখন সচেতন হলে তখন তোমার কথাবার্তার ভেতর দিয়ে বুঝতে পারলাম আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলে। যদিও এ কথাটা আমার কাছে এখনও প্রকাশ করনি।

মালতী। না, আমি আত্মহত্যা করতে যাই নি।

সুরেন্দ্র। তবে সব কথা লুকিযে রেখেছ কেন? বল আমার দ্বারা যা হতে পারে সবই করব। তোমায় বাড়ীতে নিরাপদে পৌঁছে দেব।

মালতী। না—না, আমায় পৌঁছে দিতে হবে না, আমি নিজেই যেতে পারব। কলকাতায় পৌঁছলে আমি নিজেই সব ঠিক করে নিতে পারব। দয়া করে কলকাতা যাবার ব্যবস্থা করে দিন।

সুরেন্দ্র। কলকাতায়? সেখানে কে আছেন?

মালতী। কেউ না।

সুরেন্দ্র। কেউ না? তবে কোথায় থাকবে?

মালতী। কারও বাড়ী খুঁজে নেব।

সুরেন্দ্র। ওঃ বুঝেছি। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস কবি—এতদিন কোথায় ছিলে?

মালতী। বাপের বাড়ীতে।

সুরেন্দ্র। তুমি ত বললে তোমার বাবা বেঁচে নেই। থাকতে কার কাছে?

মালতী। ভায়েদের কাছে। সেখান থেকে সাগরে যাচ্ছিলাম। পথের মাঝে নৌকাডুবি হয়েছে, তাই আমি গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছিলাম।

সুরেন্দ্র। তোমার সঙ্গীদের নাম, ঠিকানা বলতে পারো?

মালতী। না, তাদের ঠিকানা জানা নেই।

সুরেন্দ্র। আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথায়?

মালতী। কালীপাড়ায়।

সুরেন্দ্র। সেখানে তোমার কে আছে?

মালতী। হয়তো কেউ আছে, আমি তাদের চিনি না।

সুরেন্দ্র। কখনও সেখানে যাওনি?

মালতী। বিয়ের সময় একবার গিয়েছিলাম।

সুরেন্দ্র। তোমার ত দেখছি কোন দিকেই কেউ নেই। অন্ততঃ তুমি জান না। আচ্ছা তুমি রাঁধতে জান?

মালতী। জানি।

সুরেন্দ্র। কলকাতায় কোথাও রাঁধতে পেলে থাকবে?

মালতী। হ্যাঁ।

সুরেন্দ্র। (নিরুত্তর থাকিয়া) মালতী, কলকাতা ভিন্ন আর কোথাও ওই কাজ পেলে করবে কি ?

মালতী। না।

সুরেন্দ্র। কলকাতায় যা আশা কর অন্যস্থানে তার দ্বিগুণ চতুর্গুণ পেলেও করবে না ?

মালতী। কলকাতা ছাড়া আর কোথাও যাব না।

সুরেন্দ্র। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) যারা কলকাতা চেনে না তাদের পক্ষে কলকাতা অতি মন্দ স্থান ; তোমার যা ইচ্ছে কোরো, কিন্তু খুব সাবধানে থেকো। আর একটা কথা, আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, নারায়ণপুরে বাড়ী। যদি কখনও দরকার মনে কর আমাকে খবর দিও, কিম্বা আমার বাড়ীতে যেও। এখন এই বজরাতেই থাক। যখন কলকাতায় পৌঁছব নেমে যেও।

মালতীর প্রস্থান

সুরেন্দ্র। জয়া—জয়া !

জয়া প্রবেশ করিল

জয়াবতী। আমায় ডাকছ ?

সুরেন্দ্র। হ্যাঁ।

জয়াবতী। কি আদেশ করবে কর—প্রস্তুত আছি।

সুরেন্দ্র। শুধু হুকুম তালিম করার জন্যই রয়েছ। আর কি কোন প্রয়োজনই নেই তোমার কাছে ?

জয়াবতী। আমরা তোমার আজ্ঞাবাহী দাসী, হুকুম তামিল করাই আমাদের কাজ।

সুরেন্দ্র। তোমার কাছে কথায় এখন হার মানছি। দেখ একটা পরামর্শ চাইছিলাম। মালতী কলকাতায় চলে যেতে চায়—তাকে ছেড়ে দেওয়া কি উচিৎ হবে ? বিশেষ করে অত রূপ আর এই বয়েস নিয়ে, এত বড় সহরে একলা ছেড়ে দিলে বিপদের মুখে ছেড়ে দেওয়া হবে। তাই ভাবছি—একে নিয়ে কি করা যায়।

জয়াবতী। আমার মনে হয় আমাদের কাছেই রাখা উচিৎ। ছেড়ে দিলে মন্দ বই ভাল হবে না।

সুরেন্দ্র। কিন্তু ও ত এখানে থাকতে চায় না।

জয়াবতী। বেশ ত ওর ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমিই ওর সব ব্যবস্থা করব।

সুরেন্দ্র। যাক্ নিশ্চিন্ত হলাম। তোমরা মেয়েমানুষ—স্নেহের বন্ধনে বাঁধা তোমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য নয়। আচ্ছা, আমি চললাম। [প্রস্থান

মালতীর প্রবেশ

জয়া। এস বোন, এস। তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে।

মালতী। বলুন।

জয়া। (তাহার নিকটে গিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল) অতদূরে থাকলে কি কথা বলা যায় বোন। কাছে না এলে মনের কথা বলবো কেমন করে ? তুমি আমার ছোট বোন হও। আমি তোমার দিদি হই।

মালতীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। জয়াবতী তাহাকে আরও কাছে টানিল

মালতী। দিদি, আমি বড় দুঃখী।

জয়াবতী। যেখানে এসে পড়েছ তোমার সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। জমিদারবাবু খুব ভাল লোক—শীঘ্র তাঁর পরিচয় পাবে। একটা কথা তাই বলছি, তোমায় তুমি কলকাতায় যেও না। সেখানে তুমি নিজেকে বাঁচাতে পারবে না। তাই আমি বলি যতদিন না আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ পাও—এইখানেই থাক।

মালতী। তুমি ত এখানে থাকবে ?

জয়াবতী। আমার কথা ছেড়ে দাও। যতক্ষণ প্রয়োজন থাকবে আমার ততক্ষণ ঠিকই থাকব। তারপরের কথা জানি না।

মালতী। তুমি যদি থাক দিদি আমিও থাকব।

জয়াবতী। আচ্ছা—আচ্ছা, সে পরে হবে'খন। কিন্তু কলকাতায় তোমায় নামতে দেব না।

মালতী। তুমি যা বলবে তাই হবে। কিন্তু আমার যে বড় টাকার দরকার।

জয়াবতী। সব প্রয়োজনই মিটবে যদি তুমি আমায় বিশ্বাস কর। কিন্তু তোমার টাকার প্রয়োজন কিসের জন্যে ?

মালতী। পরে বলবো দিদি। সব বলব, এখন আর কিছু বলতে পারছি না। আমায় ক্ষমা কোরো দিদি—আমায় ক্ষমা কোরো।

তাহার বুকে মুখ লুকাইল

জয়াবতী। আচ্ছা বেশ, পরেই সব বোলো।

তাহার চোখের জল মোছাইয়া দিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[হাবাণের দাওয়া। ছলনা বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিযা দাঁড়াইয়া আছে। বৈরাগী প্রবেশ করিল]

ছলনা। আজ অনেকদিন পর আবার তোমার গান শুনলুম। অনেকদিন পর তুমি এলে।

বৈরাগী। হ্যাঁগো মেয়ে, অনেকদিন বাদেই আবার আমি গান ধরেছি। আর এই গানটাই অনেকদিন পরে তোমাদের বাড়ীতে গাইলাম। জানো দিদি এই গানের সঙ্গে অনেক কথাই জড়িযে আছে। ও কথা তুলে আর লাভ নেই।

ছলনা। জানি খুড়ো তুমি দিদির কথা এড়িয়ে যাচ্ছ। দিদি চলে যাওয়ার পর থেকেই আর আস না। আজ দিদির কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। দিদি তোমার এই গানটা রোজ একবার করে গাওয়াত। বড় প্রিয় ছিল তার এই গানটা।

বৈরাগী। সত্যই মেয়ে, তোমার দিদি চলে যাবার পর এতদিন আর আমি কোন গানই গায়নি। অনেকদিন হয়ে গেল। লোকমুখে খবরাখবর পাই, কিন্তু নিজের চোখে তোমাদের একবার দেখতে ইচ্ছে করত প্রায়ই। ইচ্ছে করেই আসি না, জানি এখানে এলেই আবার আমায় দেখলে সবাই মিলে কান্নাকাটি করবে। আর আমিও মন ঠিক করে ফিরতে পাবব না। আজ আর পারলাম না, তাই সূয্যি ওঠার আগেই বেরিয়ে পডলাম।

ছলনা। আমিও প্রায়ই ভাবি বৈরাগী-খুড়ো কেন আর এদিকে আসে না। সবার কাছেই জিজ্ঞাসা করি তোমাকে কেউ দেখতে পায় কি না? সেদিন তোমাদের গাঁয়ের ভট্‌চায মশায়কে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম তোমার কথা। তিনি বললেন—দেখি রোজই পুকুরঘাটে, কিন্তু বেরোয় না, গানও গায় না।

বৈরাগী। আজ উঠি মেয়ে।

ছলনা। মার সঙ্গে দেখা করবে না? ভিক্ষে নেবে না?

বৈরাগী। না গো মেয়ে, মার সঙ্গে আজ আর দেখা করব না। একে চোখের জলে তাঁর দিন কাটছে, তার পরে অসুস্থ শরীরে আমায় দেখলে আর ঠিক থাকতে পারবে না—একেবারে ভেঙে পড়বে। একটু সুস্থ হ'লে আমি নিজে এসেই দেখা করব। আর ভিক্ষের কথা বলছ মেয়ে, যেদিন থেকে

আমার বড় মেয়ে চলে গেছে সেদিন থেকে ভিক্ষে নেওয়াও ছেড়ে দিয়েছি। অন্নপূর্ণা আমায় বিমুখ করেছে মা—অন্নপূর্ণা বিমুখ করেছে। আজ আমি—হ্যাঁ আর একটা কথা, সদাদা কাশী থেকে ফিরেছে কি?

ছলনা। কি জানি, জানিনা।

বৈরাগী। মাকে বোলো আমার কথা। আচ্ছা তাহলে আসি। [প্রস্থান

হারাণের প্রবেশ

হারাণ। হ্যাঁরে ছলনা, কার সঙ্গে কথা বলছিলি?

ছলনা। মহেশপুরের বৈরাগী-খুড়ো এসেছিল।

হারাণ। চলে গেল?

ছলনা। হ্যাঁ।

হারাণ। বুঝেছি, ইচ্ছে করেই চলে গেল। যদি ললনার কথা শুনে আমরা বিচলিত হয়ে উঠি। কিন্তু বুঝতে ভুল করেছে সে, পাথর হয়ে গেছি সব।

কাঁদিয়া ফেলিল

ছলনা। বাবা, তুমিও অমনি করছ? তাহলে মা সান্ত্বনা কার কাছ থেকে পাবে?

হারাণ। কি বললি—সান্ত্বনা! হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঠিক বলেছিস, আমার কাজ শুধু সান্ত্বনা, আর কোন কাজ নেই আমার পরিবারের জন্য। শুধু সান্ত্বনা দেওয়া—শুধু নির্বিকার চিত্তে মেনে নেওয়া সব অঘটন। সত্যিই ঠিক বলেছিস্—পদার্থহীন মানুষ আমি—এ ছাড়া সংসারে আর আমার কোন প্রয়োজন নেই—কোন প্রয়োজন নেই।

প্রস্থানে উদ্যত

সদানন্দ। হারাণ কাকা—হারাণ কাকা!

হারাণ। কে—সদানন্দ?

সদানন্দ। হ্যাঁ আমি। কাশী থেকে আজ ভোরেই ফিরেছি।

হারাণ। তা বাবা ভাল আছ ত? বোসো, ছলনা তোর মাকে ডেকে দে।

সদানন্দ। তোমাকে ডাকতে হবে না। আমি নিজে গিয়েই দেখা করব।

হারাণ। আচ্ছা, আচ্ছা, তাই যেও। জানো বাবা, ললনা আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে।

সদানন্দ। সব জানি কাকা, ভোরে এসেই গাঁয়ে সব শুনেছি।

হারাণ। ভালই হয়েছে। অভাব, অনটন, অনাহার, দুঃখ দারিদ্র্য থেকে

আত্মহত্যা করে মুক্তি পেয়েছে। জানো বাবা, তার ছেঁড়া কাপড়টা পাওয়া গেছে গঙ্গার ঘাটে। মা গঙ্গা তাকে কোলে তুলে নিয়েছেন।

সদানন্দ। কাকা, আপনি এরকম করে ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন? একটু শক্ত হোন।

হারাণ। শক্ত হব! আর কত শক্ত হব। পাথরের চেয়েও শক্ত হয়ে গেছি, তাইত আজ এই দশা। যদি মাটির মত নরম হতাম তাহলে হয়ত একটা উপায় হোত। বিবেক, বুদ্ধি, ভালমন্দ সব কিছু আমার কাছ থেকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। আর কোন উপায় নেই—উপায় নেই।

বাহিরে চলিয়া গেল

সদানন্দ। হারাণকাকা ভয়ানক ভেঙ্গে পড়েছেন।

ছলনা। হ্যাঁ সদাদা। বাবা রোজ দিদির জন্যে নদীর ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, দিদিকে দেখতে পাবে বলে। আর দিনরাত খালি নিজের জীবনকে, ভাগ্যকে গাল-মন্দ পাড়েন। আর মা সত্যিই পাথর হয়ে গেছে। কি যে অবস্থা আমাদের, তা তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ। রোজই তোমার কথা ভাবতাম, কবে তুমি আসবে। আজকে তোমায় পেয়ে বুকে যে কতখানি বল পেয়েছি তা আর তোমায় কি বলব।

সদানন্দ। খুব হয়েছে, খুব হয়েছে। এই কটা দিনের মধ্যেই খুব বড় বড় কথা বলতে শিখেছিস্।

শুভদার প্রবেশ

শুভদা। কে? সদানন্দ?

সদানন্দ। হ্যাঁ মা—আমি।

শুভদা। ভাল আছ ত বাবা?

সদানন্দ। পিসীমা কাশী পেয়েছেন জান!

শুভদা। ওঃ আর এদিকে—

সদানন্দ। আর আবার কেন ওকথা তুলছ মা। কাকা আমায় সব বলেছেন। ভগবানের দেওয়া দুঃখ—ওতো মাথা পেতে নিতে হবেই মা। সব সহ্য করতে হবে। এ ছাড়া ত আর কোন উপায় নেই। আবার মন বাঁধতে হবে। সংসারের সব কাজই যে করতে হবে মা।

শুভদা। কি বাকি আছে আর কি বাকী নেই তার হিসেব সব গুলিয়ে দিয়ে গেছে ললনা।

সদানন্দ। সেই হিসেবই তো ঠিক করে সারতে হবে মা। ললনা যা চেয়েছিল তাই যদি আমরা করতে পারি, তবে সে যেখানেই থাক না কেন শান্তি পাবে। তার আত্মার শান্তি হলে আমরাও যে শান্তি পাবো মা।

শুভদা। ঠিকই বলেছ বাবা। তাই আমি একেবারে ভেঙ্গে পড়িনি। দুঃখের সঙ্গে লড়াই করে ঠিক হার মেনে নিতে পারিনি। তাইতো এখনও বেঁচে আছি।

সদানন্দ। আমিও জানি, আমার মা এমনি কথাই বলবে। আর সেই জন্যে তোমার কাছে এসেছি একটা কাজের পরামর্শ নিতে।

শুভদা। বল বাবা।

সদানন্দ। ছলনা বড হয়েছে। ওর বিয়ের সম্বন্ধ করতে—

ছলনার প্রস্থান

শুভদা। কিন্তু।

সদানন্দ। এর মধ্যে আবার কিন্তু কি?

শুভদা। কি বলব বাবা। কিন্তু কোথায় সম্বন্ধ করতে যাচ্ছ?

সদানন্দ। কেন হরমোহনবাবুর ছেলে সারদার সঙ্গে।

শুভদা। সারদার সঙ্গে! কিন্তু—

সদানন্দ। তুমি কেবল কিন্তু কিন্তু করছ। আমি জানি যে সারদার ইচ্ছে ছলনাকে বিয়ে করে।

শুভদা। সারদার বাবা কি রাজী হবেন?

সদানন্দ। খুব হবে। ছলনা কি আমাদের ফেলনা? ওর মত বংশ, রূপ কজনের আছে এই গাঁয়ে। আর আমিও জানি কেমন করে রাজি করাতে হয় হরমোহনবাবুকে। তুমি দেখে নিও মা, যখন ছেলের বিয়েতে ইচ্ছে আছে তখন বাপ নিশ্চয়ই রাজি হবে।

শুভদা। দেখ বাবা। আমার আর কি বলবার আছে এর ওপর। যা ভাল বোঝ কোরো।

সদানন্দ। বেশ তাহলে এখন আসি মা।

শুভদা। আজ বাবা এখানে তোমার খেয়ে গেলে হয় না। বাড়ীতে তো রেঁধে দেবার আর—

সদানন্দ। হ্যাঁ মা, সত্যিই রেঁধে দেবার আর কেউ নেই। তাই শুধু আজই খাব না, এবার থেকে রোজই তোমার হাতের অন্ন খাব বলে ত ঠিক করেছি।

শুভদা। বেশ বাবা, বেশ। আজ থেকে তুমি এখানেই খাওয়া দাওয়া করবে।

শুভদা। যাও বাবা, স্নান করে আহ্নিক সেরে ফেল।

সদানন্দ। স্নান পরে করব। আগে মাধুর সঙ্গে একটু গল্প করে নি। চল মা মাধুর ঘরে যাই।

শুভদা। চল বাবা।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

[বজবার ভিতবেব কক্ষ। জানালা দিয়া চাঁদের আলো আসিয়া পড়িযাছে। অসুস্থ মালতী ক্লান্ত, একাকী বসিয়া গঙ্গার জলের দিকে এবং মাঝে মাঝে চাঁদের দিকে চাহিয়া নিজের অদৃষ্টেব কথা ভাবিতেছিল। জয়াবতী প্রবেশ করিল।]

জয়াবতী। কি ভাই, চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে কি ভাবছ? দেখছ চাঁদের আলোয় চারদিক কেমন ভরে গেছে? সত্যি ভাই, ও রূপোলী আলো যদি দু চোখ ভরে রোজ দেখতে পেতাম তাহলে মনের ভেতরটা বোধ হয় রূপোর মত ঝক্‌ঝকে হয়ে যেত। কোন ব্যথা, কোন ভার সেখানে আশ্রয় নিতে পারত না। তাইত ভাই চাঁদের আলো নিয়ে কত কবিতা, কত গান বাঁধা হয়েছে। "এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো।" (মালতীর হাত ধরিয়া) বুঝলে তো ভাই।

মালতী। না দিদি, আমি ওই চাঁদের আলো দেখছি না, দেখছি ওই চাঁদের ভেতর যে কলঙ্ক আছে তাকে।

জয়াবতী। তাই নাকি? (হাসিয়া) কিন্তু ওই কলঙ্ক যদি চাঁদে না থাকত তাহলে কি ওই চাঁদকে অত সুন্দর মানাত, না চাঁদকে লোকে উপমা হিসাবে ব্যবহার করত। কালোর পাশেই সাদা যতটা খোলে, সাদার পাশে সাদা ততটা খোলে না। কালো না থাকলে সাদার দাম কেউ দিত না; মন্দ না থাকলে ভালর গুণ কেউ গাইত না।

মালতী। দিদি, দিদি……

জয়াবতী। সব বুঝেছি ভাই তোমার মনের কথা, তুমি না বললেও ঠিক ধরে ফেলেছি।

মালতী। দিদি আমি কি করব তাই আমি বারবার নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করছি ; কিন্তু কোন উত্তরই পাচ্ছি না।

জয়াবতী। আমি বলে দেব তুমি কি করবে ? আমি বলি তুমি কোথাও যেও না। জমিদারবাবুর আশ্রয়েই থাক। তিনিই তোমার চলার পথ দেখিয়ে দেবেন।

মালতী। কিন্তু তিনি জমিদার, প্রাণদাতা—আর আমি নিঃসহায় পরিচয়হীনা এক স্ত্রীলোক ; তাঁর কাছে নিজেকে কলুষিত না করে কি থাকতে পারব ?

জয়াবতী। বোন, তোমার এ কথা ভাবাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভাই একটা কথা তোমায় বলে রাখি, অনেকদিন থেকে তাঁর অতি কাছে আছি ; কিন্তু এই মানুষটাকে বাইরে থেকে দেখে আর পাঁচজন জমিদারের মত ধারণা করে ঠকেই গেছি। আশা করি তুমিও সেই ভুল করবে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব কিছুই পেয়েছি, কিন্তু এত কাছে থেকেও তাঁর মনের নাগাল পাইনি। যাকগে, অনেক আবোল তাবোল বকলাম, এইবার আসি ভাই। হ্যাঁ শরীরটা তোমার ভাল নেই, জলো হাওয়া আর লাগিও না। জানলা খুলে যেন আর রেখ না।

জয়াবতী চলিয়া গেল—মালতী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরেন্দ্র। (ভিতর হইতে) ভেতরে আসতে পারি কি ?

মালতী। (সংযত হইয়া) আসুন।

সুরেন্দ্র। শুনলুম তোমার শরীরটা ভাল নেই। ঠাণ্ডা লাগিয়েছ ?

মালতী। না, ও কিছু নয়।

সুরেন্দ্র। না—না, এতো ভাল কথা নয়। জোলো হাওয়ায় জ্বর হতে পারে। সঙ্গে ওষুধের বাক্স আছে। ওষুধ দিয়ে যেতে বলি।

মালতী। না—না এমন কিছুই হয় নি যে আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে।

সুরেন্দ্র। বেশ তোমার ভার জয়াবতীর ওপর দিয়েছি, সেই ভাল বুঝবে। হ্যাঁ যে জন্যে এসেছি—আমাদের ফিরতে আর দেরী নেই। আগামী কালই বাড়ী ফিরতে পারব বলে মনে হচ্ছে। কালই ভোরে কলকাতা পৌছব, তারপর বিকেলের দিকে নারায়ণপুরে ফিরব। আমার ইচ্ছে নয় তোমায় কলকাতায় একলা ছেড়ে দেওয়া।

মালতী। কিন্তু কলকাতায় না গেলে···আমার যে অনেক টাকার দরকার।

কাঁদিয়া ফেলিল

সুরেন্দ্র। অনেক টাকার?

মালতী। হ্যাঁ, অনেক টাকার। তাই কলকাতা যেতে চাই আমি।

সুরেন্দ্র। (একটু হাসিয়া) তবে আর কাঁদছ কেন? তুমি রূপসী যুবতী —কলকাতায় গেলে তোমায় টাকার ভাবনা ভাবতে হবে না—কলকাতায় অলিতে গলিতে টাকা ছড়ান আছে। গেলেই দেখতে পাবে।

সুরেন্দ্রের কথা শুনিয়া মালতীর মাথা ঘুরিয়া গেল; দেহের ভার রাখিতে না পারিয়া মাটিতে পড়িয়া যাইতেছিল। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, চীৎকার করিয়া বলিল—মালতী, মালতী। তাহার পর মালতী নিজেকে সামলাইয়া স্থির হইয়া বলিল।

মালতী। মাথাটা একটু ঘুরে গিয়েছিল। এখন ঠিক হয়ে গেছে। আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। মাঝে মাঝে এরকম আমার হয়।

সুরেন্দ্র। আমি বুঝতে পেরেছি—আমার কথায় তুমি আঘাত পেয়েছ (তাহার হাত ধরিয়া) মালতী, আমি তোমায় ছেড়ে দেব না। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। যে জন্য কলকাতা যেতে চাইছ, তা তুমি পারবে না। যে বৃত্তি তুমি গ্রহণ করতে যাচ্ছ, আমার মনে হয় কখনই তুমি তা করতে পারবে না। তোমার যত অর্থের প্রয়োজন হয়, আমি দেব।

মালতীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সুরেন্দ্র আবেগের সহিত বলিতে লাগিল।

বল আমার সঙ্গে যাবে?

মালতী। (ঘাড় নাড়িয়া) —যাবো।

চতুর্থ দৃশ্য

হরমোহনবাবুর বসিবার ঘর। সাধারণ ভাবে সাজান। একটা কাজে সারদা ঘরের মধ্যেই ছিল। বাহির হইতে সদানন্দ তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল।

সদানন্দ। (নেপথ্যে) সারদা—সারদা—

সারদা। কে?

সদানন্দ। (নেপথ্যে) আমি সদানন্দ।

সারদা। সদাদা—ভেতরে এস।

সদানন্দর প্রবেশ

সদানন্দ। সারদা, কেমন আছ?

সারদা। একরকম—তা কি ব্যাপার?

সদানন্দ। একটু দরকার আছে তাই এলাম।

সারদা। বস বস, সদাদা।

উভয়েই বসিল

সদানন্দ। ললনা মারা গেছে—জান?

সারদা। (বিষণ্ণভাবে) জানি।

সদানন্দ। আজ ভোরে কাশী থেকে এসে গাঁয়ে ঢুকেই খবরটা পাই। তারপর ও বাড়ীতে যাই। সেখানে ওদের অবস্থা সবই দেখলাম। হারাণ কাকা পাগলের মত হয়ে গেছেন। মা জননী যেন একটা পাথরের মূর্তি। তাঁকে মানুষ বলে চিনতে ভুল হয়। চোখ চেয়ে তাঁর দিকে চাওয়া যায় না।

সারদা। হ্যাঁ—সত্যিই বড় দুঃখের কথা। খবরটা শোনা অবধি আমারও যে কি হয়েছে মনের মধ্যে, সে কথা শুনলে তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না—তাই না বলাই ভাল। তবুও একটা কথা বারবার মনের মধ্যে তোলপাড় করছে যে, যদি তার কথা রাখতে পারতাম তাহলে হয়ত ললনা এরকম করে আত্মহত্যা করত না।

সদানন্দ। তার কি কথা?

সারদা। সে একদিন আমায় বলেছিল তাকে বিয়ে করতে—কিন্তু সমাজের ভয়ে বাবার ভয়ে পেছিয়ে গিয়েছিলাম। আমার অমত দেখে সে তার ছোট বোন ছলনাকে বিয়ে করার জন্যে অনুরোধ করেছিল—কিন্তু তাও আমি বাবার ভয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। সদাদা সত্যিই আমি অমানুষ, আমার মধ্যে দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালবাসা সব কিছুই নষ্ট হয়ে গেছে। না হলে সেদিন ওরকম করে তাকে ফিরিয়ে দিতাম না। সত্যিই আমি মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছি।

সদানন্দ। পুরোন কথা মনে করে দুঃখ করা বৃথা। আমি এসেছি তোমার বাবাকে মত করাতে; ছলনার সঙ্গে তোমার বিয়ের জন্য।

সারদা। কিন্তু বাবা কি……

সদানন্দ। যাতে তিনি মত দেন তারই ব্যবস্থা করে যাব। যদি তোমার অমত না থাকে।

সারদা। (সদানন্দর হাতটি ধরিয়া ফেলিল) এর পরে আমার কিছু বলার নেই সদাদা।

সদানন্দ। আমার বিশ্বাস ভাই সারদা—ললনাকে তুমি বিয়ে করলে ললনার আত্মা শান্তি পাবে। ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করবেন।

সারদা। সদাদা তোমায় কি যে বলব—সব কথা যেন হারিয়ে যাচ্ছে। তুমি সত্যিই মানুষ নও, দেবতা।

সদানন্দ। খুব হয়েছে—এখন যাও। একবার বাবাকে খবর দাও। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবো।

সারদা। আচ্ছা সদাদা তুমি বোসো—আমি খবর দিচ্ছি। [প্রস্থান]

সদানন্দ বসিয়া ঘরের চারিদিকে দেখিতেছিল। একটু বাদে হরমোহনবাবু প্রবেশ করিলেন।

হরমোহন। কি হে সদানন্দ যে।

সদানন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

হরমোহন। অনেকদিন হ'ল তোমায় দেখিনি। তা কি মনে করে?

সদানন্দ। আজ্ঞে কিছুদিন এখানে ছিলাম না, কাশী গিয়েছিলাম। আজ একটু প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি।

হরমোহন। তা কি প্রয়োজন, বল।

সদানন্দ। আজ্ঞে, আপনার ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আজ এসেছি।

হরমোহন। তাই নাকি? তা মেয়েটি কার?

সদানন্দ। আজ্ঞে, হারাণ মুখুজ্জের ছোট মেয়ে।

হরমোহন। কার মেয়ে বল্লে?

সদানন্দ। এ গাঁয়ের হারাণ মুখুজ্জের ছোট মেয়ে।

হরমোহন। ওঃ কিন্তু তার ত একপয়সাও দেবার ক্ষমতা নেই।

সদানন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ ক্ষমতা নেই সত্যিই; কিন্তু যোগাড় হয়ে যাবে।

হরমোহন। তাই নাকি! তা কি দেবে সে?

সদানন্দ। আপনি যা চাইবেন তাই।

হরমোহন—হারাণ মুখুজ্জে যৌতুক দেবে? কত টাকা দেবে? হাজার টাকা নগদের কমে সারদার বিয়ের কথা মুখেই আনব না।

সদানন্দ—বেশ, তাই হবে।

হরমোহন—গহনাপত্র? তা কিন্তু গা সাজিয়ে দিতে হবে।

সদানন্দ। তা আপনার মত মানীর ঘরে মেয়ে দিতে গেলে সাজিয়ে দিতে হবে বৈকি।

হরমোহন। তারপর ধর দান-সামগ্রীও রীতিমত আছে। সেটাও নিশ্চয় লাগবে।

সদানন্দ। তা লাগবে বৈকি।

হরমোহন। (ঢোক গিলিয়া) অবশ্য এ বিয়ে আপনা-আপনির মধ্যেই। আর হারাণও কিছু আমাদের পর নয়, তবুও নিয়মগুলো সব পালন করতে হবে ত!

সদানন্দ। (শঙ্কিত হইয়া) নিয়ম আবার কি?

হরমোহন। নিয়ম এমন কিছু নয়, তবে লেখাপড়ার একটা প্রয়োজন।

সদানন্দ। বেশ তাই হোক।

হরমোহন। কিন্তু কার সঙ্গে হবে?

সদানন্দ। আমারই সঙ্গে হোক।

হরমোহন। তোমার সঙ্গে? কবে?

সদানন্দ। হ্যাঁ, আমার সঙ্গে (একটু ভাবিয়া) একমাস পরে।

হরমোহন। বেশ তাই হবে।

সদানন্দ। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ আছে।

হরমোহন। কি বল?

সদানন্দ। এ দেনা-পাওনার কথা যেন তৃতীয় ব্যক্তি জানতে না পারে।

হরমোহন। কেন?

সদানন্দ। একটু কারণ আছে।

হরমোহন। ওঃ নিঃশব্দে দান করতে চাও (শুষ্ক হাস্য করিয়া) বাপু, আমাদের বয়েস হয়েছে—এজন্যে চক্ষুলজ্জা ততটা নেই। না হলে হারাণের অবস্থা আমি জানি। যাহোক তুমি যখন নিঃশব্দে দান করতে পারছ তখন আমিও নিঃশব্দে গ্রহণ করতে পারব। সেজন্য তুমি চিন্তা কোরো না।

সদানন্দ। তাহলে সব ঠিক হয়ে গেল। এবার অনুমতি করুন আমি আসি তাহলে।

হরমোহন। তা কি হয়। প্রজাপতির নির্বন্ধ, একটু মিষ্টিমুখ না করলে ··

সদানন্দ। আজ্ঞে আজ থাক, একেবারে সেই পাকা দেখার দিনই মিষ্টিমুখ করবো।

হরমোহন। বেশ তাই হবে।

পঞ্চম দৃশ্য

সুরেন্দ্রনাথের গৃহ। অতি সুসজ্জিত কক্ষে একটি সুন্দর বড় কৌচে বসিয়া ললনা একটি পুস্তক লইয়া শ্বেত পাথর নির্মিত সাইডবোর্ডের উপর রৌপ্য বাতিদানের উপর রক্ষিত বাতির আলোকে পড়িতেছিল। কিন্তু চোখের জলের জন্য মন কিছুতেই নিবিষ্ট করিতে পারিতেছিল না। কেবল একের পর এক পাতা উন্টাইয়া যাইতেছিল। সুরেন্দ্র নিঃশব্দে ঢুকিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আরও নিকটে আসিয়া ডাকিল।

সুরেন্দ্র। মালতী!

মালতী। (চমকাইয়া) কে? ওঃ আপনি, আসুন।

সুরেন্দ্র। (নিকটে যাইয়া) আবার কাঁদছিলে? কি করলে যে একজন সুখী হতে পারে তা মানুষ বুঝতে পারে না এবং দেবতারা পারেন কি না তাও বলতে পারি না। কতদিন কেটে গেল কিন্তু কিছুতেই তুমি প্রফুল্ল হলে না, কিছুতেই হেসে কিছু চাইলে না (মালতী চক্ষু মুছিল) কত গহনা, কত ভাল ভাল কাপড় জামা এনে দিলাম কিন্তু একবারের জন্যেও তুমি পরলে না। মালতী তুমি কি আমার দেওয়া কোন জিনিস পছন্দ কর না?

মালতী। ছিঃ ছিঃ, এ কি আপনি বলছেন? আপনি আমার প্রাণদাতা, আমি আপনার আশ্রিতা।

সুরেন্দ্র। হ্যাঁ, শুধু তোমার মন ওইটুকুই ধরে রেখেছে, আমি দাতা তুমি গ্রহীতা। যাকৃগে, মালতী তুমি কি চাও বল—এক্ষুনি ব্যবস্থা করে দেব। যদি কলকাতা ছাড়া আর কোথাও তুমি ভাল মনে থাকতে না পারো, তাহলে আমি তোমার কলকাতা যাবারই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এখন বুঝতে পারছি জোর করে তোমায় আমার কাছে এনে রাখা অন্যায় হয়েছে।

মালতী। আপনি অমন কথা বলবেন না; তাহলে আমার নরকেও স্থান হবে না। কেন যে চোখের জলকে ধরে রাখতে পারি না, তা বলতে গিয়ে সব যেন গুলিয়ে যায়। কিছুতেই তা বলতে পারি না।

ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল

সুরেন্দ্র। মালতী, বল, সব খুলে বল, তাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। বরং যা কিছু আমায় দিয়ে সম্ভব হয় আমি আমার সব কিছু দিয়ে তার ব্যবস্থা করে দেব। তুমি কে, কি তোমার পরিচয় সব আমায় খুলে বল।

মালতী। হ্যাঁ, আজ সেই কথাই বলব। এতদিন যা গোপন করে রেখেছিলাম, একদিন জয়াদিদিকে বলব বলেছিলাম, কিন্তু সময় আর পেলাম না। দিদি আমাদের ছেড়ে চলে গেল।

সুরেন্দ্র। হ্যাঁ, একের পর এক আঘাতই কেবল আমি পেয়ে এসেছি। ভাঙা স্বাস্থ্য, ভাঙা মন জোড়া দেবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম এই ভ্রমণে, কিন্তু আজ ভাবছি সেই ভাঙা মন আরও টুকরো, টুকরো হয়ে গেল। এ আর কোন দিনই জোড়া লাগবে না। ফেরার পথে জয়াকে হারালাম। আত্মহত্যা করে সমস্ত সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে গেল আমার সঙ্গে। তারপর যদিও তোমায় পেলাম, জোর করে ধরে রাখলাম, কিন্তু তুমি তাতে সুখী হলে না।

মালতী। না—না, যাদের জন্যে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে আমি ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছি, তাদের জন্যে প্রাণ আমার ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

সুরেন্দ্র। কে তারা? বল—বল?

মালতী। হ্যাঁ, বলছি। তারা আমার দরিদ্র বাবা, মা, ভাই বোন।

সুরেন্দ্র। তোমার বাবা, মা, ভাই বোন সব জীবিত?

মালতী। হ্যাঁ তাঁরা সব নির্মম দুঃখ দুর্দশা অভাবের মধ্যেই বেঁচে আছেন। জন্মাবধি দুঃখের কোলেই লালিত পালিত হয়েছি; কিন্তু আমার সব ছিল। বাবা যথাসাধ্য দেখে শুনে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। দুর্ভাগিনী আমি এক বৎসরের মধ্যেই বিধবা হলাম। যাঁর সঙ্গে বিবাহ হল তাঁকে বোধ হয় একবারের বেশী দেখতেও পাই নি। আমি বাপের বাড়ী ছিলাম। সেই অবধি প্রায় পাঁচ বছর সেখানেই থাকলাম। বাবা আমাদের গ্রাম হলুদপুর হতে প্রায় আধ ক্রোশ দূরে এক জমিদারের কাছে কাজ করতেন। সামান্যই বেতন পেতেন, কিন্তু তাতেই আমাদের একরূপ দুঃখে কষ্টে চলে যেত।

কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল

সুরেন্দ্র। তোমাদের বাড়ীতে তখন কে কে ছিলেন?

মালতী। সবাই ছিলেন—বাবা, মা, পিসীমা, আমরা দুই বোন, আর একটি ছোট ভাই। তারপর চুরির অপরাধে বাবার চাকরি যায়—সেই অবধি নিত্য ভিক্ষা করে, কোনদিন আমাদের হোত, কোন দিন হোত না। চেয়ে চিন্তে যা মিলতো তাতে মা সকলকে খাইয়ে প্রায় নিত্য উপোসী থাকতেন; কিন্তু বাবা এ সব দিকে ফিরেও চাইতেন না। গাঁজা গুলি

খেতেন, যেখানে সেখানে পড়ে থাকতেন, হয়তো বা চার পাঁচদিন ধরে বাড়ী আসতেন না, আমার ছোট ভাই মাধু এক বছর হোল রোগশয্যায় পড়ে আছে—এতদিন বেঁচে আছে কি না ভগবান জানেন।

সুরেন্দ্র। এখন থাক—পরে বোলো।

মালতী। আর একটু বলার আছে। ছোট বোন ছলনার বিয়ের বয়স হলো কিন্তু আমরা দরিদ্র বলে কেউ বিয়ে করতে চাইলো না। একমাত্র ভরসা সদাদার উপর—তিনিও তখন কাশীতে ছিলেন। লোকে আমায় সুন্দরী বলত, তাই গ্রামের বদলোকদের কুনজর থেকে এড়িয়ে যাবার জন্যে সর্বদাই শঙ্কিত থাকতাম। একদিন মিথ্যা কুৎসাও রটে গেল। সংসারের দুর্দশা নিত্য বাড়তে লাগলো। আর কোন উপায় দেখতে না পেয়ে আমার এই রূপই আমাকে পথ দেখিয়ে দিল। ঠিক করলাম কলকাতায় গিয়ে রোজগার করব। একদিন রাত্রে গঙ্গার তীরে এলাম। দেখলাম দূরে একটা বড় বজরা। ভাবলাম রাত্রি শেষে বজরা নিশ্চয়ই কলকাতায় পৌঁছবে। আমিও তখন নেমে যাব। জলে পডলাম। সাঁতার দিয়ে কিছুদূর এসে বজরার হালটা ধরে ফেললাম। তারপর সব আপনি জানেন।

সুরেন্দ্র। তোমার নাম কি সত্যিই মালতী?

মালতী। না—আমার নাম ললনা।

সুরেন্দ্র। হ্যাঁ, এই নামটাই একদিন কথার মধ্যে বেরিয়ে গিয়েছিল। সেইদিন আর জানতে চাই নি। তুমি হয়ত লুকুতে।

মালতী। ঠিকই ধরেছেন। সেদিন সব কিছু লুকোবার প্রয়োজন ছিল, আজ নেই।

সুরেন্দ্র। আজ নেই? ওঃ হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, আজ নেই (কিছুক্ষণ পরে) আচ্ছা যে জন্যে এত করলে তার কি কোন উপায় করেছ?

মালতী। না।

সুরেন্দ্র। তা জানি। আর তাই ভাবছি, যে মুখ ফুটে একটা কথা বলতে পারে না, সে কোন সাহসে এতটা করেছে, মাসে কত টাকা হলে তাঁদের চলে?

মালতী। টাকা কুড়ি হলে⋯⋯

সুরেন্দ্র। আচ্ছা, তুমি পঞ্চাশ টাকা করে পাঠিয়ে দিও।

মালতী। আপনি দেবেন?

সুরেন্দ্র। দেব, আরও চাও আরও দেব। তারপর একটা কাজ

কোরো—যদি পার আমাকে বিবাহ কোরো। (মালতী চুপ করিয়া রহিল) বল—বল, আমায় বিবাহ করবে তো ?

ললনার হাত ধরিল

মালতী। কিন্তু—

সুরেন্দ্র। গোলমাল হবে ? অর্থবান জমিদার আমি, সব চাপা পড়ে যাবে। পৃথিবীতে এসে সব কিছু পেয়েছি—কিন্তু সুখ পাইনি। আমাকে যথার্থ সুখী হতে দাও।

মালতী। আমি তোমার কাছে চিরঋণী। কিন্তু····

সুরেন্দ্র। আর কোন কথা শুনতে চাই না। আমি তোমায বিয়ে করে সুখী হব।

মালতী। (ক্রন্দনবত) না—না, আমি যে বিধবা—আগি যে বিধবা। বিধবাকে বিয়ে করতে নেই।

সুবেন্দ্র। (তাহাব হাত ধবিযা নিকটে আনিল) না—না, তুমি বিধবা নও—বিধবা ললনা মবে গেছে, সে আত্মহত্যা করেছে। কুমারী মালতী আজ আমার কাছে এসেছে, প্রেমেব বন্ধনে আমায় বেঁধে ফেলেছে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

গভাব বাত্রি, শুভদা অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায নিজ ঘবে ঘুমাইযা বহিযাছে। বাহিবে জোবে বৃষ্টি পড়িতেছে। ক্লান্ত শবীবে তাহাব ঘুম ভাঙ্গিযা গেল। দেখিল কে যেন দ্বাব ঈষৎ ফাঁক কবিযা জীর্ণ অর্গলটা খুলিযা ফেলিল। ঘবে প্রদীপ জ্বলিতেছিল; সে চক্ষু চাহিযা সেই আলোতে দেখিল একজন লোক ছদ্মবেশে ঘবে প্রবেশ কবিতেছে। তাহাব হাতে লাঠি—ছদ্মবেশে হাবাণ।

শুভদা। (শিহরিয়া চিৎকার কবিয়া) ওগো কে গো ?

হারাণ। চুপ (লাঠি তুলিয়া শয্যার নিকট আসিয়া) তোব বাক্সের চাবি দে, চাবি দে নইলে গলা টিপে মারব।

শুভদা। (উঠিয়া বসিয়া বালিশের নীচে হইতে চাবির থোলো লইয়া তার নিকটে ফেলিয়া দিল।) আমার বড বাক্সের ডানদিকের খোপে পঞ্চাশ টাকার নোট আছে। তাই নিও—বাঁদিকে বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ আছে তাতে যেন হাত দিও না।

হারাণ শুভদার কথামত বাক্স খুলিয়া ডানদিকে হইতে নোট লইয়া ট্যাঁকে গুজিয়া চলিয়া যাইতেছিল) নোটে বোধ হয় নাম লেখা আছে, নম্বর দেওয়া আছে—একটু সাবধানে ভাঙিও।

হারাণ চলিয়া গেল, শুভদা জোরে কাশিতে লাগিল। তাহার পর নিজের হাতে নিজের কপাল দেখিল—জ্বর বাড়িয়াছে। আবার শুইয়া পড়িল। তখন বাহিরে বৃষ্টি নাই। কিছুক্ষণ মঞ্চ অন্ধকার রহিল। কেবল প্রদীপের ক্ষীণ আলোটি দেখা যাইতেছিল। শুভদা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। প্রদীপের আলোটি ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইয়া পড়িল। বাহিরের অন্ধকারও ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে প্রভাত হইল। প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। শুভদার ঘুম ভাঙ্গিল। কথা বলিতে গেলে কষ্ট পাইতে লাগিল। সে সদানন্দকে ডাকিতে লাগিল। সদানন্দ প্রবেশ করিল।

সদানন্দ। একি, দরজা খোলা কেন? সারারাত কি তুমি দরজা খুলে শুয়েছিলে?

শুভদা। না, শেষ রাত্রে উঠেছিলাম, আর বন্ধ করতে পারি নি বাবা।

সদানন্দ। তোমায় দেখে বোধ হচ্ছে—তোমার শরীর খুব খারাপ।

শুভদা। হ্যাঁ বাবা, একটু খারাপ হয়েছে। এদিকে এস, একটা কাজ করতে হবে তোমায়।

সদানন্দ নিকটে যাইয়া তাহার কপালে হাত দিয়া দেখিল

সদানন্দ। একি মা! জ্বরে তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে। তুমি একবারও আমায় ডাকতে পারো নি?

শুভদা। বাবা, এবার আমায় ছুটি দিতে হবে। আমার মাধু আমায় ডাকছে। এত দিন সে মা হারিয়েছিল এবার সে তার মাকে ফিরে পাবে।

সদানন্দ। একি বলছ মা?

শুভদা। (কাঁদিয়া) হ্যাঁ বাবা ঠিকই বলছি। তুমি তোমার কাকাবাবুকে একবার ডেকে নিয়ে এস বাবা। তিনি বোধ হয় মোড়লের আড্ডায় ভোর হতে না হতে চলে গেছেন।

সদানন্দ। হ্যাঁ, সকাল থেকেই দেখতে পাচ্ছি না। বোধ হয় সেখানেই গেছেন।—আমি এখুনি ডেকে নিয়ে আসছি।

শুভদা। যাবার আগে জানলাটা একবার খুলে দিয়ে যাও বাবা (সদানন্দ জানালা খুলিয়া দিল। সূর্যের আলোকরশ্মি শুভদার মাথায় মুখে ধীরে ধীরে সর্ব শরীরে প্লাবিত হইয়া উঠিল, মঞ্চ ধীরে ধীরে আলোকমালায় ঝলমল করিয়া উঠিল। বাহিরে কাহাদের পদশব্দ শোনা গেল) কারা এল সদানন্দ?

সদানন্দ। বোধ হয় ছলনা এল সারদার সঙ্গে। কাল যে ওদের বাড়ী গিয়েছিলাম। আসবে বলেছিল।

ছলনা 'মা' 'মা' করিয়া প্রবেশ করিল, পিছনে সারদা

শুভদা। ঠিক সময়ে এসে পড়েছিস্ মা, আয় মা, তোরা আমার কাছে আয়।

ছলনা। তোমার এত বাড়াবাড়ি, আর একটু আগে সদাদাকে দিয়ে ডেকে পাঠালে না মা। কই সদাদা তুমিও ত বলনি যে মার এত বাড়াবাড়ি চলছে।

সদানন্দ। এত বাড়াবাড়ি ছিল না। সকাল বেলা ঘুম ভেঙেই দেখলাম মার আমার এমন অবস্থা। তুই বস ছলনা, একবার বেরিয়ে হারাণ কাকাকে দেখি।

ছলনা। বাবা সকাল হতে না হতে বেরিয়ে পড়েছেন?

সদানন্দ। হ্যাঁ, যাই তাঁকে ধরে নিয়ে আসি, আর কোবরেজকেও পাঠিয়ে দিই।

শুভদা। কোবরেজকে আর মিথ্যে ডেকে পাঠিয়ো না বাবা। তুমি তোমার কাকাবাবুকে যেমন করে পার ধরে নিয়ে এস তাড়াতাড়ি। আমার শরীর বড় অস্থির করছে।

সদানন্দ। হ্যাঁ মা, আমি এখুনি যাচ্ছি। [প্রস্থান

সারদা। আপনি মা অসুস্থ। বেশী কথা বলবেন না।

শুভদা। আজও যদি তোমাদের সঙ্গে একটু কথা না বলতে পারি তাহলে আর সে সুযোগ পাব না বাবা। আজ আমায় বলতে দাও, প্রাণ ভরে কথা বলতে দাও।

শুভদা কাশিতে লাগিল। ছলনা তাহার বুকে হাত বুলাইতে লাগিল ও সারদা মাথায় হাওয়া করিতে লাগিল।

শুভদা। জান বাবা সারদা, জানিস ছলনা—আজ ভোর হতে না হতে মাধু যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে—"মা চলে এস, আর দেরী কোরো না"। সবাইকে পেলাম কিন্তু ললনা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। তাকে আর কোথাও খুঁজে পেলাম না।

ছলনা। মা চুপ কর।

চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল

সদানন্দ। (নেপথ্যে) আসুন কাকাবাবু, দেরী করবেন না, না হলে আর তাঁকে দেখতে পাবেন না।

সদানন্দের সহিত হারাণের প্রবেশ। হারাণের চোখ গাঁজার লাল। ঘরে ঢুকিয়াই সে শুভদাকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল।

শুভদা। এস এদিকে এস। আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি। এস তোমার পায়ের ধুলো দাও আমার মাথায়।

হারাণ। (হারাণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু নামিয়া আসিল) কি বল্লে, পায়ের ধুলো?

শুভদা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ওই তো আমার শেষ সম্বল।

জোরে কাশিতে লাগিল

সদানন্দ। দিন কাকাবাবু, আপনার পায়ের ধুলো ছুঁইয়ে দিন মা জননীর মাথায়।

হারাণ। (ধীরে ধীরে নিকটে যাইয়া) হাঃ হাঃ হাঃ আমার পায়ের ধুলো চাইছ শুভদা—চমৎকার, সত্যিই চমৎকার! এ ছাড়া তো আর কোন দিন কিছুই চেয়ে পাওনি, আর এ ছাড়া তো আর কিছুই আমার কাছ থেকে পাবার মত নেই। তাই তুমি যা সহজে আমার কাছ থেকে পেতে পার তাই চেয়ে আমায় সকলের কাছে দামী করে রেখে যাচ্ছ। চমৎকার—সত্যিই চমৎকার।

শুভদা। দাও তোমার পায়ের ধুলো আমার মাথায় তুলে দাও। ওই তো আমার পাথেয়।

হারাণ। (রুদ্ধ কণ্ঠে) তোমার কাছে শাস্তি চেয়েছিলাম—তিরস্কার চেয়েছিলাম—আজ কি সেই শাস্তি দিয়ে যাচ্ছ শুভদা?

শুভদা। না গো না, এ তোমার শাস্তি নয়। তোমার আশীর্বাদ না পেলে আমি শান্তি পাবো না (কাশিতে কাশিতে) দাও পায়ের ধুলো মাথায় তুলে দাও।

সদানন্দ। দিন কাকাবাবু, আপনার পায়ের ধুলো তুলে দিন আমার মা জননীর মাথায়, আর দেরী করবেন না। দিন কাকাবাবু, দিন।

অশ্রুসিক্ত চোখে হারাণ নিজের পা ছুঁইয়া তাহার হাতটা শুভদার মাথায় রাখিল।

শুভদা। আঃ—আঃ বড্ড তৃপ্তি পেলাম।

নিজের একখানি হাত স্বামীর হাতের উপর রাখিল

হারাণ। ভগবান! আমার মত সংসারের অযোগ্য মানুষেরও যে আশীর্বাদের প্রয়োজন পড়ে—এ আমি বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করি না।

শুভদা। আর সবায়ের কাছে তুমি যাই হও না কেন, আমার কাছে তুমি সকলের ওপরে। দেখ একটা কথা বলি, এরা সব রইল, এদের মাঝে তুমি ভাল হয়ে থেক। আমি চল্লাম, সময় হলেই তোমায় ডেকে নিয়ে যাবো। দুঃখ কোরো না······দেখ সারা ঘরটা কেমন আলোয় ঝলমল করে উঠেছে—আজ ত আমার আনন্দের দিন, ওই সূর্যের ওপারে মাধু আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে, আমি যাই—আমি যাই।

শুভদাব মৃত্যু

হারাণ। শুভদা—শুভদা—শুভদা!

যবনিকা